

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

অষ্টম খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

(অষ্টম খণ্ড)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জুফী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডৱেস ডট কম।

বুখারী শরীফ (অষ্টম খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭১৭/১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১

ISBN : 984-06-0580-1

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর ২০০০

ভদ্র ১৪০৭

জমাদিউস সানী ১৪২১

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে : সব্বিহ-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME) Compilation of Hadith Sharif by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (RH) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. September 2000

Price : Tk 240.00

US Dollar : 8.50

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	ঐ
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	ঐ
৫. মাওলানা রুহুল আমিন খান	ঐ
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৭. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	সদস্য-সচিব

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস শরীফের কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারী শরীফ বিশুদ্ধতম কিতাব। এই কিতাবখানির সংকলক আমীরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর জন্মস্থান বুখারা। সে কারণে তিনি ইমাম বুখারী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস শরীফ শিক্ষা ও সংগ্রহের মহান উদ্দেশ্যে বহু দেশ ও অঞ্চল সফর করেন। এক-একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। ছয় লক্ষাধিক হাদীস তিনি সনদের ধারাবিবরণীসহ কণ্ঠস্থ করেন। এই বিরাট সঞ্চয় থেকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওয়া মুবারকের পার্শ্বে মুরাকাবা করে দীর্ঘ ষোল বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আল-জামিউস্ সহীহ বা সহীহ বুখারী শরীফ সংকলন করেন। এভাবে তিনি হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে তথা ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এক অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

ইসলামের বুনয়াদ স্থাপিত কুরআন ও হাদীসের উপর। তাই কুরআন ও হাদীস চর্চার গুরুত্ব অপরিণীম। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি তোমাদের নিকট রেখে যাচ্ছি দু'টো জিনিস, যা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ হবেনা – তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুনাত।”

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেদিনকার আরাফাত ময়দানে সমবেত লাখে সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম তাঁর বাণীর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবে আল্লাহর কালাম ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলো সমগ্র দুনিয়ায় বিচ্ছুরিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বুখারী শরীফ অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষী পাঠক সমাজের কাছে এই অমূল্য হাদীস সংকলনের বাংলা তরজমা পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আল্লাহর অশেষ রহমতে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রকল্পের' আওতায় দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশের পর দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে পবিত্র এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর এর অষ্টম খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ কবুল করুন। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের জন্য এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক কাল থেকে সারা দুনিয়ায় কুরআনুল করীম চর্চার পাশাপাশি হাদীসের চর্চাও চলে আসছে। বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারের কাল থেকে কুরআনুল করীমের পাশাপাশি হাদীস শরীফের চর্চা সমানভাবে চলে আসলেও বাংলা ভাষায় হাদীস শরীফের তরজমা প্রকাশের ইতিহাস সুদীর্ঘ নয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী কিতাবাদি বিশেষ করে বুনিয়াদী কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় প্রকাশের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ‘সিহাহ্ সিত্তাহ্’র অন্তর্গত ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব রয়েছে। আর এজন্য দেশের মশহুর আলিম ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সিহাহ্ সিত্তাহ্ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ অনুবাদ করে তা দশ খণ্ডে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থের দশটি খণ্ডই ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণের পর্যায়েও দেশের প্রখ্যাত আলিম ও হাদীস বিশারদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে অনুবাদের ভাষা ও মুদ্রণ প্রমাদসমূহ সংশোধন করে নেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্যায়ে আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পেরেছি।

বুখারী শরীফের সম্পাদিত অষ্টম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্ তা‘আলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন।

আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের সবাইকে তাঁর হুকুম পুংখানুপুংখরূপে পালন করার এবং তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাক্বাল আলামীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাকসীর অধ্যায়	২১
সূরা ইউসুফ	২৩
সূরা রা'দ	৩১
সূরা ইবরাহীম	৩৪
সূরা হিজর	৩৭
সূরা নাহল	৪৩
সূরা বনী ইসরাঈল	৪৫
সূরা কাহাফ	৫৯
সূরা মরিয়ম	৭৭
সূরা তাহা	৮২
সূরা আশিয়া	৮৬
সূরা হাজ্জ	৮৯
সূরা মু'মিনুন	৯৩
সূরা নূর	৯৩
সূরা ফুরকান	১২০
সূরা শু'আরা	১২৬
সূরা নামল	১২৯
সূরা কাসাস	১৩০
সূরা আনকাবূত	১৩৩
সূরা রুম	১৩৩
সূরা লুকমান	১৩৬
সূরা সাজ্দা	১৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আহযাব	১৪০
সূরা সাবা	১৫৫
সূরা ফাতির	১৫৮
সূরা ইয়াসীন	১৫৮
সূরা সাফফাত	১৬০
সূরা সাদ	১৬২
সূরা যুমার	১৬৬
সূরা মু'মিন	১৭০
সূরা হা-মীম আস-সাজ্জদা	১৭২
সূরা শূরা	১৭৮
সূরা যুখরুফ	১৭৯
সূরা দুখান	১৭৯
সূরা জাছিয়া	১৮২
সূরা আহকাফ	১৮৮
সূরা মুহাম্মদ	১৯১
সূরা ফাত্হ	১৯৩
সূরা হুজুরাত	১৯৯
সূরা কাফ	২০২
সূরা যারিয়াত	২০৬
সূরা তুর	২০৭
সূরা নাজ্‌ম	২০৯
সূরা কামার	২১৪
সূরা রাহমান	২২১
সূরা ওয়াকি'আ	২২৬
সূরা হাদীদ	২২৮
সূরা মুজাদালা	২২৯
সূরা হাশর	২২৯
সূরা মুম্তাহিনা	২৩৪
সূরা সাফফ	২৪১
সূরা জুম'আ	২৪২
সূরা মুনাফিকুন	২৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা তাগাবুন	২৫২
সূরা তালাক	২৫৩
সূরা তাহরীম	২৫৫
সূরা মূলক	২৬৩
সূরা কলম	২৬৩
সূরা হাককা	২৬৫
সূরা মা'আরিজ	২৬৬
সূরা নূহ	২৬৬
সূরা জিন	২৬৮
সূরা মুযযাম্মিল	২৭০
সূরা মুদ্দাছ্ছির	২৭০
সূরা কিয়ামা	২৭৫
সূরা দাহ্র	২৭৭
সূরা মুরসালাত	২৭৮
সূরা নাবা	২৮২
সূরা নাযি'আ	২৮৩
সূরা আবাসা	২৮৪
সূরা তাকবীর	২৮৫
সূরা ইনফিতার	২৮৬
সূরা মুতাফ্ফিফীন	২৮৭
সূরা ইনশিকাক	২৮৭
সূরা বুরূজ	২৮৯
সূরা তারিক	২৮৯
সূরা আ'লা	২৮৯
সূরা গাশিয়া	২৯০
সূরা ফাজর	২৯১
সূরা বালাদ	২৯২
সূরা শাম্স	২৯৩
সূরা লায়ল	২৯৪
সূরা দুহা	৩০০
সূরা ইনশিরাহ	৩০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা তীন	৩০২
সূরা আলাক	৩০৩
সূরা কাদর	৩০৯
সূরা বায়্যিনা	৩০৯
সূরা যিলযাল	৩১১
সূরা আদিয়াত	৩১৩
সূরা কারি'আ	৩১৪
সূরা তাকাহুর	৩১৪
সূরা 'আসর	৩১৪
সূরা হুমাযা	৩১৫
সূরা ফীল	৩১৫
সূরা কুরায়শ	৩১৫
সূরা মাউন	৩১৬
সূরা কাউছার	৩১৬
সূরা কাফিরুন	৩১৮
সূরা নাসর	৩১৮
সূরা লাহাব	৩২১
সূরা ইখলাস	৩২৪
সূরা ফালাক	৩২৫
সূরা নাস	৩২৬

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন আত্বাহ্ বলেছেন আমি

কুরআন অবতীর্ণ করেছি	৩৩৩
কুরআন সংকলন অনুচ্ছেদ	৩৩৫
নবী ﷺ -এর কাতিব	৩৩৮
কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল হয়েছে	৩৪০
কুরআন সংকলন ও সুবিন্যাস্তকরণ	৩৪২
জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ -এর সাথে কুরআন শরীফ দাওর করতেন। মাসরুক (র)	
আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে দু'বার দাওর করেছেন, আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসনু	৩৪৪
নবী ﷺ -এর যেসব সাহাবী ক্বারী ছিলেন	৩৪৫
সূরা ফাতিহার ফযীলত	৩৪৮

বিষয়

পৃষ্ঠা

সূরা বাকারার ফযীলত		৩৫০
সূরা কাহ্‌ফের ফযীলত		৩৫১
সূরা আল-ফাতহর ফযীলত		৩৫১
কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)-এর ফযীলত		৩৫২
মু'আবিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)-এর ফযীলত		৩৫৪
লায়িস (র) উসাইদ ইবন হুদায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, ... পরদিন সকালে তিনি		
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উক্ত ঘটনা লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত		৩৫৬
যারা বলে দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তাছাড়া নবী ﷺ কিছু রেখে যাননি		৩৫৬
সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব		৩৫৭
কিতাবুল্লাহর ওসীয়াত		৩৫৮
তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট		
পাঠ করা হয়		৩৫৯
কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা		৩৫৯
তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন নিজে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়		৩৬০
মুখস্থ কুরআন পাঠ করা		৩৬২
কুরআন শরীফ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা		৩৬৩
কোন জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা		৩৬৪
শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান		৩৬৫
কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে আমি অমুক অমুক আয়াত		
ভুলে গেছি ?... অবশ্য আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত		৩৬৫
যারা সূরা বাকারা বা অমুক অমুক সূরা বলাতে দোষ মনে করেন না		৩৬৭
সুস্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা । এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী : কুরআন তিলাওয়াত কর		
ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে.....পাঠ দ্রুত গতিতে করা অপছন্দনীয়		৩৬৯
'মদ' অক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়া		৩৭০
আততারজী		৩৭১
সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা		৩৭১
যে ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে		৩৭২
তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট		৩৭২
কতটুকু সময় কুরআন আর পাঠ করা যায় ? এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম : "যতটা		
কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততটাই পড়"		৩৭৩

বিষয়

পৃষ্ঠা

কুরআন পাঠ করা অবস্থায় ক্রন্দন করা	...	...	...	...	...	...	৩৭৬
যে ব্যক্তি দেখানো কিংবা দুনিয়ার লোভে কিংবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে	...	...	...	...	...	...	৩৭৭
যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা	...	...	...	...	...	...	৩৭৮
বিয়ে-শাদী অধ্যায়							
শাদী করতে উৎসাহ দান	...	...	...	...	...	...	৩৬১
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : “তোমাদের মধ্যে যাদের শাদীর সামর্থ্য আছে, সে যেন শাদী করে ।							
কেননা শাদী তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখতে সাহায্য করবে এবং তার লজ্জাস্থান রক্ষা করবে ।”							
এবং যার দরকার নেই সেও শাদী করবে কি না ?	...	...	...	...	...	...	৩৮৩
যে শাদী করার সামর্থ্য রাখে না, সে সওম পালন করবে	...	...	...	...	...	...	৩৮৪
বহুবিবাহ	...	...	...	...	...	...	৩৮৪
যদি কেউ কোন নারীকে শাদী করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সংকাজ করে							
তবে তার নিয়্যত অনুসারে (ফল) পাবে	...	...	...	...	...	...	৩৮৫
এমন দরিদ্র ব্যক্তির সাথে শাদী যিনি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে অবহিত । সাহল ইব্ন সা’দ							
নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন	...	...	...	...	...	...	৩৮৬
যদি কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে বলে আমার স্ত্রীগণের মধ্যে যাকে তুমি চাও আমি তোমার							
জান্য তাকে তালাক দেব । এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রা) একটি হাদীস							
বর্ণনা করেছেন	...	...	...	...	...	...	৩৮৭
শাদী না করা এবং খাসি হয়ে যাওয়া অপছন্দনীয়	...	...	...	...	...	...	৩৮৭
কুমারী মেয়ে শাদী সম্পর্কে নবী ﷺ আর কোন কুমারী মেয়ে শাদী করেন নি	...	...	...	...	...	...	৩৮৯
তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা কন্যা বা বোনকে আমার সঙ্গে প্রস্তাব দিও না	...	...	...	...	...	...	৩৯০
বয়স্ক পুরুষের সাথে অল্প বয়স্কা মেয়ের শাদী	...	...	...	...	...	...	৩৯২
কোন প্রকৃতির মেয়ে শাদী করা উচিত কোন ধরনের মেয়ে পছন্দ করা মুস্তাহাব	...	...	...	...	...	...	৩৯২
দাসী গ্রহণ এবং আপন দাসীকে মুক্ত করে শাদী করা	...	...	...	...	...	...	৩৯৩
ক্রীতদাসীকে আযাদ করাকে মোহর হিসাবে গণ্য করা	...	...	...	...	...	...	৩৯৪
দরিদ্র ব্যক্তির শাদী করা বৈধ..... আল্লাহ তার মেহেরবানীতে সম্পদশালী করে দেবেন	...	...	...	...	...	...	৩৯৫
স্বামী এবং স্ত্রী একই দীনভুক্ত হওয়া ।.....তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তি	...	...	...	...	...	...	৩৯৬
শাদীর ব্যাপারে ধন-সম্পদের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে এবং ধনী মহিলার সাথে গরীব পুরুষের শাদী	...	...	...	...	...	...	৩৯৯
অশুভ স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাকা ।.....সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে	...	...	...	...	...	...	৪০০
ক্রীতদাসের সঙ্গে মুক্ত মহিলার শাদী	...	...	...	...	...	...	৪০১
চারের অধিক শাদী না করা সম্পর্কে ।..... এর অর্থ দু’ দু’খানা তিন তিনখানা এবং চার চারখানা	...	...	...	...	...	...	৪০২
আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য তাদের সাথে শাদী হারাম	...	...	...	...	...	...	৪০৩

যারা বলে দু' বছরের পরে দুধ পান করালে..... দুধ পান করুক না কেন, তাতে সম্পর্ক হারাম হবে না	৪০৫
যে সন্তান যে মহিলার দুধ পান করে, সে সন্তান ঐ মহিলার স্বামীর দুধ-সন্তান হিসাবে গণ্য হবে ...	৪০৬
দুধমাতার সাক্ষ্য গ্রহণ	৪০৬
কোন কোন মহিলাকে শাদী করা হালাল এবং কোন কোন মহিলাকে শাদী করা হারাম ।....	৪০৮
যুহরী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, হারাম হয় না এখানে যুহরীর কথা মুরসাল অর্থাৎ এই কথা যুহরী হযরত আলী (রা) থেকে শোনে ননি	
আল্লাহ তা'আলার বাণী : এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছে ।..... নবী ﷺ স্বীয় দৌহিত্রকে পুত্র সম্বোধন করেছেন	৪১০
আল্লাহ তা'আলার বাণী : দুই বোনকে একত্রে শাদী করা (হালাল নয়) তবে অতীতে যা হয়ে গেছে	৪১১
আপন ফুফু যদি কোন পুরুষের স্ত্রী হয় তবে যেন কোন মহিলা উক্ত পুরুষকে শাদী না করে	
আশ-শিগার বা বদল বিবাহ	৪১৩
কোন মহিলা কোন পুরুষের কাছে নিজকে সমর্পণ করতে পারে কি না ?	৪১৩
ইহরামকারীর বিবাহ	৪১৪
অবশেষে রাসূল ﷺ মুতা'আ বিবাহ নিষেধ করেছেন	৪১৪
স্ত্রীলোকের সৎ পুরুষের কাছে নিজকে (বিবাহের জন্য) পেশ করা	৪১৬
নিজের কন্যা অথবা বোনকে শাদীর জন্য কোন নেককার পরহিযগার ব্যক্তির সামনে পেশ করা ...	৪১৭
আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা শাদীর ইচ্ছা কর প্রকাশ্যে অথবা অন্তরে গোপন রাখ উভয় অবস্থা	
আল্লাহ জানেন ।..... অর্থ হল ইদত পূর্ণ হওয়া	৪২০
শাদী করার পূর্বে মেয়ে দেখে নেয়া	৪২০
যারা বলে ওলী বা অভিভাবক ব্যতীত শাদী শুদ্ধ হয় না, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম দলীল হিসাবে পেশ করে ।..... “তোমাদের ভিতরে যারা অবিবাহিতা আছে তাদের শাদী দিয়ে দাও”	৪২২
ওলী বা অভিভাবক নিজেই যদি শাদীর প্রার্থী হয় । মুগীরা ইব্ন শূ'বা (র) এমন এক মহিলার..... আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন	৪২৭
কার জন্য ছোট শিশুদের শাদী দেয়া বৈধ ইদত তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে	৪২৮
আপন পিতা কর্তৃক নিজ কন্যাকে কোন ইমামের আমি তাকে তাঁর সাথে শাদী দেই ...	৪২৯
সুলতানই ওলী বা অভিভাবক কুরআনের বিনিময়ে শাদী দিলাম	৪২৯
পিতা বা অভিভাবক কুমারী..... সম্মতি ব্যতীত শাদী দিতে পারে না	৪৩০
যদি কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে শাদী বাতিল বলে গণ্য হবে	৪৩১
ইয়াতীম বালিকার শাদী দেয়া..... নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন	৪৩২
যদি কোন শাদী প্রার্থী পুরুষ তুমি কি কবুল করেছ ?	৪৩৩
কোন ব্যক্তি কোন নারীকে আপন প্রস্তাব উঠাইয়া নেবে	৪৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শাদীর প্রস্তাব বাতিলের ব্যাখ্যা	৪৩৫
শাদীর খুতবা	৪৩৬
বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ ভোজে দফা বাজানো	৪৩৬
আল্লাহ তা'আলার বাণী : “এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে.....	
মোহরানা হিসাবে যোগাড় করে দাও	৪৩৭
কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময় এবং দেন মোহরানা ব্যতীত বিবাহ প্রদান	৪৩৭
মোহরানা হিসাবে দ্রব্যসামগ্রী এবং লোহার আংটি	৪৩৮
শাদীতে শর্ত আরোপ করা..... যে ওয়াদা করেছে তখন ওয়াদা রক্ষা করেছে	৪৩৯
শাদীর সময় মেয়েদের জন্য..... (অর্থাৎ হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার কথা বলে	৪৩৯
বরের জন্য সুফরা (হলুদ রঙের সুগন্ধি)..... নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন	৪৪০
বরের জন্য কিভাবে দোয়া করতে হবে	৪৪১
ঐ নারীদের দোয়া যারা কনেকে সাজায় এবং বরকে উপহার দেয়	৪৪১
জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী	৪৪২
যে ব্যক্তি নয় বছরের মেয়ের সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করে	৪৪২
সফরে স্ত্রীর মিলন সম্পর্কে	৪৪৩
দিনের বেলায় শাদীবন্ধনের পর বাসর করা এবং আন্তন জ্বালান ও সওয়াবী ব্যতীত	৪৪৩
মহিলাদের জন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়ার ব্যবহার করা	৪৪৪
যেসব নারী কনেকে বরের কাছে সাজিয়ে পাঠায় তাদের প্রসঙ্গ	৪৪৪
দুলহীনকে উপঢৌকন প্রদান ।..... নবী ﷺ -এর খেদমত করেছেন	৪৪৬
দুলহীনের জন্য কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধার করা	৪৪৭
স্ত্রীর কাছে গমনকালে কি বলতে হবে	৪৪৭
ওয়ালীমা একটি অধিকার ।..... যদি একটি মাত্র বকরীর দ্বারাও হয়	৪৪৮
ওয়ালীমা বা বিবাহ-ভোজের ব্যবস্থা..... তা একটি বকরীর দ্বারাও হয়	৪৪৯
কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর শাদীর সময়..... চেয়ে বড় ধরনের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা	৪৫১
একটি ছাগলের চেয়ে কম কিছু দ্বারা ওয়ালীমা করা	৪৫১
ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা কর্তব্য ।..... দুই দিন ধার্য করেননি	৪৫২
যে দাওয়াত কবুল করে না, সে যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর নাফরমানী করল	৪৫৩
বকরীর পায়া খাওয়ানোর জন্যও যদি দাওয়াত করা হয়	৪৫৪
শাদী বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা	৪৫৪
বরযাত্রীদের সাথে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ	৪৫৫
যদি কোন অনুষ্ঠানে দীনের খেলাফ..... এরপর তিনি চলে গেলেন	৪৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নববধু কর্তৃক শাদী অনুষ্ঠানে খেদমত করা	৪৫৬
আন-নাকী বা অন্যান্য শরবত..... ওয়ালীমাতে পান করানো	৪৫৭
নারীদের প্রতি সদ্যবহার, আর এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, নারীরা পাঁজরের হাড়ের মত	৪৫৮
নারীদের প্রতি সদ্যবহার করার ওসীয়াত	৪৫৮
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে দোষখের	
আগুন থেকে বাঁচাও	৪৫৯
পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার	৪৬০
কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দান করা	৪৬৩
স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীদের নফল রোযা রাখা	৪৬৯
যদি কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা বাদ দিয়ে আলাদা বিছানায় রাত কাটায়	
স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে স্বামীগৃহে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়	৪৬৯
আল-আশীর অর্থাৎ স্বামীর..... থেকে হাদীস বর্ণনা করেন	৪৭১
তোমার স্ত্রীর তোমার উপর অধিকার আছে।..... হাদীস বর্ণনা করেছেন	
স্ত্রী স্বামীগৃহের রক্ষক	৪৭৪
পুরুষ মহিলাদের উপর..... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান ও শ্রেষ্ঠ	৪৭৪
নবী ﷺ-এর আপন স্ত্রীদের..... কক্ষের বাইরে অন্য কক্ষে অবস্থানের ঘটনা	৪৭৫
স্ত্রীদের প্রহার করা নিন্দনীয় কাজ..... তাদেরকে মৃদু প্রহার কর	৪৭৬
অবৈধ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না	৪৭৭
আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,..... উপেক্ষার আশংকা করে	৪৭৭
আয়ল প্রসঙ্গে	৪৭৮
যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে নেবে	
যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের পালার দিন..... কিভাবে ভাগ করতে হবে	৪৮০
আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করা..... ক্ষমতার মালিক এবং মহাজ্ঞানী	
যদি বিধবা বিবাহিতা স্ত্রী'র উপস্থিতিতে কুমারী মেয়ে শাদী করে	৪৮১
যদি কেউ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় শাদী করে কোন বিধবাকে	৪৮১
যে ব্যক্তি একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়	৪৮২
দিবভাগে স্ত্রীদের নিকট গমন করা	৪৮২
কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার সময় এবং তাকে যদি সবাই অনুমতি দেয়	৪৮৩
এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালোবাসা	৪৮৩
কোন নারী কর্তৃক কৃত্রিম সাজ-সজ্জা করা..... প্রকাশ করা নিষেধ	৪৮৪
আত্মমর্যাদাবোধ। হযরত সা'দ..... আমার চেয়েও অনেক বেশি	৪৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহিলাদের বিরোধিতা এবং তাদের ক্রোধ	৪৮৯
কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান এবং ইনসাকমূলক কথা	৪৯০
পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং..... অনেক কমে যাবে আর নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে	৪৯১
মাহরম অর্থাৎ যার সাথে শাদী হারাম..... নারীর কাছে পুরুষের গমন (হারাম)	৪৯২
লোকজনের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষ কথা বলা বৈধ	৪৯২
যে পুরুষ মহিলার মত সাজ-গোজ করে তার সাথে কোন নারীর চলাফেরা নিষেধ	৪৯৩
হাবশী বা অনুরূপ লোকদের প্রতি মহিলাদের সন্দেহজনক না হলে দৃষ্টি দেয়া যায়	৪৯৩
প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া	৪৯৩
মসজিদে অথবা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ	৪৯৫
যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধপান..... তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যা	৪৯৫
এক মহিলা আর এক মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার বর্ণনা যেন নিজের স্বামীর কাছে না দেয়	৪৯৬
কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব	৪৯৭
যদি কোন লোক দূরে থাকে..... তাদের কোন ক্রটি আবিষ্কার করে	৪৯৭
সন্তান কামনা করা	৪৯৮
স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করবে এবং রক্তক্ষকেশী নারী (মাথায়) চিরণী করে নেবে	৪৯৯
তারা যেন তাদের স্বামী তাদের আভরণ প্রকাশ না করে	৫০০
যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি	৫০১
কোন ব্যক্তির তার সাথীকে কন্যার কোমরে আঘাত করা	৫০২
বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম।	

বুখারী শরীফ

(অষ্টম খণ্ড)

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

তাফসীর অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তাফসীর অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

سُورَةُ يُوسُفَ

সূরা ইউসুফ

وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتَّكَأً الْآتِرُنُجُ قَالَ فُضَيْلٌ الْآتِرُنُجُ
بِالْحَبَشِيَّةِ مُتَّكَأً وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتَّكَأً ، كُلُّ شَيْءٍ
قُطِعَ بِالسَّكِّينِ * وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوْ عِلْمٍ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ * وَقَالَ ابْنُ
جُبَيْرٍ صَوَاعٌ مَكُوكُ الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَلْتَقِي طَرْفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ
الْأَعَاجِمُ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَفَنَّدُونَ تَجْهَلُونَ * وَقَالَ غَيْرُهُ غِيَابَةُ كُلِّ
شَيْءٍ غَيْبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غِيَابَةٌ ، وَالْجُبُّ الرُّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطَوَّأْ ،
بِمُؤْمِنٍ لَنَا بِمُصَدِّقٍ لَنَا أَشَدُّهُ قَبْلُ أَنْ يَأْخُذَ فِي النُّقْصَانِ ، يُقَالُ بَلَغَ
أَشَدُّهُ وَبَلَغُوا أَشَدَّهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَالْمُتَّكَأُ مَا اتَّكَأَتْ
عَلَيْهِ لِسْرَابٌ أَوْ لِحَدِيثٍ أَوْ لَطْعَامٍ وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ الْآتِرُنُجُ وَلَيْسَ فِي
كَلَامِ الْعَرَبِ الْآتِرُنُجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقٍ فَرَّوْا

إِلَى شَرِّمَنَّهُ، فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ الْمُتَكُّ سَاكِنَةُ الثَّاءِ، وَإِنَّمَا الْمُتَكُّ
 طَرَفُ الْبُظْرِ، مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهَا مَتَكَّاءُ وَابْنُ الْمُتَكَّاءِ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ
 أُتْرُنَجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَكَّاءِ، شَفَفَهَا يُقَالُ إِلَى شَفَافِهَا، وَهُوَ غِلَافُ قَلْبِهَا
 ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فَمِنْ الْمُشْعُوفِ، أَصَبَ أَمِيلٌ، أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ مَا لَا تَأْوِيلَ
 لَهُ، وَالضَّفْتُ مِلُّ الْيَدِ مِنْ حَشِيْشٍ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَمِنْهُ خَذُ بِيَدِكَ ضِفْئًا،
 لَا مِنْ قَوْلِهِ أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ وَاحِدُهَا ضِفْتُ، نَمِيرٌ مِنَ الْمِيرَةِ، وَتَزْدَادُ
 كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٌ، أَوْى إِلَيْهِ ضَمُّ إِلَيْهِ، السَّقَايَةُ مَكْيَالٌ،
 تَفْتَوُ لَا تَزَالُ، حَرَضًا مُحَرَضًا، يُذْيِبُكَ الْهَمُّ، تَحَسَّسُوا تَخَبَّرُوا،
 مُزْجَاءٌ قَلِيلَةٌ، غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَامِلَةٌ مُجَلَّلَةٌ.

ফুযায়ল (র) হুসায়ন (র) মুজাহিদ (র) বলেন, مُتَكَّاءُ (এক প্রকার) লেবু এবং ফুযায়ল (র) বলেন যে مُتَكَّاءُ হাবশী ভাষায় (এক জাতীয়) লেবুকে বলে। ইবন উআয়না (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, مُتَكَّاءُ সেসব, যা চাকু দ্বারা কাটা হয়। কাতাদা (র) বলেন, " لَذَوْ عِلْمٍ " সে আলিম, যে তার ইল্মের উপর আমল করে। ইবন জুবায়র (র) বলেন, " صَوَاعٌ " ফারসী মাপ-পাত্র, যার উভয় পার্শ্ব মিলানো থাকে; আজমিগণ এটা দ্বারা পানি পান করে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, " تَفَنَّدُونَ " আমাকে মূর্খ মনে কর। অন্য থেকে বর্ণিত : " غِيَابَةٌ " যেসব বস্তু তোমার থেকে গোপন রয়েছে। -
 " وَالْجُبُّ " - ঐ কূপকে বলে যার মুখ বাঁধা হয়নি। " بِمَوْمِنٍ لَنَا " তুমি আমার কথায় বিশ্বাসী।
 " بَلَغَ أَشْدُّهُ وَبَلَغُوا أَشْدَّهُمْ " অর্থাৎ সে বা তারা পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে। কেউ কেউ বলেন, এর একবচন " شَدٌّ " (কারো কারো মতে)
 " مُتَكَّاءُ " যে বস্তুর উপর পানাহার বা কথাবার্তা বলার সময় হেলান দেয়া হয়। যারা " مُتَكَّاءُ " অর্থ লেবু বলেছেন এতে তা বাতিল হল। আরবদের ভাষায় 'উতরুজ্জ' শব্দের ব্যবহার নেই। যখন তাদের প্রতি এই অভিযোগ দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, 'মুতাক্কা' অর্থ বিছানা, তখন তাঁরা আরো খারাপ অর্থের আশ্রয় নিল এবং বলল যে, এখানে مُتَكَّاءُ -এর ت সাকিন। এর অর্থ স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের পার্শ্ব। এ থেকে ব্যবহার হয় " مُتَكَّاءُ " (যে নারীর সে অংশ কাটা হয়নি) এবং " ابْنُ الْمُتَكَّاءِ " (মাতৃকার পুত্র)। সে ঘটনায় লেবু দেয়া হয়ে থাকলেও তা তাকিয়া দেয়ার পরই হবে। " شَفَفَهَا " তার অন্তরকে আবৃত করল। " أَضْفَاتُ " যার অন্তর প্রেমে জ্বালিয়ে দিয়েছে। " أَصْبُ " আমি আসক্ত হয়ে যাব। " الضِفْتُ " ঘাসের মুঠা এবং যা এ

জাতীয়। যেমন পূর্বের আয়াতে আছে " خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا " এক মুষ্টি তৃণ লও। এক বচনে " ضِغْتٌ " " نَزْدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٌ " আমরা খাদ্যসামগ্রী এনে দিব। " نَمِيرٌ " থেকে গঠিত " نَمِيرُهُ " আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনব। " أَوَى إِلَيْهِ " নিজের কাছে রাখল। " حَرَضًا مُحَرَضًا " সর্বক্ষণ থাকবে " تَفْتُو " পান পাত্র, পরিমাপ-পাত্র। " السَّقَايَةُ " (দুর্বল হওয়া) " يَذِيبُكَ الْهَمُّ " দুশ্চিন্তা - তোমাকে শেষ করে দিবে, " تَجَسَّسُوا " তোমরা অন্বেষণ কর। " غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَامِلَةٌ مُجَلَّةٌ " স্বপ্ন, " مُزْجَاةٌ " আল্লাহর শাস্তি সকলকে বেঁটন করে নিয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ : وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا - আর আল্লাহ তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি।

৪৩২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -

৪৩২৭ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আ), তাঁর পিতা ইয়াকুব (আ), তাঁর পিতা ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আ)।

بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخَوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّائِلِينَ

ইউসুফ - "لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخَوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّائِلِينَ" - " (১২ : ৭) এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৪৩২৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ

أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَاكْرَمُ
النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ ،
قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَاذِنِ الْعَرَبِ ، تَسْأَلُونَنِي ، قَالُوا
نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا تَابَعَهُ
أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ -

৪৩২৮ মুহাম্মদ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট বেশি সম্মানিত, যে তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহেজগার। লোকেরা বলল, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)। তিনি তো নবীর পুত্র, নবীর পুত্র, নবীর পুত্র এবং খলীলুল্লাহ (আ)-এর পুত্র। লোকেরা বলল, আমাদের প্রশ্ন এ ব্যাপারে ছিল না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা জাহেলিয়াতে তোমাদের মাঝে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম যদি তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়। আবু উসামা (রা) উবায়দুল্লাহর সূত্রে এটাকে সমর্থন ব্যক্ত করেন।

بَابُ قَوْلِهِ : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ سَوَّلَتْ زَيْنَتْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : সে (ইয়াকুব (আ) বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।" (১২ : ১৮) سَوَّلَتْ - সুন্দর করে সাজিয়ে শোভনীয় করে দেখান।

৪৩২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ عَنْ سَعْدِ
عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ * قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُروَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ
بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا ، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ
مِنَ الْحَدِيثِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كُنْتَ بِرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ ، وَإِنْ

كُنْتُ الْمَمْتُ بِذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، قُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَا
أَجِدُ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبِرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
مَاتَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ -

৪৩২৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) যুহরী (র) উরওয়া ইবন যুবায়ির, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর “ইফক” সম্পর্কে **اهل الافك** যা বলেছেন, তা শুনেছি। আল্লাহ এটার নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (আয়েশা (রা)-কে) বললেন, যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তবে অতিশীঘ্র আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন; আর যদি তোমার দ্বারা এ গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সময় আমি ইউসুফ (আ)-এর পিতা (ইয়াকুব (আ)-এর উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই জবাব দেয়ার মতো খুঁজে পাচ্ছি না। (তিনি যা বলেছিলেন): সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। অবশেষে আল্লাহ তা’আলা আমার (নির্দোষিতা ঘোষণা করে) “**إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ**” সহ দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

৪৩৩০ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ
عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتْهَا الْحُمَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ
فِي حَدِيثٍ تُحَدِّثُ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ
كَيَعْقُوبَ وَبَنِيهِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .

৪৩৩০ মুস (রা) আয়েশা (রা)-এর মাতা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (অপবাদ রটনার সময়) আয়েশা (রা) আমাদের ঘরে জুরে আক্রান্ত ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, সম্ভবত এ অপবাদের কারণে জ্বর হয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আমার এবং আপনার উদাহরণ ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)-এর ন্যায়। তার ভাইয়েরা কাহিনী সাজালো, তখন ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন, “পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।”

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে অপবাদ রটিয়েছিল এবং আল্লাহ যে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কিত হাদীস।

بَابُ قَوْلِهِ : وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابُ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ . قَالَ عِكْرَمَةُ : هَيْتَ لَكَ بِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ . وَقَالَ ابْنُ
جُبَيْرٍ : تَعَالَهُ -

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “সে [ইউসুফ (আ)] যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, ‘এসো’, ইকরামা বলেন, “হেইত” আইস হুরানের ভাষা, ইবন জুবাইর বলেন “তعاله” এসো।

৪৩৩১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هَيْتَ
لَكَ ، قَالَ وَأَنْتُمْ يَقْرَؤُهَا كَمَا عَلَّمْنَاهَا مَثْوَاهُ مَقَامُهُ ، وَالْفَيَا وَجَدًا ،
الْفَوَا أَبَاءَهُمْ الْفَيْنَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ -

৪৩৩১ আহমদ ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “হেইত লক” আমরা সেভাবেই পড়তাম, যেভাবে আমাদের শিখানো হয়েছে। “মথৌ” অর্থ স্থান এবং “ফয়া” অর্থ সে পেয়েছে। এ থেকে “الفوا اباءهم” হয়েছে। এমনভাবে ইবন মাসউদ (রা) হতে “ت” এর মধ্যে “بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ” কে পেশযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এভাবে পড়তেন।

৪৩৩২ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَسْلَامِ
قَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِسَبْعٍ كَسْبَعِ يُوسُفَ ، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ
شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ ، قَالَ اللَّهُ : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ
بِدُخَانٍ مُبِينٍ . قَالَ اللَّهُ : إِنَّا كَاشِفُوكَ الْعَذَابَ قَلِيلًا أَنْتُمْ عَائِدُونَ ،
أَفِيكْشِفُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتْ
الْبَطْشَةُ -

৪৩৩২ হুমায়দী (র) আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, যখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইসলামের দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরঘ্য করলেন, ইয়া আল্লাহ! যেমনিভাবে আপনি ইউসুফ (আ)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ওদের ওপর দুর্ভিক্ষ নাখিল করুন। তারপর কুরাইশগণ এক বছর পর্যন্ত এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আপতিত হল যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল; এমনকি তারা হাড় পর্যন্ত খেতে শুরু করল; যখন কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে নজর করত, তখন আকাশ ও তার মধ্যে শুধু ধোঁয়া দেখত।

আল্লাহ বলেন, "فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ" সেদিনের অপেক্ষায় থাক, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

আল্লাহ আরও বলেন : اِنَّا كَاشَفُوْا الْعَذَابَ قَلِيْلًا : আমি শাস্তি কিছুটা সরিয়ে নিব, নিশ্চয়ই তোমরা (পূর্বাবস্থায়) প্রত্যাবর্তন করবে।" কিয়ামতের দিন তাদের থেকে আযাব দূর করা হবে কি? এবং "دُخَانٌ" ও "بَطْشَةٌ" -এর ব্যাখ্যা আগে বলা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ , قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ . وَحَاشَا تَنْزِيْهِهِ وَاسْتِثْنَاءٌ , حَصْحَصَ وَضَحَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ" যখন দূত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমরা প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে সকল নারী হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! আমার প্রতিপালক তো তাদের চক্রান্ত সম্যক অবগত। বাদশাহ নারীদের বলল, যখন তোমার ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মাহাত্ম্য! আমাদের ও তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। **حَاشَا وَحَاشَا** এটা **تَنْزِيْهِهِ** এবং **اسْتِثْنَاءٌ** -এর জন্য। **حَصْحَصَ** - অর্থ প্রকাশ হয়ে গেল।

৪৩৩৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ

شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثْتُ يَوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَلَمْ تَوْمِنِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي -

৪৩৩৩ সাঈদ ইবন তালীদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর উপর রহম করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে, নিজের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। যতদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ (বন্দীখানায়) থাকতাম, তবে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই সাড়া দিতাম^১। আমরা ইবরাহীম (আ) থেকে সর্বাগ্রে থাকতাম^২ যখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।

بَابُ قَوْلِهِ : حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ" এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন।"

৪৩৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ ، قَالَ قُلْتُ أَكْذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوا ، قُلْتُ فَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قَالَتْ أَجَلَ لَعَمْرِي لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بَرَبِّهَا ، قُلْتُ فَمَا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُولِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمْ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُولُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ -

৪৩৩৪ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

১. মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোন নির্দেশ মেনে নিতাম এবং আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিতাম। এ কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্যের বর্ণনা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় সাত বছর সাত মাস সাত দিন সাত ঘণ্টা ছিলেন।
২. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : " حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ " এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আয়াতে শব্দটা " كَذَّبُوا " না " أَكْذَبُوا " আয়েশা (রা) বললেন, " كَذَّبُوا " আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন আখিয়ায়ে কিরাম পূর্ণ বিশ্বাস করে নিলেন, এখন তাদের সম্প্রদায় তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন " الظَّن " ২ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম! তারা পূর্ণ বিশ্বাস করেই নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম " ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ " " كَذَّبُوا " অর্থ কি দাঁড়ায়? আয়েশা (রা) বললেন, মা'আযাল্লাহ! ৩ রাসূলগণ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করতে পারেন না। আমি বললাম, তবে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, তারা রাসূলদের অনুসারী, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে, তারপর তাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে (কাফেরদের) নির্যাতন চলছে এবং আল্লাহ্র সাহায্য আসতেও অনেক বিলম্ব হয়েছে, এমনকি যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রাসূলদের এ ধারণা হল যে, এখন তাঁদের অনুসারীরাও ৪ তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করবে, এমতাবস্থায় তাঁদের কাছে আল্লাহ্র সাহায্য এল।

৬২৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كَذَبُوا مُخَفَّفَةً ، قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ نَحْوَهُ .

৪৩৩৫ আবুল ইয়ামান (র) উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম সম্ভবত كَذَّبُوا - (তাখফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ! ঐরূপ (كَذَّبُوا)।

سُورَةُ الرُّعْدِ

সূরা রা'দ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَبَّاسِطٌ كَفَّيْهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبْدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خِيَالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَخَّرَ ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتٌ

১. " كَذَّبُوا " তাশদীদসহ না তাশদীদ ব্যতীত।

২. তাঁরা ধারণা করলেন অথবা ভাবলেন।

৩. আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাই।

৪. যারা ঈমান নিয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ: اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ، غِيْضٌ نَّقْصٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : **اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى** "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ্ তা' জানেন। " **غِيْضٌ** " হ্রাস পেল।

٤٣٣٦ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ : لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا

১. এটা একটা উপত্যকা, যা মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত।

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ -

৪৩৩৬ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেন, ইলম গায়েব-এর চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। তা হলো : আগামী দিন কি হবে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। মাতৃগর্ভে কি আছে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কখন আসবে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। কোন ব্যক্তি জানে না তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না।

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

সূরা ইবরাহীম

بَابُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَادٍ دَاعٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيدٌ قَيِّحٌ وَدَمٌ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَيَادِيَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَأَيَّامُهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيهِ يَبْغُونَهَا عَوْجًا يَلْتَمِسُونَ لَهَا عَوْجًا . وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَعْلَمَكُمْ أَذْنَكُمْ ، رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ هَذَا مِثْلُ كَفُّوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامُهُ ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُهَا تَابِعٌ ، مِثْلُ غَيْبٍ وَغَائِبٍ ، بِمَضَرِّ خَكَمٍ اسْتَصْرَخَنِي اسْتَفْغَاثْنِي ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الصَّرَاحِ ، وَلَا خِلَالَ مَصْدَرٍ خَالَتُهُ خِلَالًا وَيَجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خَلَّةٍ وَخِلَالٍ ، أُجْتِثْتُ أُسْتَوْصِلْتُ -

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, " হَادٍ " - আহ্বানকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, রক্ত ও পুঁজ। ইবন 'উয়াইনা বলেন, " اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " আল্লাহর যেসব নিয়ামত তোমাদের উপর রয়েছে এবং যেসব ঘটনা ঘটছে (তা স্মরণ কর)। মুজাহিদ (র) বলেন, " مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ " তোমরা যা কিছু আল্লাহর কাছে চেয়েছিলে যাতে তোমাদের আশ্রয় ছিল। " তারা এর বক্রতা (অপব্যখ্যা) অবশেষণ করছে। " إِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ " তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জানিয়েছেন, তোমাদের অবহিত করেছেন। " رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ " এটা একটা প্রবাদ বাক্য, যার অর্থ,

তাদের যে বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছিল তা থেকে তারা বিরত রয়েছে। "مَقَامِي" সে স্থান যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে দাঁড়ি করাবেন। "لَكُمْ تَبَعًا" তার সামনে "مَنْ وَرَائِهِ" এর একবচন "تَابِعُ" যেমন "غَائِبُ" এর বহুবচন "غَائِبُ"। "اسْتَصْرَخْنِي" সে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। "الصَّرَاخُ" থেকে গঠিত। "وَلَا خِلَالَ" আর "خِلَالُ" এর বহুবচনও হতে পারে। "أُجْتُتُّ" - মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ: كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلُّ حِينٍ” সে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বাংশে বিস্তৃত, যা প্রতি মওসুমে ফলদান করে।”

৪৩৩৭ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشَبِّهُهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النُّخْلَةُ، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَرَكُم تَكَلِّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا -

৪৩৩৭ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, বল তো সেটা কোন বৃক্ষ, যা কোন মুসলিম ব্যক্তির মত, যার পাতা ঝরে না, এরূপ নয়, এরূপ নয় ^১ এবং এরূপও নয় যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হল, এটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি দেখলাম আবু বকর (রা) ও উমর (রা) কথা বলছেন না। তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু বলা পছন্দ করিনি। অবশেষে যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটা খেজুর গাছ। পরে যখন আমরা উঠে গেলাম, তখন আমি উমর (রা)-কে বললাম, হে ১. বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারের- সর্বদা ফল ধরে থাকে, যার বীজ নষ্ট হয় না এবং যা দ্বারা সর্বদা উপকৃত হওয়া যায়।

আব্বা! আল্লাহর কসম! আমার মনেও হয়েছিল, তা খেজুর বৃক্ষ। উমর (রা) বললেন, এ কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? বললেন, আমি আপনাদের বলতে দেখিনি, তাই আমি কিছু বলতে এবং আমার মত ব্যক্ত করতে অপছন্দ করিনি। উমর (রা) বললেন, অবশ্য যদি তুমি বলতে, তবে তা আমার নিকট এত এত ১ থেকে বেশি প্রিয় হত।

بَابُ قَوْلِهِ : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ** “যারা শাস্ত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের আল্লাহ সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।”

৪৩৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ -

৪৩৩৮ আবুল ওয়ালীদ (র) বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবরে মুসলমান ব্যক্তিকে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াআল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ” আল্লাহর বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাণীটি হলো এই : **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ**

بَابُ قَوْلِهِ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا أَلَمْ تَعْلَمْ ، كَقَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ، الْبَوَارُ الْهَلَاكُ ، بَارَ يَبُورُ بَوْرًا هَالِكِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا** “আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” **أَلَمْ تَرَ** (আপনি কি জানেন না) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ** অথবা **أَلَمْ** “**أَلَمْ تَعْلَمْ**” আয়াতে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থ ধ্বংসশীল - **قَوْمًا بَوْرًا** “**بَارَ يَبُورُ بَوْرًا**” থেকে গঠিত। “**الْبَوَارُ**” সম্প্রদায়।

১. **كَذَا** (এত এত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে, অধিক সম্পদ, খেজুর বৃক্ষ, পেস্তা-বাদাম বৃক্ষ অথবা মূল্যবান বস্তু।

৪৩৩৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ، قَالَ هُمْ كُفَّارٌ أَهْلُ مَكَّةَ *

৪৩৩৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, هُمْ كُفَّارٌ أَهْلُ مَكَّةَ এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে।

سُورَةُ الْحَجَرِ

সূরা হিজর

وَقَالَ مُجَاهِدٌ صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ الْحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَعْمُرُكَ لَعَيْشُكَ ، قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ ، وَقَالَ
غَيْرُهُ : كِتَابٌ مَعْلُومٌ أَجَلٌ ، لَوْ مَا تَأْتَيْنَا هَلَّا تَأْتَيْنَا ، شَيْعٌ أُمٌّ ،
وَلِللَّأُولِيَاءِ أَيْضًا شَيْعٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَهْرَعُونَ مُسْرِعِينَ ،
لِلْمُتَوَسِّمِينَ لِلنَّاطِرِينَ قَالَ سَكَّرَتْ غُشِّيَّتٌ ، بُرُوجًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِحَ مَلَاقِحَ مُلْقَحَةً ، حَمَاءَ جَمَاعَةٍ حَمَاءٌ ، وَهُوَ الطِّينُ
الْمُتَغَيِّرُ ، وَالْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ ، تَوَجَّلَ تَخَفٌ ، دَابِرٌ آخِرٌ ، الْإِمَامُ
كُلُّ مَا انْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ ، الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ -

মুজাহিদ (র) বলেন, صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٍ সঠিক পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এবং তাঁর দিকে রয়েছে এ রাস্তা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, لَعْمُرُكَ অর্থ তোমার জীবনের কসম। قَوْمٌ مُنْكَرُونَ এমন অপরিচিত সম্প্রদায়, যাদের লূত (আ) চিনেননি। অন্যেরা বলেন, كِتَابٌ مَعْلُومٌ অর্থ নির্দিষ্ট সময়। لَوْ مَا تَأْتَيْنَا হেলা কেন আমার কাছে আসে না। শَيْعٌ বহু সম্প্রদায়। বন্ধুবর্গকেও বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, يَهْرَعُونَ অর্থ তারা দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। لِلْمُتَوَسِّمِينَ

১. শাস্ত বাণী দ্বারা "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" এ বাক্যকে বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষকারীদের জন্য سَكَّرَتْ ঢেকে দেয়া হয়েছে। لَوَاقِحَ অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্যের মনযিল। مَلَاقِحَ (ভার - গর্ভ মেঘমালা), এটির একবচন حَمَاءَ এর বহুবচন পঁচা কাদামাটি। تَوَجَّلَ ভীত হও। دَابِرَ অর্থ- শেষাংশ। الْأَمَامُ যার তুমি অনুসরণ করেছ, এবং যার দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ। الصِّحَّةَ স্বাস্থ্য।

بَابُ قَوْلِهِ الْإِمَامُ اسْتَرْقَ السَّمْعَ وَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : "الْإِمَامُ اسْتَرْقَ السَّمْعَ وَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ" আর কেউ ছুপিসারে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।"২

৪৩৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْقُوا السَّمْعَ وَمُسْتَرْقُوا السَّمْعَ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ أُخْرٍ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَتُتْرِكُهُ وَرُبَّمَا لَمْ تَدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حَتَّى يُلْقَوْهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ، فَتَلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً فَيُصَدِّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ سَمِعْتُ مِنَ السَّمَاءِ *

৪৩৪০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার

জন্য অতি বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাঁড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর জিজ্ঞিরের শব্দের মত। আলী (রা) বলেন, صَفْوَان এর মধ্যে "فَا" সাকিন যুক্ত এবং অন্যরা বলেন, "فَا" ফাতাহ্ যুক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ফেরেশতাদের পৌঁছান। "যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত হয়, তখন তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তখন তারা বলে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন, এবং তিনি সর্বোচ্চ মহান।" চুরি করে কান লাগিয়ে (শয়তানরা) তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শয়তানগুলো একের ওপর এক এভাবে থাকে। সুফিয়ান ডান হাতের আঙ্গুলের ওপক্ক অঙ্গ আঙ্গুল রেখে হাতের ইশারায় ব্যাপারটি প্রকাশ করলেন। তারপর কখনও আঙনের ফুলকি শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌঁছানোর আগেই আঘাত করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী শয়তান পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সে তার নিচের সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। এমনি করে এ কথা পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনও সুফিয়ান বলেছেন, এমনি করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তা জাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রচার করে। তাই তার কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে যে, দেখ এ জাদুকর আমাদের কাছে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল; আমরা তা সঠিক পেয়েছি। বস্তৃত আসমান থেকে শোনা কথার কারণেই তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

৪৩৪১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ ، وَزَادَ الْكَاهِنُ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ : قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ (قَالَ) سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزَّعَ قَالَ سُفْيَانُ هَكَذَا قَرَأَ عَمْرُو فَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا ، قَالَ سُفْيَانُ وَهِيَ قِرَائَتُنَا -

৪৩৪১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন..... এ বর্ণনায় كَاهِن (জ্যোতির্বিদ কথাটি) অতিরিক্ত। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বর্ণনায় عَلَى فَمِ السَّاحِر (জাদুকরের মুখের ওপর) উল্লেখ করেছেন। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমার থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা থেকে শুনেছি এবং

১. ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেকে শয়তান চুরি করে যা শুনে।

তিনি (ইকরামা) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি। সুফিয়ান বলেন, হ্যাঁ। আলী বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, ‘আমর ইকরামা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করেছেন। সুফিয়ান বললেন, আমি আমরকে এভাবে পড়তে শুনেছি। তবে আমি জানি না, তিনি এভাবেই শুনেছেন কিনা; তবে এ -ই আমাদের পাঠ।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

অনুবাদ : আব্বাহ তা‘আলার বাণীঃ **كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ** “নিশ্চয়ই হিজরবাসীগণ রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।”

৪৩৪২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ *

৪৩৪২ ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরবাসীগণ ১ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এ জাতির এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে, তবে তোমরা তাদের এলাকায় প্রবেশই করবে না। আশংকা আছে, তাদের ওপর যা আপত্তি হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপত্তি হয়ে যায়।

بَابُ قَوْلِهِ : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

অনুবাদ : আব্বাহ তা‘আলার বাণীঃ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ** “আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন।”

৪৩৪৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّبَى النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُصَلِّيُ فَدَعَانِي فَلَمْ أَتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، ثُمَّ قَالَ إِلَّا

১. ‘হিজর’ একটি উপত্যকার নাম। সেখানে ‘সামুদ’ সম্প্রদায় বাস করত।

أَعْلَمَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ
النَّبِيُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَتْهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ -

৪৩৪৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) আবু সাঈদ ইব্ন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি সালাত শেষ না করে আসনি। এরপর আমি আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও?” তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেব না। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদ থেকে বের হতে লাগলেন, আমি তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হল, “আল্ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।” এটি হল, পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন ২ যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٤٣٤٤ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ
السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ -

৪৩৪৪ আদাম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উম্মুল কুরআন^৩ (সূরা ফাতিহা) হচ্ছে পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত^৪ এবং মহান কুরআন।

بَابُ قَوْلِهِ: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا
وَمِنْهُ لَا أُقْسِمُ أَيُّ أُقْسِمُ وَيُقْرَأُ لَا قَسِمٌ قَاسِمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفَا
لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে

১. সাত আয়াতের অর্থ - সূরায় ফাতিহার সাত আয়াত, যে আয়াতগুলো প্রত্যহ নামাযে আমরা বারবার পাঠ করে থাকি।
২. সূরায় ফাতিহাকে ‘মহা কুরআন’ বলা হয়েছে। কারণ, কুরআনের সকল বিষয়বস্তুর মূল কথা এর মধ্যে রয়েছে।
৩. ‘উম্মুল কুরআন’ বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। কুরআন শরীফের সকল বিষয়বস্তু এর মধ্যে সংক্ষেপে রয়েছে বলে ‘উম্মুল কুরআন’ অর্থাৎ ‘কুরআনের মা’ বলা হয়।
৪. পূর্বে হাদীসের টীকা দ্র।

বিভক্ত করেছে। الْمُقْتَسِمِينَ যারা শপথ করেছিল ^১ এবং এ অর্থে لَا أُقْسِمُ অর্থাৎ (أُقْسِمُ) আমি শপথ করছি এবং لَا أُقْسِمُ ও পড়া হয় قَاسَمَهُمَا (ইবলিস) শপথ করেছিল, দু'জনার কাছে। তারা দু'জন (আদম ও হাওয়া) তার জন্য শপথ করেনি। মুজাহিদ (র) বলেন - تَقَسَّمُوا তারা শপথ করেছিল।

৪৩৪৫ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَوُهُ أَجْزَاءً فَأَمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ *

৪৩৪৫ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, “যারা কুরআনকে বিভক্ত করে দিয়েছে।” এরা হল আহলে কিতাব (ইহুদী)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। এরা কোন অংশের ওপর ঈমান এনেছে ^২ এবং কোন অংশকে অস্বীকার করেছে। ^৩

৪৩৪৬ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ أَمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى -

৪৩৪৬ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) ইবন আব্বাস (রা) - كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ -এর ব্যাখ্যা বলেন, তারা কিছু অংশের উপর ঈমান আনে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এরা হল ইহুদী ও নাসারা।

بَابُ قَوْلِهِ : وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قَالَ سَالِمُ الْمَوْتُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ “ইয়াকীন”^৪ তোমার কাছে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।

সালেম বলেন, يَقِينٌ এখানে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. الْمُقْتَسِمِينَ যারা শপথ করেছিল, তারা হল - ইহুদী ও নাসারা। কারও মতে- সে ক্যাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা লূত (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।
২. যে অংশটুকু তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের মনঃপূত হয়েছে।
৩. যে অংশটুকু নিজের মনঃপূত হয়নি এবং তাওরাতেও পাওয়া যায়নি।
৪. يَقِينٌ অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস ; তবে এখানে অর্থ মৃত্যু।

سُورَةُ النُّحْلِ

সূরা নাহল

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فِي ضَيْقٍ، يُقَالُ أَمَرُ ضَيْقٍ وَضَيْقٌ، مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيْنٍ، وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَمَيِّتٍ وَمَيِّتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي تَقْلِبِهِمْ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيدُ تَكْفًا، مُفْرَطُونَ مَنَسِيُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، هَذَا مُقَدِّمٌ وَمُؤَخَّرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْأَعْتِصَامُ بِاللَّهِ، شَاكِنْتِهِ نَاحِيَتِهِ قَصْدُ السَّبِيلِ الْبَيَانُ، الدَّفْعُ مَا اسْتَدْفَاتِ تَرْيْحُونَ بِالْعَشِيِّ، وَتَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ، بِشِقِّ يَعْنِي الْمَشَقَّةَ، عَلَى تَخَوُّفٍ تَنْقُصِ، الْأَنْعَامَ لَعِبْرَةً، وَهِيَ تَوْنَتْ وَتَذَكَّرُ، وَكَذَلِكَ النِّعَمُ الْأَنْعَامُ جَمَاعَةُ النِّعَمِ سَرَابِيلُ قُمْصَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ، وَأَمَّا سَرَابِيلُ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ فَإِنَّهَا الدَّرُوعُ، دَخَلَ بَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَلَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَفْدَةٌ مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ السَّكْرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةٍ، أَنْكَائًا هِيَ خَرْقَاءُ، كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزَلَهَا نَقَضَتْهُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ الْقَانَتِ الْمَطِيعُ -

"نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ" অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)। ১ অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন "الرُّوحُ الْقُدُسُ" অর্থাৎ রুহুল আমীন (জিবরাঈল) ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। "فِي ضَيْقٍ" সংকটে কিংবা "مَيِّتٍ" - (যেমন) মুশাদ্দাত অথবা সাকিন (আ) "أَمَرُ ضَيْقٍ وَضَيْقٌ" বলা হয়, সংকুচিত হৃদয়। বলা হয়, "وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ" এবং ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "فِي تَقْلِبِهِمْ" অর্থ-

১. -এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা'। কুরআনে জিবরাঈল (আ)-কে 'রুহুল কুদুস' বলা হয়েছে।

তাদের বিভিন্নমুখী গমনাগমনে। মুজাহিদ (র) বলেন **تَمِيدُ** আন্দোলিত হয়। **مُغْرَطُونَ** বিস্মৃত অবস্থায় রাখা হবে। অন্যের মতে, "**فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ**" এ বাক্যটি আগ-পিছু রয়েছে। কেননা কুরআন পাঠের আগে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহকে আঁকড়িয়ে ধরা **شَاكِلَتِهِ** নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। **قَصْدُ السَّبِيلِ** (আল্লাহর যিম্মায়) সরল পথ প্রদর্শন **الدَّفْعُ** যা দ্বারা তুমি শীত নিবারণ কর। **تُشْرِحُونَ** বিকেল বেলা (পশ্চাচারণ ভূমি থেকে গৃহে) নিয়ে আস। **سَكَالُ** সকাল বেলায় নিয়ে যাও। **بِشَقٍّ** - কষ্টের সাথে। **عَلَى تَخَوُّفٍ** হ্রাস করার মাধ্যমে **الْأَنْعَامُ لَعِبْرَةٌ** (আনআমের মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে) ^১ **أَنْعَامٌ** শব্দটি পুং বাচক ও স্ত্রীবাচক দুইই ব্যবহার হয়। এরূপ **أَنْعَامٌ** শব্দটি **نَعَمٌ** এর বহুবচন। ^২ **سَرَابِيلُ** জামাগুলো। **تَقِيَكُمْ الْحَرَّ** (তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে) এবং **سَرَابِيلُ** এ **سَرَابِيلُ** মানে বর্ম (যা তোমাদের যুদ্ধ-আঘাত থেকে রক্ষা করে) **دَخَلَ بَيْنَكُمْ** যে কোন কাজ অযথার্থ হয় তাকে 'দখল' বলে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, **حَفْدَةٌ** পৌত্র অর্থাৎ এরাও নিজ সন্তান বলে গণ্য। **السَّكْرُ** মাদক, যা ফল থেকে তৈরি করা হয়, তা হারাম করা হয়েছে। **الرِّزْقُ الْحَسَنُ** (উত্তম খাদ্য) যা আল্লাহ হালাল করেছেন।

ইবন উয়াইনা সাদকা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, **أَنْكَأْتُ** (টুকরো টুকরো করা) মক্কায় এক নির্বোধ মহিলা যে মজবুত করে সূতা পাকানোর পর তা টুকরো টুকরো করে ফেলত। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, **الْأَمَةُ** কল্যাণের শিক্ষাদানকারী। **الْقَانِتُ** অনুগত।

بَابُ قَوْلِهِ : وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ** "এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্ট বয়সে।"

৪৩৪৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَعُوذِيكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْدَلِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৪৩৪৭ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দোয়া করতেন (হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, অলসতা থেকে, নিকৃষ্ট বয়স থেকে^৩, কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী: **أَوْيَاخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ** "অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরবেন না।

১৬ : ৪৭।

২. **أَنْعَام** (আনআম) দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি অহিংস জন্তুকে বোঝায়।

৩. বার্ষিক্যজনিত জরা।

سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

৪৩৪৮ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ
 الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي ، قَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ : فَسَيَنْغَضُونَ يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : نَغَضْتَ سِنُّكَ أَيُّ تَحَرَّكَتْ ،
 وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرْنَاَهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَضَاءُ
 عَلَى وَجْهِهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَمْرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكْمُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
 وَمِنْهُ الْخَلْقُ ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، نَفِيرًا مَنْ يَنْفِرَ مَعَهُ ،
 وَلِيَتَّبِعُوا يُدْمِرُوا مَا عُلِّوا ، حَصِيرًا مَحْبِسًا مَحْصَرًا ، فَحَقَّ وَجَبَ ،
 مَيْسُورًا لَيْنًا ، خَطَأً اِثْمًا ، وَهُوَ اِثْمٌ مِنْ خَطِيئَتٍ ، وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ
 مَصْدَرُهُ مِنَ الْاِثْمِ ، خَطِيئَتُ بِمَعْنَى أَخْطَاتُ لَنْ تَخْرُقَ لَنْ تَقْطَعَ ،
 وَأَذْهَمَ نَجْوَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ ،
 رُفَاتًا حُطَامًا ، وَأَسْتَفْزَزَ اسْتَخَفَّ بِخَيْلِكَ الْفَرَسَانَ ، وَالرَّجُلُ
 الرَّجَالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَتَاجِرٍ وَتَجَرٍ ، حَاصِبًا
 الرِّيحُ الْعَاصِيفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيُّضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَبُ
 جَهَنَّمَ ، يُرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ ، وَهُوَ حَصْبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبٌ فِي الْأَرْضِ
 ذَهَبٌ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَالْحَجَارَةِ ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ
 تَيْرٌ وَتَارَاتٌ ، لَاحْتَنَكْنَ لَاسْتَاَصِلْنَهُمْ يُقَالُ احْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ

مِنْ عِلْمٍ اسْتَقْصَاهُ ، طَائِرُهُ حَظَّهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ لَمْ يُحَالِفْ أَحَدًا -

৪৩৪৮ আদম (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ এবং মরিয়ম প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "فَسَيُغْضَوْنَ" তারা তাদের মাথা নাড়াবে। অন্য থেকে বর্ণিত - نَغَضَتْ আমি বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে তোমার দাঁত নড়ে গেছে। وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ দিয়েছিলাম যে, তারা অচিরেই বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। الْقَضَا বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন وَقَضَى "انْ رَبَّكَ يَقْضُ" তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন। 'ফয়সালা' অর্থে, যেমন বলা হয়েছে - "بَيْنَهُمْ" নিশ্চয় তোমার রব তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন', এবং 'সৃষ্টি করা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন - قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান। "نَفَرًا" দল।^১ যারা তার সাথে فَحَقُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ তাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। حَصِيرًا বন্দীখানা। وَالْخَطَاءُ এবং اسْمُ خَطِيئَةٍ থেকে পাপ। এটা مِثْسُورًا (জবর সহকারে) তার মাসদার গুনাহের অর্থে। آمِي خَطِيئَةٍ আমি পাপ করেছি। لَنْ تَخْرُقَ কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না। وَأَذْهَبُ نَجْوَى এটি نَاجِيَةً থেকে এরা দ্বারা তাদের (জালিমদের) অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ পরস্পর কানায়ুসা করছে। رُفَاتًا চূর্ণ-বিচূর্ণ। وَاسْتَفْزَرُوا (পদাতিক বাহিনী) এর উত্তেজিত কর। بِخَيْلِكَ তোমার অশ্বারোহী দ্বারা حَاصِبًا، تَجَرُّ تَاجِرٌ এর বহুবচন صَحْبٌ এবং رَاجِلٌ যেন رَاجِلٌ একবচন حَصْبٌ جَهَنَّمَ প্রবাহিত প্রচণ্ড বায়ু এবং حَاصِبٌ যা ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত করে। এর থেকেই حَصْبٌ جَهَنَّمَ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ তারা হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত বস্তু। 'حَصْبٌ فِي الْأَرْضِ' যমীনে চলে গেছে। الْحَصْبَاءُ الْحَصْبُ থেকে গঠিত। অর্থ পাথরগুলো। تَارَةً অর্থ একবার। তার বহুবচন احْتَنَكَ فَلَانَ مَا তাদের সমূলে উৎখাত করব। বলা হয় عِنْدَ فَلَانٍ مِنْ عِلْمٍ - طَائِرُهُ অর্থাৎ অন্যের যে ইলম ছিল তা সে পুরোপুরি হাসিল করে নিয়েছে। তার ভাগ্য। ইবন আব্বাস (র) বলেন, কুরআন শরীফে যত জায়গায় سُلْطَان শব্দ রয়েছে, তার অর্থ প্রমাণ। وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ অর্থাৎ দুর্দশার কারণে কারো সাথে তার বন্ধুত্ব করতে পারে না।

بَابُ قَوْلِهِ : اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে।

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী : جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। (১৫ : ৬)

৪৩৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدْحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِئِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ -

৪৩৪৯ আবদান ^১ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা পেশ করা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং আরেকটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধ গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যিনি আপনাকে ফিতরাতের পথ দেখিয়েছেন। যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত অবাধ্য হয়ে যেত।

৪৩৫০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحَجَرِ فَجَلَى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشٌ حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ، قَاصِفًا رِيحًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ *

৪৩৫০ আহমদ ইবন সালিহ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন কুরাইশরা (মিরাজের ঘটনায়) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, তখন আমি হিজরে ^২ দাঁড়ালাম। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তা দেখে দেখে তার সকল চিহ্ন তাদের বলে দিতে লাগলাম। ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ইবন শিহাব সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, সেই ঘটনার ব্যাপারে যখন আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানো হয়েছিল ---পরবর্তী অনুরূপ। এমন যা সবকিছু চুরমার করে দেয়। আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানোর ঘটনাটি যখন কুরাইশরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল।

১. আবদান-উপাধি। পূর্ণাঙ্গ-আবদুল্লাহ ইবন উসমান।

২. হিজর - বায়তুল্লাহ শরীফের মিয়াবে রহমতের নিচে যে অংশটি পাথর দিয়ে ঘেরা তাঁকে হিজর বলা হয়।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كَرَّمْنَا وَآكْرَمْنَا وَاحِدٌ ، ضِعْفَ الْحَيَاةِ
عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ ، خِلَافَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ ، وَنَاءٌ تَبَاعَدَ ،
شَاكِلَتِهِ نَاحِيَّتِهِ وَهِيَ مِنْ شَكْلَتِهِ ، صَرَفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً
وَمُقَابِلَةً ، وَقِيلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا ، وَتَقَبَّلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةً
الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفَقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ ، قَتُّورًا مُقْتَرًا
لِللَّذْقَانِ مُجْتَمِعُ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقْنٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُورًا
وَأَفْرًا ، تَبِيعًا ثَائِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَصِيرًا خَبَتْ طَفِئَتْ ، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : لَا تَبْذُرْ لَا تَنْفِقْ فِي الْبَاطِلِ ، ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ رِزْقٍ ، مَثْبُورًا
مَلْعُونًا ، لَا تَقْفُ لَا تَقُلْ ، فَجَاسُوا تَيَمَّمُوا يُزْجِي الْفُلُكَ يُجْرِي الْفُلُكَ ،
يَخْرِوْنَ لِللَّذْقَانِ لِلْوُجُوهِ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ এবং আমি মর্যাদা দান করেছি বনী
আদমকে। كَرَّمْنَا এবং آكْرَمْنَا উভয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ضِعْفَ الْحَيَاتِ ইহজীবনের
শাস্তি, মৃত্যুর শাস্তি خِلَافَكَ এবং وَخَلْفَكَ উভয় একই অর্থে। (অর্থ-তোমার পিছনে) نَاءٌ
দূরীভূত হল। شَاكِلَتِهِ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। এটি شَكْلَتُهُ থেকে উদ্ভূত। صَرَفْنَا আমরা
অভিমুখী করেছি। قَبِيلًا চাক্ষুষ এবং সন্মুখে। বলা হয় قَابِلَةً (ধাত্রী যেহেতু প্রসূতির সামনে থাকে
এবং সন্তান ধারণ করে। أَنْفَقَ الرَّجُلُ এ ব্যক্তিটি অভাবগ্রস্ত হল। خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ
এবং সন্তান ধারণ করে। ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ رِزْقٍ জিনিসটি চলে গেল। قَتُّورًا অতিশয় কৃপণ। ذَقْنٌ অর্থাৎ এর বহুবচন, যার অর্থ
হল, উভয় চোয়ালের সংযোগস্থল। মুজাহিদ (র) বলেন مَوْفُورًا পরিপূর্ণ। تَبِيعًا প্রতিশোধ
গ্রহণকারী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ সাহায্যকারী। خَبَتْ নির্বাপিত হয়। ইবন আব্বাস (রা)
বলেন, مَثْبُورًا অনর্থক ব্যয় করো না। لَا تَبْذُرْ রুজির প্রত্যাশায়। لَا تَقْفُ অতিশয়।
يَخْرِوْنَ নৌকা চালাচ্ছে। يُزْجِي الْفُلُكَ সংকল্প করেছে। فَجَاسُوا নৌকা চালাচ্ছে। لَا تَقْفُ
لِللَّذْقَانِ মুখমণ্ডল (ভূমিতে লুটিয়ে দেয়)। أَنْفَقَ الرَّجُلُ

بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا الْآيَةَ

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الْآيَةَ
“আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি।”

৪৩৫১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمَرَ بَنُو فُلَانٍ -

৪৩৫১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমরা বলতাম - অমুক গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৩৫২ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمْرٌ *

৪৩৫২ হুমায়দী সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করে বলেন, অমর (মীম কাসরাহ যুক্ত)।

بَابُ قَوْلِهِ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :
“যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। তারা ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।”

৪৩৫৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ النَّاسُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرَ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا

تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ
بِأَدَمَ فَيَأْتُونَ أَدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبَوَا الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ
فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ الْآتِرَىٰ
إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ الْآتِرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَّغْنَا فَيَقُولُ أَدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ
الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ
نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي
، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ
الرَّسُولِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ
رَبِّكَ الْآتِرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ
يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ
دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، اذْهَبُوا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ
وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ، الْآتِرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ
، فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ، فَذَكَرَ هُنَّ أَبَوَا
حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي ، اذْهَبُوا
إِلَىٰ مُوسَىٰ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَضَلَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىٰ النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ الْآتِرَىٰ
إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ
قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُوْمَرْ
بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسَىٰ

فَيَا تُونَ عَيْسَىٰ فَيَقُولُونَ يَا عَيْسَىٰ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا
إِلَىٰ مَرِيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمَتِ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا أَلَا
تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عَيْسَىٰ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا
لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي
نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَا تُونَ
مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ،
وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ،
الْأَتَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْطَلِقْ فَاتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَاقْعُ سَاجِدًا
لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ
شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلِّ
تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَارْفَعْ رَأْسِي فَاقُولُ: أُمِّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ
أُمِّتِي، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ لَحِيسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ
الْأَيْمَنِ مِنَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَىٰ ذَلِكَ مِنَ
الْأَبْوَابِ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ
مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحَمِيرًا، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَىٰ-

৪৩৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর সামনে গোশত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি

আবুল বাশার ^১। আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে স্বীয় (কুদরতী) হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এবং তার রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা আপনাকে সিজ্দা করেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আছেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফসী, নফসী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ (আ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল। ^২ আর আল্লাহ্ তা‘আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, পূর্বেও এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দোয়া ছিল, যা আমি আমার কণ্ঠের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফসী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (আ)! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু ^৩। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবু হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন - (এখন) নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও মূসার কাছে। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা (আ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত পূর্বেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফসী, নফসী, নফসী। তোমরা অন্যের কাছে যাও- যাও ঈসা (আ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কালেমা ^৪, যা তিনি মরিয়ম (আ) উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি ‘রুহ’ ^৫। আপনি দোলনায় থেকে

১. ‘আবুল বাশার’ অর্থ মানব জাতির পিতা।

২. যেহেতু তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রথম নবী অথবা সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ংকরী বন্যায় প্রাবিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী নূহ (আ) বিধায় তাকে ‘প্রথম নবী’ বলা হয়। তাঁর কণ্ঠমকে ডুবিয়ে দেয়ার দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. ‘খলীলুল্লাহ’ উপাধি একমাত্র আপনার।

৪. ‘কালেমা’-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كَلِمَ শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সাথে সাথে ঈসা (আ) আল্লাহ্র কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে ‘তার কালেমা’ (আল্লাহ্র কালেমা) বলা হয়।

৫. ‘রুহ’ দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু তিনি এসে মরিয়মকে তাঁর পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাই বলা হয় ‘তার রুহ’।

মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর পূর্বে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহর কথা বলবেন না। নফসী, নফসী, নফসী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও— যাও মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে। তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে এসে বলবে, ইহা মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ মার্ফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! বেহেশতের এক দরজার দুই পার্শ্ব মধ্যবর্তী প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বসরার মাঝখানের দূরত্ব।

بَابُ قَوْلِهِ : وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا” “আর আমি দাউদকে যাবুর দান করেছি।”

৪৩৫৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَأْبَتِهِ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْغِي الْقُرْآنَ۔

৪৩৫৪ ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর ওপর (যাবুর) পড়া এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার সওয়ারীর উপর জিন বাঁধার জন্য নির্দেশ দিতেন; জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তিনি পড়ে ফেলতেন তার উপর অবতীর্ণ কিতাব।

بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا” “বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইলাহ মনে কর, তাদের আহবান কর; তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।”

৪৩৫৫ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ، فَاسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ * زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ : قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ *

৪৩৫৫ আমর ইব্ন আলী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আলী রব্বিহুম আলুসসীলাত্, তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু-মানুষ কিছু জিনকে ইবাদত করত। সেই জিনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (বাতিল) ধর্ম আঁকড়িয়ে রইল। আশজাজী সুফয়ান সূত্রে আমাশ (রা) থেকে زَعَمْتُمْ আয়াতটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

بَابُ قَوْلِهِ : أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ (الآية)

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ : “তারা যাদের আহ্বান করে, তারা ই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।”

৪৩৫৬ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوا يَعْبُدُونَ فَاسْلَمُوا *

৪৩৫৬ বিশর ইব্ন খালিদ (র.) আবদুল্লাহ (রা) الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু লোক জিনের পূজা করত। পরে জিনগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْإِفْتِنَةَ لِلنَّاسِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْإِفْتِنَةَ لِلنَّاسِ (হে রাসূল!) “আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবলমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য।”

৪৩৫৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ *

৪৩৫৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে রু'য়া (স্বপ্নে দেখা নয়, বরং) চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দেখা বোঝান হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিরাজের রাতে প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছিল। আর এখানে الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ (অভিশপ্ত বৃক্ষ) বলতে 'যাক্কুম' বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قَالَ مُجَاهِدٌ : صَلَاةُ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।” মুজাহিদ (র) বলেন, الْفَجْرِ দ্বারা এখানে 'সালাতে ফজর' বোঝানো হয়েছে।

৪৩৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضَّلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوا إِنَّ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا *

৪৩৫৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ফযীলত একাকী নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। আর প্রাতঃকালের সালাতে রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা সমবেত হয় (এ প্রসঙ্গে)

১. 'যাক্কুম' বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদের খাদ্য হবে। আল্লাহর বাণী “নিচয়ই 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তাম্রের ক্ষত, তা তাদের উদরে ফুটতে থাকবে।” ২৫:৪৩-৪৪:৪৫ জাহান্নামের এ বৃক্ষ এবং মিরাজ উভয় আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আল্লাহ এর দ্বারা মানুষ পরীক্ষা করেন। কে বিশ্বাস করে, আর কে করে না।

২. 'قُرْآن' এখানে 'কুরআনের' অর্থ সালাত (নামায) - কাশ্শাফ।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়ে নিতে পার। وَقَرَأَنَّ الْفَجْرَ إِنَّ قَرَأَنَّ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا (কায়েম করবে) “ফজরের সালাত, ফজরের সালাত” পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।”

بَابُ قَوْلِهِ : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী - عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ‘আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে।’

৪৩৫৭ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ يَا فُلَانُ اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ *

৪৩৫৯ ইসমাঈল ইব্ন আবান (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে : হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। (তারা কেউ সুপারিশ করতে রাজী হবেন না)। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী ﷺ-এর উপর বর্তাবে। আর এ দিনেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে প্রশংসিত স্থানে ১ (মকামে মাহমুদে) প্রতিষ্ঠিত করবেন। ২

৪৩৬০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اتَّ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৩৬০ আলী ইব্ন আইয়াশ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শোনার পর এ দোয়া পড়বে, “হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহবানের এবং

১. ‘মাকামে মাহমুদ’ অর্থ- প্রশংসিত স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই সর্বপ্রথম “শাফায়াতকারীর” মর্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।
২. يَبْعَثُ - অর্থ প্রতিষ্ঠিত করবেন (জালালায়ন)।

প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রতিপালক, মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর, প্রতিষ্ঠিত কর তাঁকে মকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা তুমি করেছ।” কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত অনিবার্য হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইবন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، يَزْهَقُ يَهْلِكُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : “وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا” “এবং বল, সত্য এসেছে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।” —
يَزْهَقُ ধ্বংস হবে।

٤٣٦١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نَصَبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ *

৪৩৬১ হুমায়দী (র) আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা‘বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশ’ ঘাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলছিলেন, “সত্য এসেছে আর এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।” (৩৪ : ৪৯) “বল, সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।”

بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ” “তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।”

٤٣٦٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَكِيٌّ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلَوَةٌ عَنِ الرُّوحِ؛ فَقَالَ مَا رَأَيْتُمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلَوَةٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَاْمَسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا *

৪৩৬২ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি ক্ষেতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি খেজুর যষ্ঠীতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেউ বলল, কেন তাকে- জিজ্ঞেস করতে চাইছ? আবার কেউ বলল, তিনি এমন উত্তর দিবেন না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপরে তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিরত রইলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন উত্তর দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী নাযিল হল, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا “তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, ‘রুহ’ আমার রবের আদেশ এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (১৭ : ৮৫)

بَابُ قَوْلِهِ: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا “সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। (১৭ঃ১১০)

৪৩৬৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفِي بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ، أَيْ بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ،

১. ‘রুহ’ অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ ‘আদেশ’ যথা رُوحُ اللَّهِ অর্থ আল্লাহর আদেশ।

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا *

৪৩৬৩ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘সালাতে ঈদ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। এ আয়াতটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ মক্কায় অপ্রকাশ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিত। আর গালি দিত যিনি তা অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছিলেন, “তুমি তোমার সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না, যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি দেয় এবং তা এত নিম্ন স্বরেও পড়বে না, যাতে তোমার সাহাবীরা শুনতে না পায়, বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।”

৪৩৬৪ حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَاطِبُ بِهَا قَالَتْ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ

৪৩৬৪ তাল্ক ইবন গান্নাম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। لَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। وَلَا تُخَاطِبُ بِهَا

سُورَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الثَّمَرِ ، بَاخِعٌ مُهْلِكٌ ، أَسْفًا نَدَمًا ، الْكَهْفُ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ ، وَالرَّقِيمُ الْكِتَابُ ، مَرْقُومٌ مَكْتُوبٌ مِنَ الرِّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا ، شَطَطًا أَفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ الْفَنَاءُ جَمْعُهُ وَصَائِدٌ وَوَصْدٌ ، وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُوَصَّدَةٌ مُطَبَّقَةٌ ، أَصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَيْنَاهُمْ ، أَزْكَى أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ أَحَلُّ ، وَيُقَالُ أَكْثَرُ رِيْعًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكْلَهَا ، وَلَمْ تَظْلِمْ لَمْ تَنْقُصْ ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رِصَاصٍ ، كَتَبَ عَلَيْهَا

أَسْمَائُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِي خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَذَانِهِمْ فَنَامُوا ،
وَقَالَ غَيْرُهُ وَأَلَّتْ تَنَلُّ تَنْجُو ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْتِلًا مَحْرُزًا ،
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لَا يَعْقِلُونَ *

মুজাহিদ (র) বলেন তَقْرُضُهُمْ তাদের ছেড়ে যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য। অন্য থেকে বর্ণিত যে, এটি الثَّمَرُ -এর বহুবচন। بَاخِعٌ বিনাশী "أَسْفًا" লজ্জায়। الْكَهْفُ পাহাড়ের গুহা। رَبَطْنَا عَلَى ৯ থেকে গঠিত। "مَرْقُومٌ" লিপিবদ্ধ। وَالرَّقِيمُ লিপিবদ্ধ। "لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا" আমি তাদের অন্তরে সবার ঢেলে দিলাম। (অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন) "لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لَا يَعْقِلُونَ" (যদি আমি তাঁর অন্তরে সবার ঢেলে না দিতাম)। شَطَطًا সীমা অতিক্রম।

مَوْصِدَةً، أَرِثَ دَرَجَا، الْوَصِيدُ আর বলা হয় وَصْدُوْصَائِدًا আর বলা হয় الْوَصِيدُ - আসিনা, এর বহুবচন। اَوَّصِدَهُ অর্থ আবদ্ধ, "أَصَدَّ الْبَابَ وَأَوَّصَدَهُ" উভয়ই ব্যবহার হয়। بَعَثْنَاهُمْ আমি তাদের জীবিত করলাম। أَكْثَرُ رِيْعًا প্রাচুর্য বলা হয় أَحْلُ يَا অধিক হালাল অর্থে ব্যবহৃত এবং বলা হয়, أَكْثَرُ رِيْعًا অধিক পরিবর্ধিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَمْ تَخْلُمْ فَالْأَكْلُ অর্থাৎ ফল অর্থাৎ ফল হ্রাস পায়নি। সাঈদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, الْوَصِيدُ সীসার তৈরী ফলক; যার ওপর সে সময়ের রাজাদের নাম খোদিত করে এবং পরে তাঁর কোষাগারে রেখে দেয়। فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى তঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যরা বলেন, وَأَلَّتْ تَنَلُّ অর্থ, তোমরা নাজাহত থাক। মুজাহিদ (র) বলেন, "لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا" অর্থ তারা বুঝে না।

بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

٤٣٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ الْأَتَصْلِيَانِ ، رَجَمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِينَ ، فَرُطًا نَدَمًا ، سَرَادِقُهَا مِثْلُ السَّرَادِقِ ، وَالْحُجْرَةُ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ ، يُحَاوِرُهُ

১. লিখিত ফলক, যাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল।

مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ، لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي أَيُّ لَكِنَ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ
الْأَلْفَ وَأَدْعَمَ أَحَدَى النُّونَيْنِ فِي الْأُخْرَى ، زَلَقًا لَا يَثْبُتُ فِيهِ قَدَمٌ ، هُنَاكَ
الْوَلَايَةُ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ ، عَقْبًا عَاقِبَةً وَعَقْبِي وَعَقِبَةُ وَاحِدٌ وَهِيَ الْأُخْرَةُ ،
قَبْلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا اسْتِئْنَا فَا ، لِيَدْحِضُوا لِيُزِلُّوْا ، الدَّحْضُ الزَّلْقُ *

৪৩৬৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি সালাত আদায় করছ না? رَجَمًا ১। ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। لَجَّجًا তার বেটনীর মত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র কক্ষসমূহ, যা তাঁর পরিবেষ্টন করে রেখেছে। يُحَاوَرُهُ শব্দটি "مُحَاوَرَةٌ" থেকে গঠিত। অর্থ কথার - আদান-প্রদান। لَكِنَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي (কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক।) এখানে আসলে ছিল لَكِنَ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي কিন্তু 'আলিফ' বিলুপ্ত করে একটা 'নুন' আর একটি 'নুনের' সাথে এদগাম করে দেয়া হয় زَلَقًا অর্থ, যার ওপর পা টিকে থাকে না। "هُنَاكَ الْوَلَايَةُ" (এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার) ২ عَقِبَةً-عَقِبَةً-عَقْبًا শব্দের মাসদার وَلِيٍّ এটি الْوَلَايَةُ সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে, আখিরাতে (পরিণাম)। قَبْلًا-قَبْلًا-قَبْلًا - সম্মুখ - الدَّحْضُ (পদস্থলন করে দেয়।) থেকে গঠিত। অর্থ পদস্থলন।

بَابُ قَوْلِهِ : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ، زَمَانًا وَجَمْعُهُ أَحْقَابُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : حُقُبًا — স্বরণ কর যখন মুসা তাঁর খাদিমকে বলেছিলেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। "حُقُبًا" অর্থ, যুগ, তার বহুবচন "أَحْقَابُ"।

٤٣٦٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِيَّ

১. সালাত-এর মর্ম 'তাহাজ্জুদের নামায' (পরবর্তী ঘটনা) আলী (রা) বললেন, আল্লাহ আমাদের জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার তাওফীক দান করেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পড়ে চলে গেলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, তাহাজ্জুদ অধ্যায়)।

২. "هُنَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ" অর্থ, এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আল-কুরআন ১৫ : ৪৪

يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ ، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ ، فَأَخْذًا حُوتًا فَجَعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا آتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَأَضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جَرِيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبَهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتِ ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَائِنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ، قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ، قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا ، فَقَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا ، قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ أَثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًى ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنْتَ يَا رَاضِكَ

السَّلَامُ، قَالَ أَنَا مُوسَى ، قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ
لَتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رَشَدًا، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ،
يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى
عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ ، فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَإِنِطْلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى
سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ
فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ، لَمْ يَفْجَا إِلَّا وَالْخَضِرُ
قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنَ الْأَوَاحِ السَّفِينَةَ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ قَدْ
حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ أَخْرَقَتْهَا لِيَتَغَرَّقَ أَهْلُهَا. لَقَدْ
جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ لَا
تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نَسِيَانًا ، قَالَ وَجَاءَ الْعُصْفُورُ
فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا
عَلِمِي وَعَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ ، إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ ، مِنْ هَذَا
الْبَحْرِ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذَا
بَصُرَ الْخَضِرُ غُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ ،
فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا نَكْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ،
قَالَ وَهَذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

فَلَاتُصَاحِبُنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فَاِنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ
 قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
 أَنْ يَنْقَضَ، قَالَ مَا بَلِّغُ فَقَامَ الْخَضِرُ فَقَامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى قَوْمُ
 أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا،
 قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ
 صَبْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى كَانَ صَبْرًا حَتَّى يُفْصَرَ
 اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ
 وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا
 الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ *

৪৩৬৬ হুমায়দী (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাসকে বললাম, নওফাল বাক্কালীর ধারণা, খিযিরের সাথী-মূসা তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা ছিলেন না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহর দূশমন ^১ মিথ্যা কথা বলেছে। (ইবন আব্বাস (রা) বলেন) উবায় ইবন কা'আব (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) একদা বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, আমি। এতে আল্লাহ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা এ জ্ঞানের কথাটিকে তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করেননি। আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ^২ আমার এক বান্দা রয়েছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, ইয়া রব, আমি কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি? আল্লাহ বললেন, তোমার সাথে একটি মাছ নাও এবং সেটা থলের মধ্যে রাখ, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই। তারপর তিনি একটি মাছ নিলেন এবং সেটাকে থলের মধ্যে রাখলেন। অতঃপর রওনা দিলেন। আর সঙ্গে চললেন তাঁর খাদেম 'যুশা' ইবন নুন। তাঁরা যখন সমুদ্রের তীরে একটি বিরাট পাথরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন তারা উভয়ই তাঁর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। “মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।” আর মাছটি যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখান থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ংগের মত হয় গেল। যখন তিনি জাগলেন, তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির সংবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিনের বাকী সময় ও পরবর্তী রাত তাঁরা চললেন। যখন ভোর হল, মূসা

১. নওফাল বাক্কালী- সে একজন মুসলমান। ইবন আব্বাস তাকে আল্লাহর দূশমন বলেছেন রাগান্বিত অবস্থায়।
২. 'সঙ্গমস্থলের' অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে, নীল নদের দু'মাথার সঙ্গম বা দজ্জলা ও ফুরাত নদীর সঙ্গম বা সীনাই উপত্যকায় উকাবা উপসাগর ও সুয়েজের মিলন স্থান।

(আ) তাঁর খাদেমকে বললেন ‘আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সন্ধ্যায় স্নান হয়ে পড়েছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ যে স্থানের ^১ নির্দেশ করেছিলেন, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আ) ক্লান্তি অনুভব করেননি। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মাছটি তার পথ করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল এবং মূসা (আ) ও তাঁর খাদেমকে জ্ঞান আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা (আ) বললেন : “আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা নিজদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারা উভয়ে তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সে শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এসে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়ান অবস্থায় পেলেন। মূসা (আ) তাকে সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন, তোমাদের এ স্থলে সালাম কোথেকে? ^২ তিনি বললেন, আমি মূসা। খিযির (আ) জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি এ জন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।” হে মূসা! আল্লাহর জ্ঞান থেকে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে যা তুমি জান না আর তোমাকে আল্লাহ তাঁর জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমি জানি না। মূসা (আ) বললেন, “আল্লাহ চাহলে, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।” তখন খিযির (আ) তাঁকে বললেন, “আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ আমি তোমাকে সে সম্পর্কে না বলি। তারপর উভয়ে চললেন।” তাঁরা সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন, তখন একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নৌকার চালকদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযির (আ)-কে চিনে ফেলল। তাই তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। “যখন তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন” খিযির (আ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তুলসী বিদীর্ণ করলেন। (এ দেখে) মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এ লোকেরা তো বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের বহন করেছে, অথচ আপনি এদের নৌকাটি বিনষ্ট করতে চাইছেন। “আপনি নৌকাটি বিদীর্ণ করে ফেললেন, যাতে আরোহীরা ডুবে যায়। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মূসা (আ)-এর প্রথমবারের এ অপরাধটি ভুলবশত হয়েছিল। তিনি বললেন, এরপরে একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার পার্শ্বে বসে ঠোঁট দিয়ে সমুদ্রে এক ঠোঁক মারল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, এ সমুদ্র হতে চড়ুই পাখিটি যতটুকু পানি ঠোঁটে নিল, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু। তারপর তাঁরা নৌকা থেকে অবতরণ করে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। এমন সময় খিযির (আ) একটি বালককে অন্য বালকদের সাথে খেলতে দেখলেন। খিযির (আ)

১. স্থান : যেখানে মাছটি হারানো যাবে।

২. যে এলাকায় বসে মূসা (আ)-এর সাথে খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে এলাকায় কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি মূসা (আ)-এর সালাম পেয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এ অনুসন্ধান এলাকায় সালামের প্রচলন কিভাবে হল।

হাত দিয়ে ছেলেটির মাথা ধরে তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, “আপনি কি জানেন বদলা ছাড়াই এক নিষ্পাপ জানকে হত্যা করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।” নবী ﷺ বলেন, এ অভিযোগ করাটা ছিল প্রথমটির চাইতেও গুরুতর। (মূসা বললেন) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওয়র-আপত্তি চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে তারা এক জনপদের কাছে পৌঁছে তার অধিবাসীর কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির (আ) নিজ হাতে সেটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, এ লোকদের কাছে আমরা এলাম, তারা আমাদের খাবার দিল না এবং আমাদের মেহমানদারীও করল না। “আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য ঘটল। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি, এ তার ব্যাখ্যা।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার মনোবাঞ্ছা হচ্ছে যে, যদি মূসা (আ) আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁদের আরও ঘটনা আমাদের জানাতেন। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) এভাবে এ আয়াত পাঠ করতেন - وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا - নিচের আয়াতটি এভাবে পাঠ করলেন - وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ -

بَابُ قَوْلِهِ: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “যখন তাঁরা দু'জন দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তারা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। আর মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। يَسْرُبُ চলার পথ يَسْرُبُ সে চলছে। এর থেকেই বলা হয়েছে “سَارِبٌ بِالنَّهَارِ” দিনে পথ অতিক্রমকারী।”

৪৩৬৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ، إِذْ قَالَ سَلُونِي، قُلْتُ أَيُّ أَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَمَّا عَمْرُو فَقَالَ لِي قَالَ

قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ، وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبِي
 بَنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 قَالَ ذَكَرَ النَّاسُ يَوْمًا ، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ ، وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَى
 فَادْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ
 ؟ قَالَ لَا ، فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ ، قِيلَ بَلَى ، قَالَ أَيْ رَبِّ
 فَأَيْنَ قَالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيْ رَبِّ أَجْعَلْ لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ
 فَقَالَ لِي عَمَرُو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا
 مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَاخْذْ حَوْتًا فَجْعَلْهُ فِي مِكَتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ
 لَا أَكْلِفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحَوْتُ ، قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَثِيرًا ،
 فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ، يُوشَعَ بْنِ نُونٍ لَيْسَتْ
 عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرِيَانٍ إِذْ تَضَرَّبَ
 الْحَوْتُ وَمُوسَى نَائِمٌ ، فَقَالَ فَتَاهُ لَا أُوقِظْهُ ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ
 أَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحَوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَاْمَسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَّةَ
 الْبَحْرِ حَتَّى كَانَ أَثَرُهُ فِي حَجَرٍ ، قَالَ لِي عَمَرُو هَكَذَا كَانَ أَثَرُهُ فِي
 حَجَرٍ وَحَلَّقَ بَيْنَ ابْنَاهُمَا وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا
 نَصَبًا ، قَالَ قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَتْ هَذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ
 فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ
 خَضِرَاءَ عَلَى كَبِدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجًى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ
 طَرَفُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ
 عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ ، مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى ، قَالَ

مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي
 مِمَّا عَلَّمْتَ رَشْدًا ، قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ الثَّورَ آةَ بَيْدِكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ
 يَأْتِيكَ ، يَا مُوسَىٰ إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا
 لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقَالَ وَاللَّهِ
 مَا عَلِمِي وَمَا عَلِمَكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللَّهِ ، الْأَكْمَا أَخَذَا هَذَا الطَّائِرُ
 بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا
 تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخِرِ عَرَفُوهُ ، فَقَالُوا
 عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَظِيرٌ ، قَالَ نَعَمْ لَنَحْمِلُهُ بِأَجْرِ
 فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيهَا وَتَدًّا فِيهَا وَتَدًّا ، قَالَ مُوسَىٰ أَخَرَقْتُهَا لِتَغْرُقَ
 أَهْلَهَا . لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا أَمْرًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ
 لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتْ الْأُولَىٰ نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَىٰ شَرْطًا ،
 وَالثَّلَاثَةُ عَمْدًا ، قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي
 عُسْرًا ، لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ يَعْلَىٰ قَالَ سَعِيدٌ وَجَدَ غُلَامَانَا يَلْعَبُونَ ،
 فَأَخَذَ غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيفًا فَاضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسَّكِينِ ، قَالَ أَقْتَلْتَ
 نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحَنْثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَهَا
 زَكِيَّةً زَاكِيَّةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلَامًا زَكِيًّا ، فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ
 أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَىٰ
 حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ، لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ
 عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدٌ أَجْرًا نَاكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ أَمَامَهُمْ قَرَأَهَا
 ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ ، يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هَدَدُ بْنُ بُدَدٍ ،

وَالْغُلَامُ الْمَقْتُولُ اسْمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْسُورٌ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَضْبًا ، فَارْدَتْ اِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ اَنْ يَدْعَهَا لِعَيْبِهَا ، فَاِذَا جَاوَزُوا اَصْلَحُوْهَا فَانْتَفَعُوْا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ سَدُوْهَا بِقَارُوْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ بِالْقَارِ ، كَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنِيْنَ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اَنْ يَحْمِلَهُمَا حَبَّةٌ اَنْ يُّتَابِعَاهُ عَلٰى دِيْنِهِ ، فَارْدْنَا اَنْ يُّبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٌ لِّقَوْلِهِ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَاَقْرَبَ رَحْمًا ، وَاَقْرَبَ رَحْمًا ، هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ ، الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ ، وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ اَنْهُمَا اُبْدَلَا جَارِيَةً ، وَاَمَّا دَاوُدُ بَنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرٍ وَّاحِدٍ اِنَّهَا جَارِيَةٌ *

৪৩৬৭ ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র) সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে আমার কাছে প্রশ্ন কর। আমি বললাম, হে আবু আব্বাস! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কুফায় নওফ নামক একজন বক্তা আছে। সে বলছে যে, (খিযির (আ)-এর সাথে যে মুসার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের (প্রতি প্রেরিত) মুসা নন। তবে, আমার ইব্ন দীনার আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে। কিন্তু ইয়ালা (একজন বর্ণনাকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একথা শুনে বললেন, উবায় ইব্ন কাআব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মুসা (আ) একদিন লোকদের সামনে ওয়াজ করছিলেন। অবশেষে যখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাদের অন্তর বিগলিত হল, তখন তিনি (ওয়াজ সমাপ্ত করে) ফিরলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এ পৃথিবীতে আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি বললেন, না। এতে আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহর উপর হাওয়ালা করেননি।^১ তখন তাকে বলা হল, নিশ্চয় আছে। মুসা (আ) বললেন, হে রব! তিনি কোথায়? আল্লাহ বললেন, তিনি দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে। মুসা (আ) বললেন, হে রব! আপনি আমাকে এমন চিহ্ন বলুন, যার সাহায্যে আমি তার পরিচয় লাভ করতে পারি। বর্ণনাকারী ইব্ন জুরাইহ বলেন, আমরা আমাকে এভাবে বলেছেন যে, তাকে (সেখানে পাবে), যেখানে মাছটি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ইয়ালা আমাকে এভাবে বলেছেন, একটি মৃত মাছ নাও যেখানে মাছটির মধ্যে প্রাণ দেয়া হবে (সেখানেই তাকে পাবে)। তারপর মুসা (আ) একটি মাছ নিলেন এবং তা ধলের মধ্যে রাখলেন। তিনি তার খাদেমকে বললেন, আমি তোমাকে শুধু এ দায়িত্ব দিচ্ছি যে, মাছটি যে স্থানে তোমার থেকে চলে যাবে, সে স্থানটির কথা আমাকে বলবে। খাদেম বলল, এ তো বড় দায়িত্ব নয়। এরই বিবরণ রয়েছে

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতেঃ “আর যখন মূসা বললেন, তাঁর খাদেমকে অর্থাৎ ইউশা ইবন নূনকে”। সাঈদ (বর্ণনাকারী) এর বর্ণনায় নামের উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তিনি একটি বড় পাথরের ছায়ায় ভিজা মাটির কাছে অবস্থান করছিলেন, তখন মাছটি লাফিয়ে উঠল। মূসা (আ) তখন নিদ্রায় ছিলেন। তাঁর খাদেম (মনে মনে) বললেন, তাঁকে এখন জাগাব না। অবশেষে যখন তিনি জাগালেন, তখন তাকে মাছের খবর বলতে ভুলে গেল। আর মাছটি লাফিয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা মাছটির চলার পথে পানি বন্ধ করে দিলেন। পরিণামে যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আমাদের বন্ধুকে বলেছিলাম যে, যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন এরূপ হয়ে রইল, বলে তিনি তাঁর দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পাশের আঙ্গুলগুলো এক সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকার বানিয়ে দেখালেন। (মূসা (আ) বললেন) “আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।” ইউশা বললেন, আল্লাহ আপনার থেকে ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদের বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ নেই। খাদেম তাঁকে মাছের পালিয়ে যাবার সংবাদ দিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। বর্ণনাকারী ইবন যুরাইজ বলেন, উসমান ইবন আবু সুলায়মান আমাদের বলেছেন যে, মূসা (আ) খিযির (আ)-কে পেলেন সমুদ্রের বুকে সবুজ বিছানার ওপর। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, তিনি চাদরমুড়ি দিয়েছিলেন। চাদরের এক পার্শ্ব ছিল তাঁর দু'পায়ের নিচে এবং অন্য পার্শ্ব ছিল তাঁর মাথার ওপর। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, আমার এ অঞ্চলেও কি সালাম আছে? তুমি? তিনি বললেন, আমি মূসা! খিযির (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কী? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাদের শিক্ষা দিবেন।” তিনি বললেন, তোমার কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে তো ওহী আসে। হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার জানা সমীচীন নয়। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আমার জানা উচিত নয়। এ সময় একটি পাখি এসে তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি নিল। (এ দৃশ্য দেখে) খিযির (আ) বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের কাছে আমার ও তোমার জ্ঞান এতটুকু, যতটুকু এ পাখিটি সমুদ্র হতে তার ঠোঁটে করে নিয়েছে। অবশেষে তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তাঁরা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ-পারের লোকদের ও-পারে এবং ও-পারের লোকদের এ-পারে বহন করত। নৌকার লোকেরা খিযিরকে চিনতে পারল। তারা বলল, আল্লাহর নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি খিযির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (তারা বলল) আমরা তাঁকে পারিশ্রমিক নিয়ে বহন করব না। এরপর খিযির (আ) তাদের নৌকা (এর এক স্থান) বিদীর্ণ করে দিলেন এবং একটি গোঁজ দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ (রা) বলেন, امرأً অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ। “তিনি (খিযির) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।” প্রথমটি ছিল মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে ভুল, দ্বিতীয়টি শর্তস্বরূপ এবং তৃতীয় ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য। “মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবে না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবে না।” (এরপর) তাঁরা এক বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, খিযির তাকে হত্যা করে ফেললেন। ইয়ালা বলেন, সাঈদ বলেছেন, খিযির (আ) বালকদের খেলাধুলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি একটি চটপটে ক্যামের বালককে ধরলেন এবং তাকে পার্শ্বে শুইয়ে যবেহ

করে ফেললেন। মুসা (আ) বললেন, “আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই?” সে তো কোন গুনাহর কাজ করেনি। ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে زَكِيَّةٌ পড়তেন। ভাল মুসলমান। যেমন তুমি পড় “غَلَامٌ زَكِيًّا” তারপর তারা দু’জন চলতে লাগল এবং একটি পর্তনোন্মুখ প্রাচীর পেল। থিয়ির (আ) সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এরূপ, এবং তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে সোজা করলেন। ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, থিয়ির (আ) প্রাচীরের ওপর দু’হাতে স্পর্শ করলেন এবং প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। মুসা (আ) বললেন, لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا আপনি ইচ্ছা করলে এ জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। সাঈদ বলেন, أَجْرًا দ্বারা এখানে খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়েছে। وَكَانَ وَرَاءَهُمْ (তাদের সামনে ছিল এক রাজা) পড়েন। সাঈদ ব্যতীত অন্য বর্ণনাকরীরা সে রাজার নাম বলেছেন “হুদাদ ইব্ন বুদাদ” আর হত্যাকৃত বালকটির নাম ছিল “জাইসুর”। সে রাজা প্রত্যেকটি (ভাল) নৌকা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিত। থিয়ির (আ)-এর নৌকা বিদীর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল, (সে অত্যাচারী রাজা) ক্রটিযুক্ত নৌকা দেখলে তা ছিনিয়ে নেবে না। তারপর যখন অতিক্রম করে গেল, তখন তাদের নৌকা মেরামত করে নিল এবং তা ব্যবহার যোগ্য করে তুলল। কেউ বলে, নৌকার ছিদ্রটা মেরামত করেছিল সীসা গলিয়ে, আবার কেউ বলে, আলকাতরা মিলিয়ে নৌকা মেরামত করেছিল। “তার পিতা-মাতা ছিল মু’মিন।” আর সে বালকটি ছিল কাফের। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে। অর্থাৎ তার স্নেহ ভালবাসায় তাদের তার ধর্মের অনুসারী করে ফেলবে। “এরপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।” থিয়ির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে ঈশ্বরকে চেয়ে পরবর্তী বালকটির প্রতি তার পিতামাতা অধিক স্নেহশীল ও দয়াশীল হবেন। (ইব্ন জুরাইয বলেন) সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকরী বলেছেন যে, এর অর্থ হল, সে বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেন। দাউদ ইব্ন আবু আনিস বলেন, এখানে কন্যা সন্তান বোঝানো হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتَيْنَا غَدَائِنَا لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا
هَذَا نَصَبًا إِلَى قَوْلِهِ عَجَبًا، صُنْعًا عَمَلًا، حَوْلًا تَحْوِيلًا، قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا
نَبْغِ، فَأَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، أَمْرًا وَنُكْرًا دَاهِيَةً، يَنْقُضُ يَنْقَاضُ
كَمَا تَنْقُضُ السِّنُّ، لَتَّخَذَتْ وَاتَّخَذَتْ وَاحِدٌ، رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِيَ
أَشَدُّ مُبَالِغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَظْنٌ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ، وَتَدْعَى مَكَّةَ أُمَّ رُحْمٍ
أَيَّ الرَّحْمَةِ تَنْزِلُ بِهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : ‘যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মুসা তাঁর সাথীকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (বলল আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা

১. থিয়ির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিল।

যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান এ কথা বললো আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।) মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। **صَنَعًا** কাজ **قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْتَدَّ عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا** উভয়ের একই অর্থ, অন্যায় কাজ **يَنْقُضُ** শব্দের অর্থ-নিপতিত হবে। **نُكْرًا** ও **أَمْرًا** উভয়ের একই অর্থ, **رُحْمًا** শব্দটি **رَحْم** থেকে গঠিত। অত্যধিক দয়া ও করুণা। কায়ও মতে, এটা **رَحِيم** থেকে গঠিত। মক্কাকে বলা হয় **أُمُّ رَحْمٍ** যেহেতু সেখানে রহমত নাযিল হয়।

৪৩৬৮ حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَفْيَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ بَنَىٰ إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَىٰ الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَامَ مُوسَىٰ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ، قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ الْعِلْمَ إِلَيْهِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ بَلَىٰ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ أَيُّ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَاتَّبِعْهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَىٰ وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ حَتَّىٰ انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا ، قَالَ فَوَضَعَ مُوسَىٰ رَأْسَهُ فَنَامَ ، قَالَ سَفْيَانُ وَفِي حَدِيثٍ غَيْرِ عَمْرِو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ إِلَّا أَحْيَى ، فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَىٰ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَائِنَا الْآيَةُ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّىٰ جَاوَزَ مَا أَمْرِبِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُونٍ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَأْتِي

نَسِيتُ الْحُوتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقْصَانِ فِي أَثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ
كَالطَّاقِ مَمَرٌ الْحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا ، وَلِلْحُوتِ سَرِبًا ، قَالَ فَلَمَّا
انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ ، إِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى
قَالَ وَأَنْتَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قَالَ مُوسَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ أَتْبَعَكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ،
قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ
وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلْ أَتْبَعَكَ قَالَ
فَإِنْ أَتْبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا .
فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعَرِفَ الْخَضِرُ
فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرِ فَرَكِبَا السَّفِينَةَ
قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ الْبَحْرَ ، فَقَالَ
الْخَضِرُ لِمُوسَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ الْأَمْدَارُ
مَا غَمَسَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ
إِلَى قُدُومِ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ
عَمَدَتْ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقَتْهَا لِتُفْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ الْآيَةَ ، فَانْطَلَقَا
إِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ ، فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ
مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأَبَاؤُنَا أَنْ يَضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ، فَقَالَ بِإِذْنِهِ هُكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ
مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يَضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ

لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ . سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنْ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقْصَرَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا

৪৩৬৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, নওফুল বাক্কালীর ধারণা, বনী ইসরাঈলের মূসা, খিযির (আ)-এর সাথী মূসা একই ব্যক্তি নয়। এ কথা শুনে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবায় ইব্ন কা'আব রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (একদা) মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আমি। আল্লাহ তাঁর এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহর দিকে নিসবত করেননি। আল্লাহ তাঁর উপর ওহী নাযিল করে বললেন, (হে মূসা!) দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, হে রব! আমি তাঁর কাছে কিভাবে যেতে পারি? আল্লাহ বললেন, খেলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তার অনুসরণ করবে। মূসা (আ) রওয়ানা হলেন এবং তার সাথে ছিল তাঁর খাদেম ইউশা ইব্ন নূন। তারা মাছ সাথে নিলেন। তারা চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে একটি বিশাল শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তারা বিশ্রামের জন্য থামলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) শিলাখণ্ডের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুফিয়ান বলেন, আমার ইব্ন দীনার ছাড়া সকল বর্ণনাকারী বলেছেন, শিলাখণ্ডটির তলদেশে একটি ঝরনা ছিল, তাঁকে হায়াত বলা হত। কেননা, যে মৃতের ওপর তার পানি পড়ে, সে অমনি জীবিত হয়ে ওঠে। সে মাছটির ওপরও ঐ ঝরনার পানি পড়ল এবং সাথে সাথে সে লাফিয়ে উঠল। তারপর মাছটি বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। এরপরে মূসা (আ) যখন জেগে উঠলেন। “মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, ‘আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।’” রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে স্থান সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছিল সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর খাদেম ইউশা ইব্ন নূন তাঁকে বললেন, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে (সে স্থানে) প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা সমুদ্রে মাছটির চলে যাওয়ার জায়গায় সুড়ঙ্গের মত দেখতে পেলেন, যা মূসা (আ)-এর সাথী যুবককে আশ্চর্যান্বিত করে দিল। যখন তাঁরা শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে এ ব্যক্তিকে কাপড় আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের এলাকায় সালামের প্রথা কিভাবে এল? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি (খিযির (আ)) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)? মূসা (আ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? খিযির (আ) বললেন, হে মূসা! তুমি আল্লাহ কর্তৃক যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, তা আমি (সম্পূর্ণভাবে) জানি

না। আর আমি আল্লাহর থেকে যে 'ইলম' লাভ করেছি তাও (সম্পূর্ণভাবে) তুমি জান না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার অনুসরণ করব। খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি। তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। একটি নৌকা তাঁদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিল, নৌকার লোকেরা খিযির (আ)-কে দেখে চিনতে পারল। তারা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের নৌকায় উঠিয়ে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করলেন। এ সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার অগ্রভাগে বসলো। পাখিটি সমুদ্রে ঠোট ডুবিয়ে দিল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, তোমার, আমার ও সৃষ্টিজগতের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতখানি, যতখানি এ চড়ুই পাখি তার ঠোট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) স্থান পরিবর্তন করেননি।

খিযির (আ) অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে করলেন। এমতাবস্থায় খিযির (আ) নৌকা বিদীর্ণ করে দিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এরা আমাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের নৌকায় নিয়ে এল আর আপনি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করে দিলেন। আপনি তো এক গর্হিত কাজ করেছেন। তারপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন (পথে) এবং দেখতে পেলেন যে, একটি বালক কতগুলো বালকের সাথে খেলা করছে। খিযির (আ) সে বালকটির শিরোচ্ছেদ করে দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গর্হিত কাজ কর ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওয়রের চূড়ান্ত হয়েছে। তারপর তাঁরা উভয় চলতে লাগলেন। তাঁরা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন, তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। বর্ণনাকারী হাতের ইশারায় দেখালেন যে, এভাবে খিযির (আ) পতনোন্মুখ প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, আমরা যখন এ জনপদে প্রবেশ করছিলাম, তখন জনপদের অধিবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করেনি এবং আমাদের খেতে দেয়নি। এ জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) যদি আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমরা তাদের দু'জনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম। সাঈদ বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) "وَرَأَاهُم" "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ" পড়তেন। অর্থ "তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে সকল ভীর্ণ নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর বালকটি ছিল কাফের।"

بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : বল, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের ?

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ٤٣٦٩

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، هُمُ الْحَرُورِيُّ قَالَ لَا هُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا
الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا
طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيُّ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ (الآيَة)

৪৩৬৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে^১ জিজ্ঞেস করলাম, أَقُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা “হারুরী”^২ গ্রামের অধিবাসী। তিনি বললেন, না, তারা হল ইহুদী ও খৃষ্টান। কেননা, ইহুদীরা মুহাম্মদ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং খৃষ্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করত এবং বলত, সেখানে কোন খাদ্য-পানীয় নেই। আর “হারুরীরা হচ্ছে, যারা আব্দাহর সাথে ওয়াদা করার পরও তা ভঙ্গ করে। সা’দ তাদের বলতেন ‘ফাসিক’।

بَابُ قَوْلِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

অনুচ্ছেদ : আব্দাহ তা’আলার বাণী : তারা এমন যারা অস্বীকার করে নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।

৪৩৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَقَالَ اقْرَأُوا : فَلَانْقِصَ لَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا * وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ *

৪৩৭০ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে ; কিন্তু সে আব্দাহর নিকট মশার ডানার চেয়েও ক্ষুদ্র

১. সা’দ ইবন আবি ওয়াক্কাস।

২. কুফার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে ‘খারিজী সম্প্রদায়ের’ আন্দোলন এ গ্রাম থেকেই শুরু হয়।

হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, “কিয়ামতের দিন তাদের কাজের কোন গুরুত্ব রাখবে না।”^১ ইয়াহুইয়াহ ইব্ন বুকাযর (র) আবু যিনাদ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

سُورَةُ مَرْيَمَ

সূরা মরিয়ম

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَسْمِعْ . اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمْ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ ، فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ أَسْمِعُ شَيْءٍ وَأَبْصِرُهُ لَأَرْجُمَنَّكَ لَأَشْتَمَنَّكَ ، وَرِثِيًا ، مَنْظَرًا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : تَوَزُّوهُمْ تَزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِي إِزْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا عَوَجًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرَدًا عَطَاشًا أَثَاثًا مَالًا ، إِذَا قَوْلًا عَظِيمًا ، رِكْزًا صَوْتًا عِتِيًّا خُسْرَانًا ، بُكِيًّا جَمَاعَةً بَاكٍ ، صُلِيًّا صُلِيَ يَصْلَى ، نَدِيًّا وَالنَّادِي مَجْلِسًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَدْعُهُ *

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা আজ (দুনিয়ায়) কোন উপদেশ শুনছে না এবং কোন নিদর্শন দেখছে না এবং তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। অথচ কিয়ামতের দিন কাফিরেরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে।
 "لَأَرْجُمَنَّكَ" আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করে দিব। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ "لَأَشْتَمَنَّكَ" অবশ্যই আমি তোমাকে গালি দিব।
 "رِثِيًّا" দৃশ্য। ইব্ন উয়াইনা (র) বলেন, "تَوَزُّوهُمْ" শয়তান তাদের পাপের দিকে চরম ভাবে প্ররোচিত করছে। মুজাহিদ (র) বলেন, "إِذَا" বক্রতা।
 ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "وَإِذَا" - তুম্বার্ত। "أَثَاثًا" - মাল। "إِذَا" কঠোর বাক্য। "رِكْزًا" ফিস্ফিস্ "صُلِيًّا" (প্রবেশ করা)। "بُكِيًّا" - "عِتِيًّا" অবাধ্য।
 "يَصْلَى" এর মাসদার। "نَدِيًّا" এবং "النَّادِي" বৈঠক। মুজাহিদ (র) বলেন, "فَلْيَمْدُدْ" কাজেই সে যেন তা ছেড়ে দেয়।

১. পুণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, তাদের কোন ওয়ন থাকবে না। অর্থাৎ সেগুলো কোন কাজে আসবে না।
২. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : "إِنَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا" যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য।
 ১৬ : ৬৯

بَابُ قَوْلِهِ : وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে ।”

৪৩৭১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادِيًا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَبُونَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ فَيَذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأَ : وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ *

৪৩৭১ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী ! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী ! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী ! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন। **أَنْذَرَهُمْ** “তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।”

بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না (যা রয়েছে আমাদের সম্মুখে ও পেছনে।)

৪৩৭২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَجَبْرِئِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ : وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا *

৪৩৭২ আবু নুয়াইম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জিবরাঈলকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বাধা দেয়? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে।”

بَابُ قَوْلِهِ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তুমি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।”

৪৩৭৩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَمِعْتُ خُبَابًا قَالَ جِئْتُ الْعَصَى ابْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ اتَّقَاضَاهُ حَقًّا لِي عَنْدهُ ، فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لَا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبْعَثُ ، قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ *

৪৩৭৩ হুমায়দী (র) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (খাব্বাব) বলেন, আমি আস ইবন ওয়ায়েল সাহমীর নিকট গেলাম; তার কাছে আমার কিছু ১. কিছু কালের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওই বন্ধ ছিল। এতে রাসূল (সা) খুব উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাস করেন।

পাওনা ছিল, তা আদায় করার জন্য। আস ইব্ন ওয়ায়েল বলল, আমি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিব না, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাস না কর।^১ তখন আমি বললাম, না, এমনকি তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে আসলেও তা হওয়ার নয়। আস ইব্ন ওয়ায়েল বলল, আমি কি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। আস ইব্ন ওয়ায়েল বলল, নিশ্চয়ই তথ্যও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে, তা থেকে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : ‘তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।’

এ হাদীসখানা সাওরী (র) আ‘মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

بَابُ قَوْلِهِ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? عهد অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

٤٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمَلْتُ لِلْعَاصِ ابْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجِئْتُ اتَّقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّاهُمْ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِيَّ مَالٍ وَوَلَدٍ، فَانْزِلَ اللَّهُ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ إِلَّا شَجْعِي عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلَا مَوْثِقًا

৪৩৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় থাকাকালে কর্মকারের কাজ করতাম। এ সময় আস ইব্ন ওয়ায়েলকে একখানা তরবারি বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন আমার সে (তরবারির) পাওনার তাগাদায় তাঁর নিকট আসলাম। সে বলল, মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমার পাওনা দেব না। আমি বললাম, মুহাম্মদকে অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দিবার পর তোমাকে পুনরায় জীবিত করা পর্যন্ত। সে বলল, আল্লাহ যখন আমাকে মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করবেন, তখন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। (সেখানে তোমার পাওনা দিয়ে দিব) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন : ‘তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কে অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? রাবী বলেন, عهد

এর অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আশ্জায়ী (র) সুফিয়ান থেকে বর্ণনার মধ্যে سَيِّفًا (তরবারি) শব্দ এবং مَوْثِقًا (প্রতিশ্রুতি) শব্দ উল্লেখ করেননি।

بَابُ قَوْلِهِ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “কখনই নয়, তারা যা বলে, আমি তা অনতিবিলম্বে লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।”

৪৩৭৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ فَاتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَبِعْتُ قَالَ فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَسَوْفَ أُؤْتَى مَالًا وَوَلَدًا فَاقْضِيكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُمَالًا وَوَلَدًا *

৪৩৭৫ বিশর ইবন খালিদ (র) খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে কর্মকার ছিলাম। সে সময় আস ইবন ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি পাওনা তাগাদা করতে তার কাছে আসলে সে বলল, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার কর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলার পর আবার তোমাকে জীবিত করার পরেও নহে। বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমি মরে আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তখন তো আমাকে সম্পদ-সন্তান দেয়া হবে। তখন তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় : “কি তাকে লক্ষ্য করেছে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।

بَابُ قَوْلِهِ : عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْجِبَالُ هَذَا هَدْمًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الْجِبَالُ هَذَا -এর অর্থ, পহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

৪৩৭৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ
وَأَبْلِ دَيْنٍ فَاتَيْتُهُ اتَّقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ،
قَالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبْعَتْ ، قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ
بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَانْزَلْتُ
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا . أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا
وَنَرِّثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا *

৪৩৭৬ ইয়াহুইয়া (র) খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম এবং আস ইব্ন ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার তাগাদা দিতে তার কাছে আসলাম। সে বলল, আমি তোমাকে পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমি কখনও তাঁকে অস্বীকার করব না, এমনকি তুমি মরার পরে জীবিত হওয়া পর্যন্তও না। আস বলল, আমি যখন মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হব তখন অবিলম্বে আমি সম্পদ ও সন্তানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

“তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে, অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই না; সে যা বলে অবিলম্বে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।”

سُورَةُ طه

সূরা তাহা

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طه يَا رَجُلُ ، يُقَالُ كُلُّ مَالٍ يَنْطِقُ بِحَرْفٍ
أَوْفِيهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَا فَا فَا فَهِيَ عَقْدَةٌ ، أَرَزَيْ ظَهْرِي ، فَيُسْحَتُكُمْ يَهْلِكُكُمْ ،
الْمُثْلَى تَانِيثُ الْأَمْثَلِ ، يَقُولُ بَدِينَكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمَثْلَى خُذِ الْأَمْثَلِ ،

ثُمَّ اِثْنُوْا صَفًا يُقَالُ هَلْ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ ، فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيْفَةٍ لَكَسْرَةِ الْخَاءِ ، فِيْ جَذُوْعٍ اَى عَلَى جَذُوْعٍ ، خَطْبُكَ بِاَلْكَ ، مِسَاسٌ مَّصْدَرٌ مَّاسَهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفْنَهُ لَنَنْذِرِيْنَهُ ، قَاعًا يَعْلُوهُ الْمَاءُ ، وَالصَّفْصَفُ الْمَسْتَوِي مِنَ الْاَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ ، الْحُلِيُّ الَّذِي اسْتَعَارُوْا مِنْ اَلْ فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفْتُهَا فَاَلْقَيْتُهَا ، اَلْقَى صَنَعَ ، فَنَسَى مُوسَى هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ اَخْطَا الرَّبَّ ، لَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا الْعَجَلُ ، هَمْسًا حَسَّ الْاَقْدَامِ ، حَشَرْتَنِيْ اَعْمَى عَنْ حُجَّتِيْ ، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا فِي الدُّيْنَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : اَمَثْلُهُمْ اَعْدَلُهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَضْمًا لَا يُظْلَمُ فِيْهِ هَضْمٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ عَوْجًا وَاَدِيًّا ، اَمْتًا رَابِيَةً ، سَيَّرْتَهَا حَالَتَهَا الْاَوَّلَى ، النَّهْيُ النَّقَى ، ضَنْكًا الشَّقَاءُ ، هَوَى شَقَى ، الْمَقْدَسُ الْمُبَارَكُ ، طَوَى اسْمُ الْوَادِيْ ، بِمَلِكِنَا بِاَمْرِنَا ، مَكَانًا سَوَى مَنْصَفٍ بَيْنَهُمْ ، يَبَسًا يَابِسًا ، عَلَى قَدَرٍ مَوْعِدٍ ، لَا تَنْيَا تَضْعُفًا *

ইবন জুবায়র (রা) বলেন, নাবতী ভাষায় "طه" এর অর্থ يَارَجُلُ , হে ব্যক্তি! যে সকল ব্যক্তি কোন অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না অথবা 'তা' অথবা 'ফা' উচ্চারণে ত্রুতলিয়ে যায়, তাকে কোন অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না অথবা 'তা' অথবা 'ফা' উচ্চারণে ত্রুতলিয়ে যায়, তাকে "عقده" বলা হয়। اَزَرَى আমার পিঠ। "فَيُسْحِتُكُمْ" সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। "خُذِ الْمَثَلِي - خُذِ الْاَمَثَل" উত্তম পন্থা এটা الْاَمَثَل -এর স্ত্রীলিঙ্গ। বলা হয়, "ثُمَّ اتَوَاصَفًا" এরপর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। বলা হয়, "تُؤْمِي كِي اَاجِ سَارِيْتِه اَسِه" অর্থাৎ সালাতের নির্ধারিত জায়গায় যেখানে সালাত আদায় করা হয়। তিনি অন্তরে গোপন করলেন। خِيْفَةً মূলে خَوْفًا ছিল। অক্ষরটি 'কাসরার' কারণে "يَاء" টি "وَ" দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। فِيْ جَذُوْعٍ (খেজুর বৃক্ষের) কাণ্ডের উপরে। خَطْبُكَ তোমার ব্যাপার। مِسَاسٌ (স্পর্শ করা) শব্দটি -مَّاسَهُ- এর মাসদার لَنَنْسِفْنَهُ -অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করব। قَاعًا এমন জায়গা যার ওপর দিয়ে পার্নি চলে যায়। الصَّفْصَفُ সমতল ভূমি। মুজাহিদ (র) বলেন, "مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ" অর্থাৎ সে সব অলংকার, যা তারা ফিরআওনের

বংশধর হতে ধার করে এনেছিল। فَقَذَفْتُهَا আমি তা নিক্ষেপ করলাম। الْقُلَى সে তৈরি করল।
 اَرْثَا অর্থাৎ মূসা (আ) ভুলে গিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তিনি রবকে চিনতে ভুল করেছেন।
 "لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا" অর্থাৎ গো বৎস তাদের কথার উত্তর দিতে পারে না। هَمْسًا পদধ্বনি।
 كُنْتُ بَصِيرًا আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে আমার প্রমাণাদি থেকে। حَشَرْتَنِي أَعْمَى
 আমার তো দুনিয়ায় চক্ষু ছিল। ইবন উয়াইনা বলেন, "أَمْثَلُهُمْ" (জ্ঞানী ব্যক্তি) অর্থাৎ তাদের মধ্যে মধ্যম
 পন্থী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, هَضْمًا -এর অর্থ, অবিচার করা হবে না যাতে তার পুণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
 عَوْجًا বক্রতা, উপত্যকা أَمْتًا উঁচু ভূমি, টিলা। مَسِيرَتَهَا তার অবস্থা। النُّهَى সংযমী,
 পরহিজগার। طَوَى একটা উপত্যকার বরকতময় المَقْدُسُ দুর্ভাগ্য। هَوَى দুর্ভাগ্য হওয়া। ضَنْعًا
 নাম। عَلَى قَدَرٍ যথেষ্ট। يَبَسًا শুষ্ক। سَوَى -مَكَانٌ তাদের মধ্যবর্তী স্থান। بِمَلَكُنَا আমাদের নির্দেশে।
 প্রতিশ্রুত সময়ে لَا تَنِيَا তোমরা উভয়ে দুর্বল হয়ে না।

بَابُ قَوْلِهِ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি।”

۴৩৭৭ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
 اتَّقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ أَنْتَ الَّذِي أَشَقَيْتَ النَّاسَ
 وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ ،
 وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَوَجَدْتَهَا
 كُتِبَ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي ، قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى الْيَمُّ الْبَحْرُ *

৪৩৭৭ সালত ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) মিলিত হলেন। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, মানব জাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এবং তাদের জান্নাত থেকে বহিস্কার করিয়েছেন? আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাতের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন, এবং বাছাই করেছেন আপনাকে নিজের জন্য এবং আপনার ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন? মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি তাতে অবশ্যই পেয়েছেন যে, আমার সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তা'আলা তা আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন। الْيَمُّ সমুদ্র।

بَابُ قَوْلِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ أَصْرَ بَعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُم طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী নাযিল করেছিলাম এ মর্মে ; আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীতে বের হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ বের করে নাও। পশ্চাৎ থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয় করো না। তারপর ফিরআউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করল। আর সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করল। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।”

৪৩৭৮ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَسَالَهُمْ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ فَصُومُوهُ *

৪৩৭৮ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (আ) ফিরআউনের ওপর জয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী বললেন, আমরাই তো তাদের চাইতে মূসা (আ)-এর নিকটবর্তী। এরপর (মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন) তোমরা এ দিন সিয়াম পালন কর।

بَابُ قَوْلِهِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, যাতে তোমরা কষ্টে পতিত হও।”

৪৩৭৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَاجَّ مُوسَىٰ آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ

النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشَقَّيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوسَى أَنْتَ الَّذِي
 أَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ ،
 قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى *

৪৩৭৯ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মূসা (আ) আদম (আ)-এর সঙ্গে যুক্তি উত্থাপন করে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনার গুনাহ দ্বারা মানব জাতিকে জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, আদম (আ) বললেন, হে মূসা (আ) ! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ পাক আপনাকে রিসালতের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। তবুও কি আপনি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য ভরসনা করবেন, যা আল্লাহ আমার সৃষ্টির আগেই আমার সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অথবা বললেন, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তা আমার সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, এ (যুক্তির মাধ্যমে) আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

সূরা আশ্বিয়া

٤٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَنِي
 إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ
 مِنْ تِلَادِي وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّعَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَكَ مِثْلُ فَلَكَ
 الْمَغْزَلِ ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفَسَتْ رَعَتْ ،
 يُصَحَّبُونَ يُمْنَعُونَ ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ، قَالَ دِينَكَمُ دِينٌ وَاحِدٌ وَقَالَ
 عِكْرَمَةُ : حَصَبٌ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَقَالَ غَيْرُهُ أَحْسَوْا تَوَقَّعُوهُ مِنْ

أَحْسَسْتُ خَامِدَيْنِ هَامِدَيْنِ، حَصِيدٌ مُسْتَأْصِلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ
وَالْأُتْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ، لَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يُعْيُونَ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ
بَعِيرِي، عَمِيقٌ بَعِيدٌ، نَكَّسُوا رَدُّوا، صَنْعَةُ لَبُؤْسِ الدَّرُوعِ، تَقَطَّعُوا
أَمْرَهُمْ اخْتَلَفُوا، الْحَسِيسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرَسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مِنَ
الصَّوْتِ الْخَفِيِّ، أَذْنَاكَ، أَعْلَمْنَاكَ، أَذْنَتُكُمْ إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلَى
سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ تَفْهَمُونَ، ارْتَضَى رَضِيَ
الْتِمَاطِيلُ الْأَصْنَامُ، السَّجِلُ الصَّحِيفَةُ *

৪৩৮০ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মরিয়ম, 'তাহা' এবং 'আযিয়া' প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। কাতাদা (র) বলেন, "جَذَاذَا" অর্থ টুকরা টুকরা করা। হাসান বলেন "فِي فَلَكٍ" "نَفَسْتُ" (কক্ষ পথ) সূতা কাটার চরকির মত। "يَسْبَحُونَ" ঘুরছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "نَفَسْتُ" মানে চরে খেয়েছিল। "يُصْحَبُونَ" বাধা দেয়া হবে। "أَمْتُكُمْ أُمَةٌ وَاحِدَةٌ" অর্থাৎ তোমাদের দীন একই দীন। ইকরামা বলেন, "خَصَبٌ" অর্থ, হাবশী ভাষায় জ্বালানি কাঠ। অন্যরা বলেন, "أَحْسُوا" অর্থ তারা আঁচ করেছিল। আর এ শব্দটি "أَحْسَسْتُ" থেকে উদ্ভূত। "خَامِدَيْنِ" নির্বাপিত। "لَا يَسْتَحْسِرُونَ" - কর্তিত শস্য। শব্দটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। "حَصِيدٌ" ক্লাস্তিবোধ করে না। এর থেকে উদ্ভূত "حَسِيرٌ" - "حَسَرْتُ بَعِيرِي" আমি আমার উটকে ক্লাস্ত করে দিয়েছি। "عَمِيقٌ" অর্থ দূরত্ব। "نَكَّسُوا" উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। "صَنْعَةُ لَبُؤْسِ" অর্থাৎ বর্মাদি। "الْجَرَسُ؛ الْحِسُّ؛ الْحَسِيسُ" অর্থ তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। "تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ" যখন "أَذْنَتُكُمْ" আমি তোমাকে জানিয়েছি। "أَذْنَاكَ" আমি তোমাকে জানিয়েছি। "أَعْلَمْنَاكَ" আমি তোমাকে জানিয়ে দিলে তখন তুমি আর সে একই পর্যায়ে। তুমি চুক্তি ভঙ্গ করলে না। মুজাহিদ (র) বলেন, "ارْتَضَى" সে সম্মত হল। "لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ" অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে। "رَضِيَ" সে সম্মত হল। "السَّجِلُ" মূর্তিসমূহ। "الصَّحِيفَةُ" লিপিবদ্ধ কাগজ।

بَابُ قَوْلِهِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: "كَانَ بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ" "যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম।

৪৩৮১

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ
النُّعْمَانِ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ مُحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حِفَاةً عُرَاءَ غُرْلًا ،
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ
يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا أَنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ،
فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ إِلَى
قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيَقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ
فَارَقْتَهُمْ *

৪৩৮১ সুলায়মান ইবন হার্ব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ
ﷺ এক ভাষণে বলেন, কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন
অবস্থায় একত্রিত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا “যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব;
আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।” এরপর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক
পরিধান করানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মতের মধ্য থেকে বহু লোককে উপস্থিত
করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম (জাহান্নামের) দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব। এরা তো
আমার সঙ্গী-সাথী (উম্মত)। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা নতুন কাজে
(ইসলামের মধ্যে) (বিদ'আত) লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা
(আ) বলেছিলেন : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ : (আ) বলেছিলেন :
“যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম
তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের
কার্যকলাপের প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।” এরপর বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে
আসার পর এরা মুরতাদ হতে চলেছে।

سُورَةُ الْحَجِّ

সূরা হাজ্জ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : الْمُخْبِتَيْنِ الْمُطْمَئِنِّينِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أُمْنِيَّتِهِ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ يَبْطُلُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيَحْكُمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَائَتُهُ إِلَّا أَمَانِي يَقْرَأُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْطُونُ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونُ يَبْطُشُونَ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أَلْهِمُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِسَبَبٍ بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ تَذْهَلُ تَشْغَلُ .

ইবন উয়াইনা (র) বলেন الْمُخْبِتَيْنِ বিনয়ী, শান্তিপ্ৰাপ্ত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, فِي أُمْنِيَّتِهِ অর্থাৎ যখন তিনি কোন কথা বলেন, তখন শয়তান তাঁর কথার সাথে নিজের কথা মিলিয়ে দেয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা শয়তানের সে মিলানো কথা মিটিয়ে দিয়ে তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। কেউ কেউ বলেন, "أُمْنِيَّتُهُ" অর্থাৎ তার কিরাআত (পাঠ) তাঁরা পড়তে জানতেন লিখতে জানতেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, "مَشِيدٌ" অর্থাৎ চুন-সুরকি দ্বারা দৃঢ় নির্মিত। অন্যরা বলেন, يَسْطُونُ অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে। এটি سَطْوَةٌ থেকে উদ্ভূত। বলা হয় "يَسْطُونُ" অর্থাৎ মজবুত করে ধরে। "وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ" অর্থাৎ তাদের অন্তরে পবিত্র বাক্য^১ ঢেলে দেয়া হয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "بِسَبَبٍ" রজ্জু দ্বারা যা ঘরের ছাদের দিকে। تَذْهَلُ তুমি বিস্মৃত হবে।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى "এবং মানুষকে দেখবে মাতাল।"

٤٣٨٢ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا أَدَمُ يَقُولُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ،

১. পবিত্র বাক্য দ্বারা 'কালেমায়ে তাওহীদ' অথবা 'কুরআন'কে বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা ইসলামকে বোঝানো হয়েছে।

فَيْنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعَثًا إِلَى النَّارِ،
 قَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعَثُ النَّارُ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ أَرَاهُ تِسْعِمِائَةً وَتِسْعَةً
 وَتِسْعِينَ فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ
 سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى
 النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ
 تِسْعِمِائَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ
 السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ
 الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ
 ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا، وَقَالَ أَبُو
 أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى. وَقَالَ مِنْ
 كُلِّ أَلْفٍ تِسْعِمِائَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَقَالَ جَرِيرٌ وَعَيْسَى بْنُ يُونُسَ
 وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: سَكْرَى وَمَاهُمْ بِسَكْرَى *

৪৩৮২ উমর ইব্ন হাফস (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে রব! আমার সৌভাগ্য, আমি হাজির। তারপর তাকে উচ্চস্বরে ডেকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার বংশধর থেকে একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদম (আ) বলবে, হে রব, জাহান্নামের দলের পরিমাণ কি? বলবে, প্রতি হাজার থেকে আমার ধারণা যে, বললেন, নয়শত নিরানব্বই, এ সময় গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করবে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তৃত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন। (পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন) : এ কথা লোকদের কাছে ভয়ানক মনে হল, এমনকি তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। আবার মানবকুলের মধ্যে তোমাদের তুলনা হবে যেমন, সাদা গরুর পার্শ্ব মধ্যে যেন একটি কালো পশম অথবা কালো গরুর পার্শ্বে যেন একটি সাদা পশম। আমি অবশ্য আশা রাখি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক-চতুর্থাংশ। (রাবী বলেন) আমরা সবাই খুশীতে বলে উঠলাম, 'আল্লাহ্ আকবর'। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহ্ আকবর'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের

অর্থে। আমরা বলে উঠলাম, ‘আল্লাহ্ আকবর’। আমাশ থেকে উসামার বর্ণনায় রয়েছে “تَرَى النَّاسَ سَكَرَى وَمَاهُمْ بِسَكَرَى” এবং তিনি (সন্দেহাতীতভাবে) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। জারীর, ঈসা, ইব্ন ইউনুস ও আবু মুআবিয়ার বর্ণনায় “سَكَرَى” এবং “وَمَا هُمْ بِسَكَرَى” রয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، إِلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَتَرَفْنَاهُمْ وَنَسَعْنَاهُمْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে।” حَرْفٌ অর্থ দ্বিধা। যখন “তার কল্যাণ হই তখন তার চিন্তা প্রশান্ত হয় এবং যখন কোন বিপর্যয় ঘটে তখন সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে” এ হল চরম বিভ্রান্তি-বাক্য পর্যন্ত। “أَتَرَفْنَاهُمْ” অর্থ আমি তাদের প্রশস্ততা দান করলাম।

৪৩৮৩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتْ أَمْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنَتَجَتْ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دَيْنٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدْ أَمْرَأَتُهُ وَلَمْ تَنْتَجِ خَيْلُهُ، قَالَ هَذَا دَيْنٌ سَوْءٌ *

৪৩৮৩ ইব্রাহীম ইব্ন হারিস (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمِنَ النَّاسِ সম্পর্কে বলেন, কোন ব্যক্তি মদীনাতে আসার পর যদি তার স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়ায় বাচ্চা দিত, তখন বলত এ দীন ভাল। আর যদি তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান না হত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, এ ধর্ম খারাপ।

بَابُ قَوْلِهِ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ “এরা দু’টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করছে।”

৪৩৮৪ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ فِيهَا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي حَمْزَةٍ وَصَاحِبِيهِ وَعُتْبَةُ وَصَاحِبِيهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمٍ بَدْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ وَقَالَ عَثْمَانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ قَوْلُهُ *

৪৩৮৪ হাজ্জাজ ইবন মিন্‌হাল (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে কসম খেয়ে বলেন, এ আয়াত هُذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে)। হামযা এবং তাঁর দু'সঙ্গী এবং উত্বা ও তার দু'সঙ্গীর ব্যাপারে, নাযিল হয়েছে, যেদিন তারা বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুকাবিলা করেছিল। সুফিয়ান আবু হাশিম সূত্রে এবং উসমান. এ বক্তব্যটি আবু মিজলায়ের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন।

৪৩৮৫ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى وَحْمَزَةٍ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ *

৪৩৮৫ হাজ্জাজ ইবন মিন্‌হাল (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে নতজানু হয়ে নালিশ নিয়ে দাঁড়াব। কায়েস বলেন, এ ব্যাপারেই هُذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, এরাই বদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ আলী, হামযা ও উবায়দা, শায়বা ইবন রাবীয়া, উত্বা ইবন রাবীয়া এবং ওয়ালীদ ইবন উত্বা।

سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

সূরা মু'মিনীন

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ، لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفِينَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ بَعِيدٌ بَعِيدٌ ، فَاسْتَأْثَلَ الْعَادِيْنَ الْمَلَائِكَةُ ، لَنَا كِبُورٌ لِّعَادِلُونَ ، كَالْحُورِ عَابِسُونَ ، مِنْ سُلَالَةِ الْوَلَدِ وَالنُّطْفَةِ السُّلَالَةِ ، وَالْجَنَّةِ وَالْجَنُونَ وَاحِدٌ ، وَالْغُثَاءُ الزُّبْدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ *

ইবন উয়াইনা বলেন, سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ সপ্তাকাশ। সৌভাগ্য তাদের ওপর অগ্রগামী। هِيَ هَاتِ হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের অন্তর সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, هِيَ هَاتِ বহুদূর, বহুদূর। فَاسْتَأْثَلَ الْعَادِيْنَ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন। لَنَا كِبُورٌ তারা (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত। كَالْحُورِ বীভৎস হয়ে যাবে। مِنْ سُلَالَةِ সন্তান। نُّطْفَةٍ নির্গত বীৰ্য। وَالْجَنُونَ এ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত (উন্বাদ)। وَالْغُثَاءُ অর্থ, ফেনা, যা পানির ওপরে ভাসে এবং তা কোন উপকারে আসে না।

سُورَةُ النُّورِ

সূরা নূর

مِنْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرَقَهُ الضِّيَاءُ مَذْعَنِينَ يُقَالُ لِلْمُسْتَحْذِي مُذْعِنٌ ، أَشْتَاتًا وَشَتَّى وَشَتَاتٌ وَشَتٌّ وَاحِدٌ . وَقَالَ سَعْدِ بْنِ عِيَّاضٍ الثَّمَالِيُّ الْمَشْكُوعَةُ الْكُوءَةُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا بَيْنَاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ

السُّورِ وَسَمَّيْتَ السُّورَةَ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الْآخِرَى ، فَلَمَّا قُرِنَ
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ سُمِّيَ قُرْآنًا . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ تَالِيفٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ
وَالْفَنَاءُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَيُّ مَا جُمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَأَنْتَهُ عَمَّا
نَهَاكَ اللَّهُ . وَيُقَالُ لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ أَيُّ تَالِيفٌ وَسُمِّيَ الْفُرْقَانُ لِأَنَّهُ
يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَيُقَالُ لِلْمَرَأَةِ مَاقِرَاتٍ بِسَلَا قَطُّ أَيُّ لَمْ
تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا وَقَالَ فَرَضْنَا هَا أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلَفَةً ،
وَمِنْ قَرَأَ فَرَضْنَاهَا يَقُولُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ :
أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا لَمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ *

বিনীত মুদ্বেনীন। বিনীত সন্যাসী। বিদ্যুতের আলো। মেঘমালার মাঝ থেকে। শত শত - ও - শত - শত (দলে দলে)। শত শত। বিনয়ী ব্যক্তিকে 'মুদ্বেন' বলা হয়। 'সাদ ইবন আয়ায সুমালী বলেন, 'المشكوة' হাবশী ভাষায় 'তাক'। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا" (এমন একটি সূরা) যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আমি প্রদান করেছি। অন্য থেকে বর্ণিত, সূরার সমষ্টিকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। সূরার নামকরণ করা হয়েছে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে। তারপর যখন পরস্পরকে মিলানো হয়, তখন তাকে 'কুরআন' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ" এর এক অংশকে অন্য অংশের সাথে সংযোজিত করা। "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" তারপর যখন আমি তাকে একত্রিত করি ও সংযোজন করে দেই তখন তুমি অনুসরণ করবে সে কুরআনের অর্থাৎ যা একত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজ করবে এবং যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকবে। বলা হয়, "لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ" অর্থাৎ (তার কাব্যে সামঞ্জস্য) নেই। আর কুরআনকে ফুরকান এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর বলা হয়, "فَرَضْنَا" (তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) অর্থাৎ আমি তাতে বিভিন্ন ফরয নাযিল করেছি। আর যাঁরা "فَرَضْنَاهَا" (তাশদীদ -বিহীন) পড়েন তিনি এর অর্থ করেন, আমি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপর ফরয করেছি। মুজাহিদ (র) বলেন, "أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا" এর অর্থ (সে সব বালক যারা স্বল্প বয়সের কারণে বুঝে না।

بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : لَمِنْ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ " এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।"

৪৩৮৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ ابْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدُ بَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلِّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَاتَى عَاصِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهَيْ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ حَبْسَئُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنِينَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظِرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمُ أَدْعِ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْآلِيَتَيْنِ ، خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ ، فَلَا أَحْسَبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْيَمِرُ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ

فَلَا أَحْسِبُ عُومِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الثُّغْتِ الَّذِي
نَعَتْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْديقِ عُومِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ نُسِبَ إِلَى أُمِّهِ.

৪৩৮৬ ইসহাক (র) সালাহ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির (রা) আসিম ইব্ন আদীর নিকট আসলেন। তিনি আজলান গোত্রের সর্দার। উয়াইমির তাঁকে বললেন, তোমরা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষ দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে? এরপর তো তোমরা তাকেই হত্যা করবে অথবা সে কী করবে? তুমি আমার তরফ থেকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস কর। তারপর আসিম নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করলেন। তারপর উয়াইমির (রা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন না-পছন্দ করেছেন ও দৃশ্যীয় মনে করেছেন। তখন উয়াইমির বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিরত হব না। তারপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য একটি পুরুষকে দেখতে পেল সে কী তাকে হত্যা করবে! তখন তো আপনারা তাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করে ফেলবেন অথবা, সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী দু-জনকে 'লিয়ান' করার নির্দেশ দিলেন; যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর উয়াইমির তার স্ত্রীর সাথে লিয়ান করলেন। এরপরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (এরপরও) যদি আমি তাকে রাখি, তবে তার প্রতি আমি জালিম হবো। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতএব, তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য, যারা পরম্পর 'লিয়ান' করে এইটি সুনতে পরিণত হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লক্ষ্য কর! যদি মহিলাটি একটি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও বড় পা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়, তবে আমি মনে করব, উয়াইমিরই তার সম্পর্কে সত্য বলেছে এবং যদি সে লাল গিরগিটির মত একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে তবে আমি মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। এরপর সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়াইমির সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন। তারপর সন্তানটিকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেয়া হত।

بَابُ قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الْكَاذِبِينَ

“এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লানত।”

৪৩৮৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ
كَيْفَ يَفْعَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ، قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا
شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ
جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا *

৪৩৮৭ সুলায়মান ইবন দাউদ (র) আবু রবী (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি আমাকে বলুন তো, একজন তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে কী তাকে হত্যা করবে? পরিণামে আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে আর কি করতে পারে! তারপর আল্লাহ তা'আলা এ দু'জন সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন, যা কুরআন শরীফে পরস্পর লা'নত করা সম্পর্কে বর্ণিত। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর 'লিয়ান' করল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারপর সে তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিল। এরপর তা নিয়মে পরিণত হল যে, লিয়ানকারী উভয়কে পৃথক করে দেয়া হবে। মহিলাটি গর্ভবতী ছিল, তার স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করল। সুতরাং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ডাকা হত। তারপর উত্তরাধিকার স্বত্বে এ নিয়ম চালু হল যে, সন্তান মায়ের 'মিরাস' পাবে। আর মাতাও সন্তানের 'মিরাস' পাবে, যা আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ

অনুবাদ : আলাহ তা'আলার বাণী : وَاللَّهِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ "তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।"

৪৩৮৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ
ابْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ

أَوْحَدٌ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَةٍ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِئِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأَنْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوها وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّاتٍ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغِ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَّجِ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشْرِيكَ بْنِ سَحْمَاءٍ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ *

[৪৩৮৮] মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হিলাল ইব্ন উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শারীক ইব্ন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কী সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী করীম ﷺ বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সন্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবেন। তারপর জিবরাঈল (আ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর নাযিল করা হলঃ الصَّادِقِينَ “যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে” থেকে নবী ﷺ পাঠ করলেন, “যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে” পর্যন্ত। তারপর নবী ﷺ ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে ^১ ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে সাক্ষী দিলেন। ^২ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের

১. খাওলা।

২. আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে শপথ করলেন।

দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর অবশ্যম্ভাবী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল।^১ নবী ﷺ বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইবন সাহমার। পরে সে অনুরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত।

بَابُ قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الصَّادِقِينَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ :
“এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গণ্য।”

৪৩৮৯ حَدَّثَنَا مُقَدِّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ *

৪৩৮৯ মুকাদ্দাম ইবন মুহাম্মাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তার স্ত্রীর উপর (যেনার) অভিযোগ আনে এবং সে তার স্ত্রী সন্তানের অস্বীকার করে, রাসূল উভয়কে লিয়ান করতে আদেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে বলেছেন, সেভাবে সে লিয়ান করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সন্তানটি স্ত্রীর আর তিনি লিয়ানকারী দু'জনকে পৃথক করে দিলেন।

بَابُ قَوْلِهِ إِنْ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ . أَفَأَنْتُمْ كَذَّابُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : عَظِيمٌ إِنْ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ : “যারা

এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।” افاك এর অর্থ অতি মিথ্যাবাদী।

৪৩৯০. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ *

৪৩৯০ আবু নুয়াইম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “যে এ অপবাদের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সে হল আবদুল্লাহ ইবন উবায়। যখন তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না; এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ পবিত্র, এ তো এক গুরুতর অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী।”

৪৩৯১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْأَفْكَ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَأَنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَآيَتْهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي
وَأُنْزَلَ فِيهِ فَسَرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ
وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلَيْنِ ، أَدْنَى لَيْلَةٍ بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ
أَدْنَوُا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي
أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ ، فَالْتَمَسْتُ
عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي
فَاخْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ
يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خَفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا
تَأْكُلُ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهُودَجِ حِينَ رَفَعُوهُ
وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي
بَعْدَ مَا اسْتَمَرَ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ
فَأَقَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ
فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ
الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادْلَجَ فَاصْبَحَ عِنْدَ
مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَاتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَيْتِي ، وَكَانَ
يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ
وَجْهِي بِجِلْبَابِي وَاللَّهُ مَا كَلَّمَنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ
اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلَى يَدَيْهَا فَرَكَبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ
يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ . حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوْغِرِينَ فِي نَحْرِ
الظُّهَيْرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي

ابْنِ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَيْكُمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالْشَرِّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرِّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُفَّ قَرِيبًا مِنْ بِيُوتِنَا وَآمَرْنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي التَّبَرُّزِ قَبْلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَّأَذِي بِالْكُفِّ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بِيُوتِنَا ، فَاِنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رَهْمَ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُنَاثَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ بَيْتِي قَدْ فَرَعْنَا مِنْ شَانِنَا فَعَثَرْتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطَهِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتَ اتَّسَبَّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ أَيْ هُنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَاخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَيْكُمُ فَقُلْتُ أَتَأْذِنُ لِي أَنْ أَتِيَ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيَقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا قَالَتْ فَاذْنِ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بِنْتِي هَوْنِي عَلَيْكَ ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا

وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثُرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ
النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرِقَالِي دَمْعٌ ،
وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَنِ أَبِي
طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلَبْتُ الْوَحْيُ يَسْتَامِرُهُمَا فِي فِرَاقِ
أَهْلِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا . أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْلَكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ
وَأَنْ تَسْأَلَ الْجَارِيَةَ تَصَدُّقَكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ
أَيُّ بَرِيرَةَ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ ؟ قَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمَصَهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَيُّهَا جَارِيَةُ حَدِيثُهُ
السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّجْنَ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبِرِ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ
رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِيَّائِي ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا
خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى
أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ
إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزَرَجِ ، أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزَرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنْ

اَحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدٍ بِنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهٗ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْآوَسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوْا أَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمَنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَمَكْنْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يِرْقَالِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ فَاصْبَحْ أَبَوَايَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، وَلَا يِرْقَالِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي ، قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فَاسَادَنْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ ، فَادْنَيْتُ لَهَا ، فَجَلَسْتُ تَبْكِي مَعِي ، قَالَتْ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحِي إِلَيْهِ فِي شَانِي قَالَتْ فَتَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذًا وَكَذًا ، فَإِنْ كُنْتَ بَرِيئَةً فَسَيُبْرِّئُكَ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِابْنِ أَجْبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ ، قَالَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا

مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ
 فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ فَلَمَّا قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي
 بَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَلَمَّا اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي
 مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِي ، وَاللَّهُ مَا أَجِدْكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ
 : فَصَبِرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى تَصِفُونَ . قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ
 فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ
 اللَّهَ مُبَرِّئِي بِرِّئَتِي ، وَلَكِنَّ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنْزِلُ فِي
 شَانِي وَحَيًّا يُتْلَى وَلِشَانِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحَقَرُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ
 فِي بَأْمَرٍ يُتْلَى وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ
 رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا خَرَجَ
 أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَاخْذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ
 الْبُرْحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ
 شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ سُرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ أَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا
 عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّكَ ، فَقَالَتْ أُمِّي قَوْمِي إِلَيْهِ ، قَالَتْ
 فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِنَّ
 الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكَ عَصَبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا
 أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَأَتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ
 يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَاللَّهُ لَا تُنْفِقُ عَلَى
 مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَا

يَاتِلْ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهُ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفْقَةِ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَاللَّهُ
لَأَنْزِعَهَا مِنْهُ أَبَدًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ
ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا ذَاعِلِمَتْ أَوْ رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي ، مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ وَهِيَ
الَّتِي كَانَتْ تَسَامِيئُنِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللَّهُ
بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ مِنْ
أَصْحَابِ الْإِفْكَ *

৪৩৯১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইবন যুবায়র, সাঈদ ইবন মুসাইযিয়াব, আলকামা ইবন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা ইবন মাসউদ (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন অপবাদকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ এনেছিল এবং আব্বাহ তা'আলা তাঁকে তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ থাকার বর্ণনা দেন। তাদের প্রত্যেকেই ঘটনার অংশ বিশেষ আমাকে অবহিত করেন। অবশ্য তাদের পরস্পর পরস্পরের বর্ণনা সমর্থন করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় এ ঘটনাটি বেশি সংরক্ষণ করেছে। তবে উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে আমাকে একুপ বলেছিলেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোথাও সফরে বের হতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী দিতেন। এতে যার নাম উঠত, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হতেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারী দিলেন, তাতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। আমাকে হাওদায় করে উঠানো হতো এবং তাতে করে নামানো হতো। এ ভাবেই আমরা চললাম। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন এবং ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। একদা (মনজিল থেকে) রওয়ানা দেয়ার জন্য রাত থাকতেই ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা দিলে আমি উটে চড়ে সৈন্যদের অবস্থানস্থল থেকে কিছু দূরে চলে গেলাম। আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জাফারের দানা খচিত আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খোঁজ করতে লাগলাম।

খোঁজ করতে আমার একটু দেৱী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এ সকল লোক যারা আমাকে সওয়ার করাতো তারা, আমি আমার হাওদার ভেতরে আছি মনে করে, আমার হাওদা উটের পিঠে রেখে দিল। কেননা এ সময় শরীরের গোশত আমাকে (হালকা পাতলা ছিলাম) ভারী করেনি। আমরা তো খুব অল্প-খাদ্য গ্রহণ করতাম। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা। সুতরাং হাওদা উঠাবার সময় তা যে খুব হালকা, তা তারা বুঝতে পারেনি এবং তারা উট হাঁকিয়ে রওয়ানা দিল। সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিল সেখানে ফিরে এলাম। তখন সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে ডাকবে বা ডাকে সাড়া দিবে। আমি যেখানে ছিলাম সে স্থানেই থেকে গেলাম। এ ধারণায় বসে থাকলাম যে, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, তখন এ স্থানে অবশ্যই খুঁজতে আসবে। সেখানে বসা অবস্থায় আমার চোখে ঘুম এসে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সৈন্যবাহিনীর পিছনে সাফওয়ান ইবন মু'আত্তাল সুলামী যাকওয়ানী ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোর বেলা আমার এ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে আমাকে দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে চেনার পর উচ্চকণ্ঠে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন” পড়লেন। পড়ার আওয়াজে আমি উঠে গেলাম এবং আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি এবং তাঁর মুখ হতে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” ছাড়া আর কোন কথা আমি শুনি। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আর আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান উষ্ট্রীর লাগাম ধরে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৈন্যবাহিনীর নিকট এ সময় গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় অবতরণ করে। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে) যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হল। আর যে ব্যক্তি এ অপবাদে নেতৃত্ব দেয়, সে ছিল (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সলুল। তারপর আমি মদীনায়ে এসে পৌঁছলাম এবং পৌছার পর আমি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আর অপবাদকারীদের কথা নিয়ে লোকেরা রটনা করছিল। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতে আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রকম স্নেহ-ভালবাসা দেখাতেন, এবারে তেমনি ভালবাসা দেখাচ্ছেন না। শুধু এতটুকুই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসতেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার অবস্থা কী? তারপর তিনি ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল; অথচ আমি এই অপপ্রচার সম্বন্ধে জানতেই পারিনি। অবশেষে একটু সুস্থ হওয়ার পর মিসতাহের মায়ের সঙ্গে মানাসের দিকে বের হলাম। সে জায়গাটিই ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থান। আর আমরা কেবল রাতের পর রাতেই বাইরে যেতাম। এ ছিল এ সময়ের কথা যখন আমাদের ঘরসংলগ্ন পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমাদের অবস্থা ছিল, অনেকটা প্রাচীন আরবদের নিচু ময়দানের দিকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা। কেননা, ঘর-সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ আমরা কষ্টকর মনে করতাম। কাজেই আমি ও মিসতাহের মা বাইরে গেলাম। তিনি ছিলেন আবু রুহ্ম ইবন আব্দ মানাফের কন্যা এবং মিসতাহের মায়ের মা ছিলেন সাখর ইবন আমিরের কন্যা, যিনি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা ছিলেন। আর তার পুত্র ছিলেন ‘মিসতাহ ইবন উসাসাহ’। আমি ও উম্মে মিসতাহ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরের দিকে ফিরলাম। তখন মিসতাহের মা তার চাদরে হোঁচট খেয়ে বললেন, ‘মিসতাহ’ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব

খারাপ কথা বলছ, তুমি কি এমন এক ব্যক্তিকে মন্দ বলছ, যে বদরের যুদ্ধে হাজির ছিল? তিনি বললেন, হে আত্মভোলা! তুমি কি শোননি সে কি বলেছে? আমি বললাম, সে কি বলেছে? তিনি বললেন, এমন এমন। এ বলে তিনি অপবাদকারীদের মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। এতে আমার অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কেমন আছ? তখন আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন? তিনি বললেন, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের থেকে আমার এ ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জেনে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (আসার জন্য) অনুমতি দিলেন। আমি আব্বা-আম্মার কাছে চলে গেলাম এবং আমার আম্মাকে বললাম, ও গো আম্মা! লোকেরা কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন, বৎস! তুমি তোমার মন হালকা রাখ। আল্লাহর কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোন পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালবাসে এবং তার সতীনও আছে; অথচ তার ক্রটি বের করা হয় না। রাবী বলেন, আমি বললাম, 'সুবহান আল্লাহ!' সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে? তিনি বলেন, আমি সে রাত কেঁদে কাটলাম, এমন কি ভোর হয়ে গেল, তথাপি আমার কান্না থামল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতেই ভোর করলাম। যখন ওহী আসতে দেরী হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) ও উসামা ইব্ন যায়িদ (রা)-কে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি বলেন, উসামা ইব্ন যায়িদ তাঁর সহধর্মিণী (আয়েশা (রা))-এর পবিত্রতা এবং তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানেন তার আলোকে তাঁকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। আর আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি এবং তিনি ছাড়া বহু মহিলা রয়েছেন। আর আপনি যদি দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে। তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরাতে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারীরা! তুমি কি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি এমন কোন কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি, যা আমি গোপন করতে পারি। তবে তাঁর মধ্যে সবচাইতে বেশি যা দেখেছি, তা হল, তিনি একজন অল্পবয়স্কা বালিকা। তিনি কখনও তাঁর পরিবারের আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বক্রীর বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত। এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ (মিষরে) দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় ইব্ন সলুলের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিষরের উপর থেকে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ঐ ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালই জানতে পেরেছি এবং তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। সে কখনও আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি। এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব, যদি সে আউস গোত্রের হয়, তবে আমি তার গর্দান মেরে দিব। আর যদি আমাদের ভাই খায়রাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ

কার্যকর করব। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর সা'দ ইব্ন উবাদা দাঁড়ালেন; তিনি খায়রাজ গোত্রের সর্দার। তিনি পূর্বে একজন নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু এ সময় স্ব-গোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা'দকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তুমি রাখ না। তারপর উসায়দ ইব্ন হুদায়র দাঁড়ালেন, যিনি সা'দের চাচাতো ভাই। তিনি সা'দ ইব্ন উবাদাকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। এতে আউস এবং খায়রাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমনকি তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিশরে দাঁড়ানো ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তারা থামল। নবী ﷺ ও নীরব হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন এমনভাবে কাটালাম যে, আমার চোখের অশ্রুও থামেনি এবং চোখে ঘুমও আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, সকালবেলা আমার আক্সা-আম্মা আমার কাছে আসলেন, আর আমি দু'রাত এবং একদিন (একাধারে) কাঁদছিলাম। এর মধ্যে না আমার ঘুম হয় এবং না আমার চোখের পানি বন্ধ হয়। তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, এ ক্রন্দনে আমার কলজে ফেটে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে তারা যখন আমার কাছে বসা ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, ইত্যবসরে জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। আমাদের এ অবস্থার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে বসলেন। আয়েশা (রা) বলেন এর পূর্বে যখন থেকে এ কথা রটনা চলেছে, তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় তিনি একমাস অপেক্ষা করেছেন, আমার সম্পর্কে ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার কাছে পৌছেছে, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তওবা কর। কেননা, বান্দা যখন তার পাপ স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (তিনি যা কিছু বলেছেন তার) জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি জবাব দিব, তা আমার বুঝে আসছে না। তারপর আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কি জবাব দিব। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম, অথচ আমি একজন অল্প বয়স্কা বালিকা, কুরআন খুব বেশি পড়িনি। আল্লাহর কসম! আমি জানি, আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ ভালভাবেই জানেন যে, আমি নির্দোষ; তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে এ বিষয় স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি তা থেকে নির্দোষ; তবে আপনারা আমার এই উক্তি বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহর কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফ (আ)-এর পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তিনি

বলেছিলেন, "فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ" "পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ ; সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিলাম এবং কাত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম ! আমি তখন এ ধারণা করতে পারিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা এর চাইতে অনেক নিচে ছিল। বরং আমি আশা করেছিলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রায় কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা জানিয়ে দেবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াননি এবং ঘরের কেউ বের হননি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে লাগল এবং তাঁর শরীর ঘামতে লাগল। এমনকি যদিও শীতের দিন ছিল, তবুও তাঁর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল এর বোঝার ফলে মুক্তার মত তাঁর ঘাম ঝরছিল। যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন। তখন তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন, তা হলে : হে আয়েশা ! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন। এ সময় আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করব না। আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন পূর্ণ দশ আয়াত পর্যন্ত। "انَّ الَّذِينَ جَاؤْا بِآلَافِكَ عُصْبَةً" যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। যখন আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতার আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) যিনি মিস্তাহ ইবন উসাসাকে নিকটবর্তী আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! মিস্তাহ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, এরপর আমি তাকে কখনই কিছুই দান করব না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আবু বকর (রা) এ সময় বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি মিস্তাহর সাহায্য আগের মত দিতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ সাহায্য কখনও বন্ধ করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জয়নব বিন্ত জাহশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে জয়নব ! (আয়েশা সম্পর্কে) কী জান আর কী দেখেছ ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আমার কান ও চোখকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরহেযগারীর কারণে রক্ষা করেন। আর তাঁর বোন হাম্না তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুকাবিলা করে এবং অপবাদ আনয়নকারী যারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও ধ্বংস হল।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَوْ لَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمْتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمُ

فِيمَا أَفْضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَلَقَّوْنَهُ يَرَوِيهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، تَفِيضُونَ تَقُولُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার কারণে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।" মুজাহিদ (র) বলেন, "تَلَقَّوْنَهُ" এর অর্থ, এক অপরের থেকে বর্ণনা করতে লাগল। تَفِيضُونَ তোমরা বলাবলি করতে লাগলে।

৪৩৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًا عَلَيْهَا *

৪৩৯২ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

بَابُ قَوْلِهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : যখন তোমরা মুখে মুখে এ ঘটনা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

৪৩৯৩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِكُمْ وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ *

৪৩৯৩ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ل এর জের ও ق এর পেশ দিয়ে পড়তে শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "এবং তোমরা যখন এ কথা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না; এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, এ তো এক গুরুতর মিথ্যা অপবাদ।

৪৩৯৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ

عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلِبَةٌ ، قَالَتْ أَخَشَى أَنْ يُثْنَى عَلَى ، فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجْهِهِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَتْ ائْذَنُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجْدِيكَ ؟ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنْ اتَّقَيْتُ ، قَالَ فَأَنْتَ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بَكْرًا غَيْرَكَ ، وَنَزَلَ عَذْرُكَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَىَّ وَوَدِدْتُ أَنْيُ كُنْتُ نِسِيًا مَنَسِيًا *

৪৩৯৪ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর ইত্তিকালের পূর্বে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি [আয়েশা (রা)] মৃত্যুশয্যা শায়িত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, তিনি আমার কাছে এসে আমার প্রশংসা করবেন। তখন তাঁর [আয়েশা (রা)]-এর কাছে বলা হল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং সম্মানিত মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, তবে তাঁকে অনুমতি দাও। তিনি (এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে আপনার অবস্থা কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আমি যদি নেক হই তবে ভালই আছি। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ চাহতে আপনি নেকই আছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার সাফাই আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তাঁর পেছনে ইবন যুবায়র (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইবন আব্বাস (রা) আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি এ-ই পছন্দ করি যে, আমি লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

৪৩৯৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نِسِيًا مَنَسِيًا *

৪৩৯৫ মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র) কাসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে নِسِيًا (স্মৃতি থেকে হয়ে বিস্মৃত যেতাম) অংশটি নেই।

بَابُ قَوْلِهِ يَعْظِمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (তোমরা যদি মু'মিন হও তবে) কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।”

৪৩৯৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ أَتَأْذِنِينَ لِهَذَا ؟ قَالَتْ أَوْلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ، قَالَ سَفِيَانُ تَعْنِي ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ :
حَصَّانُ رَزَانٌ مَاتَزَنُ بِرَبِيبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرَثِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
قَالَتْ لَكِنْ أَنْتَ *

৪৩৯৬ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (র) মাসরুক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইবন সাবিত এসে (তাঁর ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, এ লোকটিকে কি আপনি অনুমতি দিবেন? তিনি (আয়েশা) (রা) বললেন, তার উপর কি কঠিন শাস্তি আপতিত হয়নি? সুফিয়ান (রা) বলেন, এর দ্বারা আয়েশা (রা) তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার কথা উদ্দেশ্য করেছেন। হাসান ইবন সাবিত আয়েশা (রা)-এর প্রশংসায় নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করলেন, (আমার প্রিয়তমা) একজন, পবিত্র ও জ্ঞানী মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয় না। সতীর্থী মহিলাদের গোশত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। (অর্থাৎ তিনি কারও গীবত করেন না) আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু তুমি (এ চরিত্রের নও)।

بَابُ قَوْلِهِ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ “আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

৪৩৯৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا
شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ
ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ: حَصَّانُ رَزَانٌ مَاتَزَنُ بِرَبِيبَةٍ * وَتُصْبِحُ
غَرَثِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ *

قَالَتْ لَسْتُ كَذَاكَ قُلْتُ تَدْعِينِ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتْ وَآئِي عَذَابٍ أَشَدُّ مِنْ
الْعَمَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৩৯৭ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবন সাবিত আয়েশা (রা) কাছে এসে নিচের শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। সে একজন পবিত্র মহিলা যার চরিত্রে

১. কেননা সে, আয়েশা (রা)-এর ইফকের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।

কোন সন্দেহ করা হয় না। সে সতীধর্মী মহিলাদের গোশত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। আয়েশা (র) বললেন, 'তুমি তো এরূপ নও।' (মাসরূক বললেন) আমি বললাম, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে কেন আপনার কাছে আসতে দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এর বিরাট অংশ নিজের উপর নিয়েছে, তার জন্য তো রয়েছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বললেন, 'দৃষ্টিহীনতার চেয়ে কঠোর শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি আরও বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ হতে জবাব দিতেন।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدِّينِ وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَحِيمٌ وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنْاسِ أَبْنَوْا أَهْلِي ، وَأَيْمَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ وَأَبْنَوْهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ ، وَلَا غَيْبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ فَقَالَ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ ابْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَّا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ تَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ

حَاجَتِي وَمَعِيَ أُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَعْسَ مِسْطَحُ ، فَقُلْتُ أَيْ أُمُّ
تَسْبِيْنِ ابْنِكَ وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتْ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تَعْسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ
لَهَا تَسْبِيْنِ ابْنِكَ ثُمَّ عَثَرَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعْسَ مِسْطَحُ فَاَنْتَهَرَتْهَا
فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا اسْبُءُ الْاَفِيكَ فَقُلْتُ فِيْ اَيِّ شَأْنِيْ قَالَتْ فَبَقَرْتُ لِيْ
الْحَدِيْثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ اِلَى بَيْتِيْ كَانَ
الَّذِيْ خَرَجْتُ لَهُ لَا اَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا ، وَوَعَيْتُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ
اللَّهِ ﷺ اَرْسِلْنِيْ اِلَى بَيْتِ اَبِيْ فَاَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ
فَوَجَدْتُ اُمَّ رُوْمَانَ فِي السُّفْلِ وَاَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ، فَقَالَتْ اُمِّيْ
مَا جَاءَكَ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَاخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيْثَ وَاِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ
مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّيْ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ خَفَضِيْ عَلَيْكَ الشَّانَ فَاِنَّهُ وَاللَّهِ
لَقَلَّمَا كَانَتْ اِمْرَاَةٌ حَسَنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ الْاَحْسَدْنَهَا
وَقِيْلَ فِيْهَا وَاِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّيْ ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ
اَبِيْ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُوْلُ اللَّهِ
وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِيْ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ
فَنَزَلَ فَقَالَ لَامِيْ مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِيْ ذَكَرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ قَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اَيُّ بُنَيَّةٍ اِلَّا رَجَعْتُ اِلَى بَيْتِكَ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ
جَاءَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْتِيْ فَسَأَلَ عَنِّيْ خَادِمَتِيْ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا
عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلَّا اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاءُ فَتَأْكُلُ
خَمِيْرَهَا اَوْ عَجِيْنَهَا ، وَاَنْتَهَرَهَا بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَصْدُقِيْ رَسُوْلَ
اللَّهِ ﷺ حَتَّى اَسْقِطُوْا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا عَلِمْتُ

عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَشَفْتَ كَنْفَ أَنْثَى قَطُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُتِلَ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَلَا حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتَ قَارَفْتَ سُوءاً أَوْ ظَلَمْتَ فَتَوَبِّي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، قَالَتْ وَقَدْ جَاءَتْ أَمْرَاءٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ الْآتِسْتَحِي مِنْ هَذِهِ الْمَرَأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْئاً ، فَوَعِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالتَفْتُ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ أَجِبْهُ ، قَالَ فَمَاذَا أَقُولُ ، فَالتَفْتُ إِلَى أُمِّي ، فَقُلْتُ أَجِيبْهُ ، فَقَالَتْ أَقُولُ مَاذَا ، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ ، تَشَهَّدَتْ فَحَمَدَتْ اللَّهَ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، مَا ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَشْرَبْتَهُ قُلُوبُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ اعْتَرَفْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا ، وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَبَا يُونُسَ حِينَ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكْتْنَا فَرَفَعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَا تَبِينُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ كَمَسَحِ جَبِينِهِ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكَ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ قَوْمِي إِلَيْهِ

، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمْ ، وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ
الَّذِي أَنْزَلَ بَرَائَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ ، وَكَانَتْ
عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا
خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيْهِ
مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَهُوَ الَّذِي كَانَ
يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قَالَتْ
فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ، وَالسَّعَةِ أَنْ
يُوتُوا أُولَى الْقُرْبَى الْمَسَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِلَى قَوْلِهِ :
الْأَتْحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى
وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادِلُهُ بِمَا ، كَانَ يَصْنَعُ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মভুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। আর আল্লাহ দয়ালু ও পরম দয়ালু। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আবু উসামা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি তার কিছুই জানতাম না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য হামদ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিমগণ! যে সকল লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহর কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহর কসম, তার সম্পর্কেও আমি কখনও মন্দ কিছু জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সাথে সফরে গিয়েছে। সা'দ ইব্ন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে

তাদের শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর মধ্যে বনী খায়রাজ গোত্রের এক ব্যক্তি, যে হাস্‌সান ইব্ন সাবিতের মাতার আত্মীয় ছিল, সে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! যদি সে (অপবাদকারী) ব্যক্তির আউস গোত্রের হত, তাহলে তুমি শিরশ্ছেদ করতে পছন্দ করতে না। (তাদের পারস্পরিক বিতর্ক এমন এক পর্যায়ে গেল যে) আউস ও খায়রাজের মধ্যে মসজিদেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবার আশংকা দেখা দিল। আর আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম, তখন উম্মে মিসতাহ্ আমার সাথে ছিলেন এবং তিনি হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'! আমি বললাম, হে উম্মে মিসতাহ্! তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ? তিনি নীরব থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ?' তিনি (উম্মে মিসতাহ্) তৃতীয় বার পড়ে গিয়ে বলল, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি এবারে তাঁকে ধমক দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাকে তোমার কারণেই গালি দিচ্ছি। আমি বললাম আমার ব্যাপারে? আয়েশা (রা) বলেন, তখন তিনি আমার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। আমি বললাম, তাই হচ্ছে নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম! এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম এবং যে প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম তা একেবারেই ভুলে গেলাম। এরপর আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম যে, আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন। তিনি একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন উম্মে রুমানকে নিচে দেখতে পেলাম এবং আবু বকর (রা) ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। আমার আত্মা জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! কিসে তোমাকে এনেছে? আমি তাকে সংবাদ দিলাম এবং তাঁর কাছে ঘটনা বললাম। এ ঘটনা তার ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যেমন আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বললেন, হে বৎস, এটাকে তুমি হাল্কাভাবে গ্রহণ কর, কেননা, এমন সুন্দরী নারী কমই আছে, যার স্বামী তাঁকে ভালবাসে আর তার সতীনরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বস্তুত তার ওপর ঘটনাটি অতখানি প্রভাব বিস্তার করেনি যতখানি আমার উপর করেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার আব্বা [আবু বকর (রা)] কি এ ঘটনা জেনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কি? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এ ঘটনা জানেন। তখন আমি অশ্রু বাইয়ে কাঁদতে লাগলাম। আবু বকর (রা) আমার কান্না শুনতে পেলেন। তখন তিনি ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসলেন এবং আমার আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে? তিনি বললেন, তার সম্পর্কে যা রটেছে তা তার গোচরীভূত হয়েছে। এতে আবু বকরের চোখের পানি ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তোমার ঘরের দিকে অবশ্য ফিরে যাও। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার খাদেমকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এ ছাড়া তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বকরী এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরা লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহান

আল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা খুলিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ রূপে নিহত হন। তিনি বলেন, ভোর বেলায় আমার আব্বা ও আন্না আমার কাছে এলেন। তাঁরা এতক্ষণ থাকলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে আমার কাছে এলেন। এ সময় আমার ডানে ও বামে আমার আব্বা আমাকে ঘিরে বসা ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা! তুমি যদি কোন গুনাহর কাজ বা অন্যায় করে থাক তবে আল্লাহর কাছে তওবা কর, কেননা, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন। তখন জনৈক আনসারী মহিলা দরজার কাছে বসা ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাকেও লজ্জা করছেন না, এসব কিছু বলতে? তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উপদেশ দিলেন। তখন আমি আমার আব্বার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কী বলব? এরপরে আমি আমার আন্নার দিকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনিও বললেন, আমি কী বলব? যখন তাঁরা কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন জবাব দিলেন না, তখন আমি কালিমায় শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহর যথোপযুক্ত হাম্দ ও সানা পাঠ করলাম। এরপর বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যদি খলি যে, আমি এ কাজ করিনি এবং আমি যে সত্যবাদী এ সম্পর্কে আল্লাহই সাক্ষী, তবে তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা, এ ব্যাপারটি আপনারা পরস্পরে বলাবলি করেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি, আমি তা করেছি অথচ আল্লাহ জানেন যে আমি এ কাজ করিনি, তবে আপনারা অবশ্যই বলবেন যে সে তার নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তখন আমি ইয়াকুব (আ.)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি,-তাই বললাম, যখন ইউসুফ (আ.)-এর পিতার অবস্থা ব্যতীত, যখন তিনি বলেছিলেন, (তোমরা ইউসুফ সম্পর্কে যা বলছ তার প্রেক্ষিতে) পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী। ঠিক এ সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হল। আমরা সবাই নীরব রইলাম। ওহী শেষ হলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা খুশীর নমুনা দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে আয়েশা, তোমার জন্য খোশখবর! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আমার আব্বা ও আন্না বললেন, 'তুমি উঠে তাঁর কাছে যাও', (এবং তার শুকরিয়া আদায় কর)। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে যাব না এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না। আর আপনাদেরও শুকরিয়া আদায় করব না। কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করব, যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা (অপবাদ রটনা) শুনছেন কিন্তু তা অস্বীকার করেননি এবং তার পাল্টা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। আয়েশা (রা) আরও বলেন, জয়নাব বিন্তে জাহাশকে আল্লাহ তাঁর দীনদারীর কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি (আমার ব্যাপারে) ভাল ছাড়া কিছুই বলেননি। কিন্তু তার বোন হামনা ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে নিজেও ধ্বংস হল। যারা এই ব্যাপারে কটুক্তি করত তাদের মধ্যে ছিল মিস্তাহ্, হাস্‌সান ইব্ন সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়। সে-ই এ সংবাদ সংগ্রহ করে ছড়াত। আর পুরুষদের মধ্যে সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করত। রাবী বলেন, তখন আবু বকর (রা) কখনও মিস্তাহকে কোন প্রকার উপকার করবেন না বলে কসম খেলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও

প্রাচুর্যের অধিকারী অর্থাৎ (আবু বকর) তারা যেন কসম না করে যে তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে অর্থাৎ মিসতাহকে কিছুই দেবে না। তোমরা কি চাও না আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” আবু বকর (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! আমরা অবশ্যই এ চাই যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তারপর আবু বকর (রা) আবার মিসতাহকে আগের মত আচরণ করতে লাগলেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، شَقَقْنَ مِرْوَطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।”

আহমাদ ইবন শাবিব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা‘আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে” নাযিল করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে ওড়না হিসাবে ব্যবহার করল।

٤٣٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخْذَنَ أَرْهَنَ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا *

৪৩৯৮ আবু নু‘আইম (র) সাফিয়া বিনতে শায়বা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলতেন, যখন এ আয়াত “তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে” অবতীর্ণ হল তখন মুহাজির মহিলারা তাদের তহবন্দের পার্শ্ব ছিঁড়ে তা ওড়না হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল।

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

সূরা ফুরকান

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَبَاءٌ مَنْثُورٌ مَا تَسْفِي بِهِ الرِّيحُ ، مَدَّ الظِّلُّ مَا بَيْنَ

طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، سَاكِنًا دَائِمًا ، عَلَيْهِ دَلِيلًا طُلُوعُ
 الشَّمْسِ ، خَلْفَةً مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلٌ أَذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ
 بِالنَّهَارِ أَذْرَكَهُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا فِي طَاعَةِ
 اللَّهِ وَمَأَشْيَاءِ أَقْرَبَ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرَى حَبِيبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُبُورًا وَيَلًا وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِيرُ مُذْكَرٌ وَالتَّسْعَرُ
 وَالْإِضْطِرَامُّ التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ ، تُمْلَى عَلَيْهِ تَقْرَأُ عَلَيْهِ ، مَنْ أَمْلَيْتُ
 وَأَمْلَيْتُ ، الرَّسُّ الْمَعْدِنُ جَمْعُهُ رِسَاسٌ ، مَا يَعْبَأُ يَقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ
 شَيْئًا ، لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، غَرَامًا هَلَاكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَعَتُوا طَغَوْا . وَقَالَ
 ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَاتِيَةٌ عَتَتْ عَنِ الْخَزَانِ .

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, " هَبَاءٌ مَنْثُورًا " এর অর্থ যা কিছু বায়ু উড়িয়ে নেয়। "مَدَّ الظِّلَّ" ফজরের উদয় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত সময়। سَاكِنًا তার উপরস্থিত। دَلِيلًا এর অর্থ সূর্যের উদয়। خَلْفَةً যার রাতের আমল ছুটে যায়, সে তা দিনে আদায় করে আর যার দিনের কাজ ছুটে যায়, সে তা রাতে আদায় করে। হাসান বলেন, هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত্যে; মু'মিনের চোখে এ ছাড়া আর কিছু প্রীতিপ্রদ নয় যে, সে তার প্রিয়জনকে পায় আল্লাহর অনুগত। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ثُبُورًا এর অর্থ ধ্বংস। কেউ বলেন, تَسْعَرُ পুংলিঙ্গ, এবং تَسْعَرُ তীক্ষ্ণ ভাবে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া। تُمْلَى عَلَيْهِ এর অর্থ, তার প্রতি পড়া হয়। এ শব্দ أَمْلَيْتُ অথবা أَمْلَيْتُ থেকে গঠিত। الرَّسُّ খনি, এর বহুবচন رِسَاسٌ বলা হয়। مَا يَعْبَأُ بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ যা গ্রাহ্য করা না হয়। غَرَامًا ধ্বংস। মুজাহিদ (র) বলেন, وَعَتُوا এর অর্থ তারা অবাধ্য হয়েছে। ইবন উয়াইনা বলেন, عَاتِيَةٌ এর অর্থ নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ লংঘন করেছে।

بَابُ قَوْلِهِ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا
 وَأَضَلُّ سَبِيلًا *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ [৬৩৭৭]

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمَشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى
أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةُ رَبِّنَا .

৪৩৯৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর নবী ﷺ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্র করা হবে? তিনি বললেন, যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দুপায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম হবেন না।? কাতাদা (র) বলেন, নিশ্চয়ই, আমার রবের ইজ্জতের কসম!

بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، الْعُقُوبَةُ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহই যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। "الاثم" মানে শাস্তি।

৪৪০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ * قَالَ
وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَى الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ ،
قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ
أَى ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ تَصَدِّقًا
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ *

৪৪০০ মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশীদার হবে। আমি বললাম, এরপর কোন্টি? তিনি বললেন, এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথার সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়। “এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।”

১৪.১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتُهَا عَلَى، فَقَالَ هَذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ، الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ *

৪৪০১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) কাসিম ইবন আবু বায়যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবন জুবায়ির (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে; তবে কি তার জন্য তওবা আছে? আমি তাঁকে এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ “আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।” সাঈদ (রা) বললেন, তুমি যে আয়াত আমার সামনে পাঠ করলে, আমিও এমনভাবে ইবন আব্বাস (রা)-এর সামনে এ আয়াত পাঠ করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি মক্কী। সূরা নিসার মধ্যের মাদানী আয়াতটি একে রহিত করে দিয়েছে।

১৪.২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلَتْ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ *

৪৪০২ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) সাঈদ ইবন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশ্শার মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে কূফাবাসী মতভেদ করতে লাগল। আমি (এ ব্যাপারে) ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম (এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম)। তখন তিনি বললেন, (মু'মিনের হত্যা

সম্পর্কিত) এ আয়াত সর্বশেষে নাযিল হয়েছে। একে অন্য কিছু রহিত করেনি।

৪৪.৩ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَجَزَّوْهُ جَهَنَّمَ . قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِ جَلِّ ذِكْرُهُ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ . قَالَ كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

৪৪০৩ আদম (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : فَجَزَّوْهُ جَهَنَّمَ (তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার জন্য তওবা নেই। এরপরে আমি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে।^১

بَابُ قَوْلِهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।”

৪৪.৪ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ . وَقَوْلِهِ : وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَتَّىٰ بَلَغَ الْأَمِنْ تَابَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَآتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : الْأَمِنْ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ، إِلَى قَوْلِهِ : غُفُورًا رَحِيمًا .

৪৪০৪ সা'দ ইব্ন হাফস (র).....সাঈদ ইব্ন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তাকে তার শাস্তি জাহান্নাম” এবং আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী : “এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া, তারা তাকে হত্যা করে না” এবং “কিন্তু যারা তওবা করে” পর্যন্ত, সম্পর্কে।

১. জাহিলী যুগের মুশরিকদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জবাবে বললেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন মক্কাবাসী বলল, আমরা আল্লাহর সঙ্গে শরীক করেছি, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যকলাপ করেছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, “যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।” আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পর্যন্ত।

بَابُ قَوْلِهِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “তারা নহে, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

৪৪.৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زَيْدٍ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكَ .

৪৪০৫ আবদান (র) সাঈদ ইবন জুযায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আব্বাস (রা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এ দুটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আমি তাকে (এ আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, এ আয়াতকে অন্য কিছু রহিত (মানসূখ) করেনি এবং وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আব্বাস (রা)) বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَكَةً *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য ধ্বংস।”

৪৪.৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خَمْسٌ

قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانَ وَالْقَمَرَ وَالرُّوْمَ وَالْبَطْشَةَ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُونُ
لِزَامًا هَلَاكًا *

৪৪০৬ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি ঘটনা ঘটে গেছে ধুম্রাচ্ছন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, রোমকদের পরাজয়, প্রবলভাবে পাকড়াও এবং ধ্বংসের।
لِزَامًا অর্থ ধ্বংস।

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরা শু‘আরা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبَعْتُونُ تَبْنُونَ، هَضِيمٌ يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ، مُسَحَّرِينَ
الْمُسْحُورِينَ لَيْكَةً جَمْعُ لَيْكَ وَلَا يَكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ، يَوْمَ
الظَّلَّةِ اِظْلَالُ الْعَذَابِ أَيَّاهُمْ، مَوْزُونٌ مَعْلُومٌ كَالطُّودِ الْجَبَلِ، الشَّرِذْمَةُ
طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، فِي السَّاجِدِينَ الْمُصَلِّينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
كَانُكُمْ، الرِّيعُ الْإِيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَمْعُهُ رِيعَةٌ وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُ الرِّيعَةِ،
مَصَانِعَ كُلِّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ، فَرِهَيْنَ مَرَحَيْنِ، فَارِهَيْنَ بِمَعْنَاهُ،
وَيُقَالُ فَارِهَيْنَ حَازِقَيْنِ، تَعَثُّوا هُوَ أَشَدُّ الْفَسَادِ، وَعَاثَ يَعِثُ عَيْثًا،
الْجِبِلَّةُ الْخَلْقُ، جِبِلْ خَلِقَ، وَمِنْهُ جُبْلًا وَجِبِلًّا وَجِبِلًّا يَعْنِي الْخَلْقَ *

মুজাহিদ (র) বলেন- تَبَعْتُونُ তোমরা নির্মাণ করে থাক। هَضِيمٌ স্পর্শ করা মাত্রই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। الْمُسْحُورِينَ জাদুগ্রস্ত। لَيْكَةً وَاللَّيْكَ ও لَيْكَ وَاللَّيْكَ বহুবচন-অর্থ, বৃক্ষ সমাবেশ। الظَّلَّةُ অর্থ যেরূপে শাস্তি তাদের আচ্ছাদিত করবে। يَوْمَ الظَّلَّةِ পর্বতের ন্যায়। الشَّرِذْمَةُ ছোট দল। فِي السَّاجِدِينَ অর্থ ৭ সালাত আদায়কারী। ইবন আব্বাস (রা) বলেন রِيعَةٌ এবং وَرِيعَةٌ যমীনের উঁচু অংশ। এর বহুবচন فَارِهَيْنَ প্রত্যেক ইমারতকে বলা হয়। مَصَانِعَ তার একবচন। أَرْيَاعٌ

بَابُ قَوْلِهِ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذئبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ الْغَبْرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، الْغَبْرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ

٤٤.٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ ،
فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ :
إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ .

بَابُ قَوْلِهِ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلَنْ جَانِبَكَ

٤٤٠٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تَغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صَدَقًا، قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ الْهَذَا جَمَعْتَنَا، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ *

[880b] উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা (পর্বতে) আরোহণ করলেন এবং ডাকতে লাগলেন, হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা একত্রিত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী? সেখানে আবু লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা বলল, হাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, “আমি তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।” আবু লাহাব (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস আসুক! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ? তখন নাযিল হয়, “ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু-হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।”

٤٤.٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيَا
صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ
مُحَمَّدٍ ﷺ سَلِّينِي مَا شِئْتُ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا *
تَابِعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ *

[৪৪০৯] আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرُ (তোমার নিকটের আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অথবা অনুরূপ বাক্য, নিজেদের কিনে নাও। আমি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে বনী আব্দ মানাফ! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমার কোনই উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সুফিয়া! আমি তোমার নাজাতের ব্যাপারে কোনই উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা চাও নিয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না। আসবাগ (র) ইবন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُورَةُ النَّمْلِ

সূরা নমল

وَالْخَبَاءُ مَا خَبَّاتَ ، لَا قَبِيلَ لَهُمْ لَا طَاقَةَ ، الصَّرْحُ كُلُّ مِلَاطٍ أُتْخِذَ مِنَ
الْقَوَارِيرِ ، وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ سَرِيرٌ كَرِيمٌ حُسْنُ الصَّنِيعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ مُسْلِمِينَ
طَائِعِينَ ، رَدِفَ اقْتَرَبَ ، جَامِدَةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْزَعْنِي اجْعَلْنِي . وَقَالَ
مُجَاهِدٌ : نَكَّرُوا غَيْرُوا ، وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ الصَّرْحُ بَرَكَةٌ
مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرُ قَوَارِيرُ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ *

الْصَّرْحُ কাচ মিশ্রিত গারা^১ । لَا قِبَلَ لَهُمْ তাদের কোন শক্তি নেই । يَا تُوْمِي গোপন কর । الْخَبَأُ এবং صَرَحُ প্রাসাদকেও বলা হয় । এর বহুবচন صُرُوحُ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَهَا عَرْشٌ তার সিংহাসন অতি সম্মানিত, শিল্প কর্মে উত্তম এবং বহু মূল্য । مِنْ مُسْلِمِينَ অনুগত হয়ে । نَكَّرُوا মুজাহিদ (রা) বলেন, أَوْزَعْنِي আমাকে করে দাও । وَآتَيْنَا الْعِلْمَ (আমাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে) একথা সুলায়মান (আ) বলেন, وَالصَّرْحُ পানির একটি হাউস । সুলায়মান (আ) সেটি কাচ দ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন ।

سُورَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

يَقَالُ الْأَوْجَهُهُ الْأَمْلَكُهُ ، وَيُقَالُ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ وَجَهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ
فَعُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ الْحَجَجُ

বলা হয়, الْأَوْجَهُهُ তঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং এ-ও বলা হয়, যে কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংস হবে) । মুজাহিদ (রা) বলেন, الْأَنْبَاءُ অর্থ প্রমাণাদি ।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন ।”

٤٤١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ
الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
أُمَيَّةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمٍّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ
اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ اتْرُغَّبُ عَنْ مِلَّةِ عَبِيدِ

১. অট্টালিকার ইট-পাথরের গাঁথুনি ও প্রয়োজনীয় উপাদান ।

الْمُطَّلَبَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُهَا، بِتِلْكَ
 الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مَلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ وَأَبَى
 أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ
 أَنَّهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
 لِلْمُشْرِكِينَ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَا
 تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ * قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُولَى
 الْقُوَّةِ لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ ، لَتَنُوءَ لَتَثْقُلُ ، فَارِغًا الْأَمِنْ ذِكْرِ
 مُوسَى ، الْفَرَحَيْنِ الْمَرَحَيْنِ ، قُصِيهِ اتَّبَعِي أَثَرَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقْصُ
 الْكَلَامَ ، نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٍ وَعَنْ
 اجْتِنَابِ أَيْضًا ، نَبْطِشُ ، وَنَبْطِشُ يَأْتَمِرُونَ يَتَشَاوِرُونَ ، الْعُدْوَانُ
 وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدَّى وَاحِدٌ ؛ أَنَسَ أَبْصَرَ ، الْجَذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ
 لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَهَبٌ ، وَالْحَيَاتُ أَجْنَسُ الْجَانِ
 وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ، رِدْأُمُعِينًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُصَدِّقُنِي . وَقَالَ
 غَيْرُهُ سَنَشْدُ سَنُعِينُكَ ، كُلَّمَا عَزَزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا ،
 مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ وَصَلْنَا بَيْنَاهُ وَاتَّمَمْنَاهُ ، يُجْبَى يُجْلَبُ بَطَرَتْ أَشْرَتْ
 ، فِي أُمِّهَا رَسُولًا ، أُمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا ، تَكُنْ تَخْفَى ، أَكْنَنْتُ
 الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنْنَتْهُ خَفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ وَيَكُ أَنْ اللَّهَ مِثْلُ الْمَ تَرَأَنَّ
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسِّعُ عَلَيْهِ ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ *

[88১০] আবুল ইয়ামান (র) মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিহের
 মৃত্যু ঘনিষে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবু জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ
 ইবন আবু উমাইয়া ইবন মুগীরাকে উপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন “লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” এ ‘কালেমা’ দ্বারা আমি আপনার জন্য (কিয়ামতে) আল্লাহর কাছে (আপনার মুক্তির) দাবি করতে পারব। আবু জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার তার কাছে এ ‘কালেমা’ পেশ করতে লাগলেন। আর তারা সে উক্তি বারবার করতে থাকল। অবশেষে আবু তালিব তাঁদের সঙ্গে সর্বশেষ এ কথা বললেন, আমি ‘আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি, এবং কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম। আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব। তারপর আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন, নবী ও মু‘মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ তা‘আলা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা বললেন, “তুমি যাকে ভালবাস (ইচ্ছা করলেই) তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।”

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন **أُولَى الْقُوَّة** লোকের একটি দল সে চাবিগুলো বহন করতে সক্ষম ছিল না। **لَتَنْوَأَ** বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। **فَارَغَا** মুসা (আ)-এর স্মরণ ছাড়া সব কিছু থেকে খালি ছিল। **نَحْنُ** “عَنْ جَنَابَةٍ عَنْ اجْتِنَابٍ” তার চিহ্ন অনুসরণ কর। কথার বর্ণনা অর্থেও প্রয়োগ হয়। **عَنْ جَنَابَةٍ** “عَنْ جَنَابَةٍ عَنْ اجْتِنَابٍ” এ অর্থ দূর থেকে। **عَنْ جَنَابَةٍ** “عَنْ جَنَابَةٍ عَنْ اجْتِنَابٍ” এ অর্থ একই। **وَالْتَعَدَى** **يَأْتَمِرُونَ** পরস্পর পরামর্শ করছে। **وَالْتَعَدَى** **يَأْتَمِرُونَ** উভয়ই পড়া হয়। **وَالْتَعَدَى** **يَأْتَمِرُونَ** একই অর্থে, সীমা অতিক্রম করা। **انْس** দেখা **الْجَذْوَةُ** কাঠের মোটা টুকরা যাতে শিখা নেই। **الشَّهَابُ** যাতে শিখা আছে। **الْحَيَّاتُ** বহু প্রকার সাপ; যেমন, চিকন জাতি, অজগর, কালনাগ (ইত্যাদি) **رَدَأُ** সাহায্যকার। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, **يُصَدِّقُنِي** (তিনি **قَاف**-কে পেশ দিয়ে পড়েন। অন্য থেকে বর্ণিত **سَنَشُدُّ** আমরা শীঘ্র তোমাকে সাহায্য করব। যখন তুমি কোন জিনিসকে শক্তিশালী করলে, তখন তুমি যেন তার জন্য বাহুবল প্রদান করলে। যখন আরবগণ কাউকে সাহায্য করেন তখন বলে থাকেন **جَعَلْتُ لَهُ عَضْدًا** (বাহুবল প্রদান করলে) **مَقْبُوحِينَ** ধ্বংসপ্রাপ্ত। **بَطَرْتُ** আমি তা বর্ণনা করেছি; আমি তা পূর্ণ করেছি। **يُجَبِّئِي** আমদানি করা হয়। **بَطَرْتُ** দষ্ট করল। **أُمُّ الْقُرَى** - **امهارسولا** মক্কা এবং তার চতুর্দিককে বলা হয়। **تُكْنُ** গোপন করছ। আরবগণ বলে থাকেন **أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ** আমি তা গোপন করেছি। **كَنَنْتُهُ** এর অর্থও আমি তা লুকিয়েছি; আমি প্রকাশ করেছি। **وَيَكُنَّ اللَّهُ** - **وَيَكُنَّ اللَّهُ** সমার্থক (তুমি কি দেখনি?) **يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ شَاءَ وَيَقْدِرُ** আল্লাহ যার জন্য চান খাদ্য প্রসারিত করে দেন, আর যার থেকে চান সংকুচিত করে দেন।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান।”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ৬৬১১

الْعُصْفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، قَالَ إِلَى مَكَّةَ *

88১১ মুহাম্মাদ ইবন মুকাতিল (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ এর অর্থ মক্কার দিকে।

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

সূরা আনকাবূত

قَالَ مُجَاهِدٌ: وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ضَلَلَةً فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، عَلَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةٍ فَلْيُمَيِّزُ اللَّهُ، كَقَوْلِهِ: لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ، أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ أَوْ زَارِهِمْ *

মুজাহিদ বলেছেন, وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ আগে থেকেই তা জানতেন। এইখানে ব্যবহার হয়েছে (যেন আল্লাহ তা'আলা চিহ্নিত করেন)-এর অর্থে। যেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী: لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ, أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ (যেন আল্লাহ তা'আলা খবীছকে পৃথক করেছেন) অর্থাৎ তাদের অপরাধের সাথে।

سُورَةُ الرُّومِ

সূরা রুম

فَلَا يَرْبُو مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي أَفْضَلَ فَلَا أَجْرَالَهُ فِيهَا قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبِرُونَ يَنْعَمُونَ، فَلَا تَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ، الْوَدْقُ الْمَطَرُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فِي الْأَلْهَةِ وَفِيهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، يَصْدَعُونَ يَتَفَرَّقُونَ، فَاصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ضَعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ السَّوَأَى

الْإِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيئِينَ *

অর্থঃ যে এ আশায় দান করে যে, এর চেয়ে উত্তম বিনিময় পাবে, এতে তার কোন সওয়াব নেই। মুজাহিদ (র) বলেন, يُحْبِرُونَ তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। অর্থঃ তাদের বিশ্রাম স্থল তৈরি করছে। الْوَدْقُ বৃষ্টি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ এ হ'ল লَكُمْ মِمَّا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদের অংশীদার হোক, যেমন তোমরা পরস্পরের উত্তরাধিকার হও। يَصْدَعُونَ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। ضَعْفٌ এবং ضَعْفٌ উভয়ের অর্থ স্পষ্ট বর্ণনা কর। ইব্ন আব্বাস ছাড়া অন্যে বলেন, ضَعْفٌ এবং ضَعْفٌ একই। মুজাহিদ (র) বলেন, سَوَاءٌ এবং سَوَاءٌ এর অর্থ অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া।

৬৬১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ
وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي
كِنْدَةٍ فَقَالَ يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ
وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ كَهَيْئَةِ الزُّكَّامِ فَيَفْزِعُنَا فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ
وَكَانَ مُتَكِنًا فَعُذِبَ، فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عِلِمٌ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ
اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ
لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَأَنَّ قُرَيْشًا
أَبْطَؤُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَيْهِمْ
بِسَبْعٍ كَسَبَعَ يُوسُفُ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَآكَلُوا الْمَيْتَةَ
وَالْعِظَامَ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ
أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ
هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ، فَقَرَأَ فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَاتَى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، إِلَى
قَوْلِهِ عَائِدُونَ. أَفِيكُشَفَ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى
كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ،

وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ، أَلَمْ غُلِبَتِ الرُّومُ، إِلَى سَيِّغْلِبُونَ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَى.
 بَابُ قَوْلِهِ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ لِدِينِ اللَّهِ، خَلْقُ الْأَوَّلِينَ دِينُ الْأَوَّلِينَ
 وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلَامُ *

[৪৪১২] মুহাম্মাদ ইবন কাসীর (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্দাবাসীদের সামনে বলছিল, কিয়ামতের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেবে। এ কথা শুনে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট এলাম। তখন তিনি তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে বসেছিলেন। (এ সব ঘটনা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, যার জানা আছে সে যেন তা বলে, আর যে না জানে সে যেন বলে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। জ্ঞানের মধ্যে এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে “আমি এ বিষয়ে জানি না।” আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে বলেছেন, হে নবী! আপনি বলুন, “আমি আল্লাহ্র দীনের দিকে আহ্বানের জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণে দেরী করতে লাগল, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করেন। “হে আল্লাহ্! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সাত বছর (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।” তারপর তারা এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হলো যে, তারা তাতে ধ্বংস হয়ে গেল এবং মৃত জন্তু ও তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (দুর্ভিক্ষের দরুন) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মত দেখতে পেল। তারপর আবু সুফিয়ান তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছ; অথচ তোমার গোত্রের লোকেরা এখন ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং আমাদের (এ দুর্ভিক্ষ থেকে) বাঁচার জন্য দোয়া কর। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন “فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ” অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।” তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। অবশেষে দুর্ভিক্ষের অবসান হলো কিন্তু তারা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এদের উদ্দেশ্যেই নাযিল করলেন, যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব। الْبَطْشَةُ এবং لَزَامًا দ্বারা বদরের যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে। এবং পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। রোমকগণের ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : “আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই।” خَلَقَ اللَّهُ (আল্লাহ্র সৃষ্টি) এর অর্থ-আল্লাহ্র দীন। যেমন دِينَ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ خَلَقَ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তীদের দীন। الْفِطْرَةُ ইসলাম।

[৪৪১৩] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ
يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ ، كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ
هَلْ تَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ *

88১৩ আব্দান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল মানব শিশুই ফিত্রাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিউপাসক বানিয়ে দেয়। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন দ্রুটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর) যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দীন।

سُورَةُ لُقْمَانَ

সূরা লুকমান

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ “আল্লাহর কোন শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম।”

٤٤١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَقَالُوا أَيْنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيْسَ
بِذَلِكَ إِلَّا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

88১৪ কুতায়বা ইবন সা'দ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল (আল্লাহর বাণী) : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। এটি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের উপর খুবই কঠিন (ভারী) মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বোঝানো হয়নি। তোমরা লুকমানের বাণী, যা তিনি তাঁর পুত্রকে সত্বোধন করে বলেছিলেন, **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** শিরক করা বড় জুলুম, তা কি শোননি?

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান (অর্থাৎ কখন ঘটবে)।”

৪৪১৫ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ الْإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ فَآخِذُوا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ *

সাথে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ঈমান কী ? তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং (কিয়ামতে) আল্লাহ্র দর্শন লাভ ও পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনবে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ইসলামী কী ? তিনি বললেন, ইসলাম (হল) আল্লাহ্র ইবাদত করবে ও তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না এবং সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত দিবে ও রমযানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ইহুসান কী? তিনি বললেন, ইহুসান হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদত এমন একাগ্রতার সাথে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। লোকটি আরও জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে বেশি জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর (কিয়ামতের) কতগুলো লক্ষণ বলছি। তা হল, যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটা তার (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) একটি নিদর্শন। আর যখন দেখবে, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি লক্ষণ। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না : (১) 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান, (৩) তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে, মাতৃগর্ভে কি আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। সাহাবাগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি জিবরাঈল, লোকদের তাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।

৬৪১৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ *

৪৪১৬ ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গায়েবের ১ চাবি পাঁচটি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে।

سُورَةُ السَّجْدَةِ

সূরা সাজ্‌দা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَهِينٌ ضَعِيفٌ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، ضَلَلْنَا هَلَكْنَا . وَقَالَ ابْنُ

১. অদৃশ্য : দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যেমন, আল্লাহ্, ফেরেশতা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

عَبَّاسُ الْجُرُزُ الَّتِي لَا تُمْطَرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ نُبَيْنٌ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مَهِينٌ দুর্বল অর্থাৎ পুরুষের শুক্র। ضَلَلْنَا আমরা ধ্বংস হয়েছি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الْجُرُزُ ঐ মাটি যেখানে এত সামান্য বৃষ্টি হয়, যাতে তার কোন উপকারে আসে না। نَهْدِ তাকে সঠিক পথ বলে দিয়েছি।

بَابُ قَوْلِهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ : কেউই জানে না, তাদের জন্য কি লুকায়িত রয়েছে।”

৪৪১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ * قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهُ مِثْلَهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ رَوَايَةٌ قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ * قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُرَاتٍ *

৪৪১৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তরকরণের চিন্তায় আসেনি। আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা চাইলে (প্রমাণ স্বরূপ) এ আয়াত তিলাওয়াত কর : কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।

সুফিয়ান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। আবু সুফিয়ান (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, তা নয়তো কি?

আবু মু'আবিয়া (র) আবু সালিহ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) "قُرَاتٍ" "আলিফ" এবং লম্বা 'তা' সহ পাঠ করেছিলেন।

৪৪১৮ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا بَلَّهَ مَا طُلِعْتُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

৪৪১৮ ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি, সঞ্চিতরূপে যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন ব্যক্তির মনেও তার কল্পনা সৃষ্টি হয়নি। আর যা তোমাদের অবহিত করা হয়েছে, তা ছাড়া। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

সূরা আহযাব

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَيَاصِيهِمْ قُصُورِهِمْ *

মুজাহিদ (র) বলেন, صَيَاصِيهِمْ তাদের মহল।

৪৪১৯ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أُولَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَإِذَا مَوْلَانِ تَرَكَ مَا لَا فَلَيرِثُهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فَإِن تَرَكَ دِينًا ، أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلَاهُ .

৪৪১৯ ইব্রাহীম ইবনুল মুন্সির (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই ঘনিষ্ঠতম। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পাঠ করতে পার।

“নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে বেশি ঘনিষ্ঠ।” সূতরাং কোন মু'মিন কোন মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার নিকটআত্মীয় সে যে-ই হোক, হবে তার উত্তরাধিকারী, আর যদি ঋণ অথবা অসহায় সন্তানাদি রেখে যায় সে যেন আমার কাছে আসে, আমি তার অভিভাবক।

بَابُ قَوْلِهِ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ** “তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক।”

৪৪২০ **حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .**

৪৪২০ মুয়াল্লা ইবন আসাদ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইবন হারিসাকে আমরা “যায়িদ ইবন মুহাম্মদ-ই” ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত নাযিল হয়। তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায্যসংগত।

بَابُ قَوْلِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَقْطَارِهَا جَوَانِبُهَا ، الْفِتْنَةُ لَاتَوْهَا لَاعَطَوْهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : **فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا** “তাদের কেউ কেউ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাতে কোন পরিবর্তন করেনি।” **نَحْبَهُ** তার অঙ্গীকার। **أَقْطَارِهَا** তার পার্শ্বসমূহ। **الْفِتْنَةُ** তারা তা গ্রহণ করত।

৪৪২১ **حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَرَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ .**

[৪৪২১] মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, এ আয়াত আনাস ইব্ন নায়র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। “মু’মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।”

৪৪২১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا
الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرُؤُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ الْأَمْعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ .

[৪৪২২] আবুল ইয়ামান (র) যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সহীফা থেকে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত অবিদ্যমান পেলাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (অধিক পরিমাণ) তিলাওয়াত করতে শুনেছি। (অবশেষে) সেটি খুযায়মা আনসারী ব্যতীত অন্য কারও কাছে পেলাম না; যার সাক্ষী রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’জন পুরুষ সাক্ষীর সমান গণ্য করেছেন। (আয়াতটি হল) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

بَابُ قَوْلِهِ قُلْ لَا زَوْجَ لَكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِنْتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتَعِكُنَّ وَأُسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ، التَّبَرُّجُ أَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا ، سُنَّةُ
اللَّهِ اسْتَنْتَهَا جَعَلَهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : قُلْ لَا زَوْجَ لَكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
“হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন : তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই।”
التَّبَرُّجُ আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা। سُنَّةُ اللَّهِ যে নীতি আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন।

৪৪২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ ،

فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَى فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ .

بَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . وَقَالَ قَتَادَةُ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي ، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ ، قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ قُلْ لَأَزُوجَكِ أَنْ كُنْتُمْ تُرِيدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَتَهَا إِلَى أَجْرًا عَظِيمًا قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ ، قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ * تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سَفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

88২৩ আবুল ইয়ামান (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

তাঁর কাছে এলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহধর্মিণীগণের ইখতিয়ার দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, ১

১. খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু আর্থিক অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানান। এতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ ঘটনার দিকেই এর ইঙ্গিত।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে একটি কথা উল্লেখ করছি। তাড়াহুড়ো না করে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেবে। তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর (রাসূল) ﷺ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ কখনও দিবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, (আমাকে এ কথা বলার পর) তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ বলছেন, “হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর। তখন আমি তাঁকে বললাম, তাতে আমার আব্বা-আম্মা থেকে পরামর্শ নেবার কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবনই চাই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : **وَأِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ** আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবন কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সংকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

কাতাদাহ (রা) বলেন, **وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحَكْمَةِ** এর মধ্যে "آيَات" দ্বারা কুরআন, সুন্নাহ এবং হিকমত বোঝানো হয়েছে। লাইস (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ** "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর মহা প্রতিদান পর্যন্ত। আয়েশা (রা) বলেন, এর মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শের কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন চাই। আয়েশা (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণী আমার অনুরূপ জবাব দিলেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী : **أَنْ تَخْشَاهُ** "তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন কর, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।

৪৪২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ، نَزَلَتْ فِي شَانَ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ
وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

[৪৪২৪] মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম (র) “আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।)” জয়নব বিনতে জাহশ এবং যায়িদ ইব্ন হারিসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ
ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُرْجِي تُوَخِّرُ ،
أَرْجِيهِ آخِرُهُ .

অনুবাদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “তুমি ত্রুজী মন তশা‘ মনহুনু ফ্লা জুনাহু ‘আলেক্” তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে থেকে দূর রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার। আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।” ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ত্রুজী দূরে রাখতে পার। অর্জী তাকে দূরে সরিয়ে দাও, অবকাশ দাও।

٤٤٢٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنِ أَنْفُسَهُنَّ
لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرَأَةَ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :
تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ
عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ *

[৪৪২৫] যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে? এরপর যখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন : “আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।”

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনার রব আপনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই দ্রুত পূরণ করেন।

৪৪২৬ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتَ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُؤْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا ، تَابِعَهُ عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا .

بَابُ قَوْلِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَازِلِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثِ إِنْ ذُكِمَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا . يُقَالُ إِنَّهُ إِدْرَاكُهُ ، أَنَّى يَأْنِي أَنَا لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا : إِذَا وَصَفْتَ صِفَةً الْمُوْنْتِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا ، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُوْنْتِ ، وَكَذَلِكَ لَفْظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْأَثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى *

৪৪২৬ হাব্বান ইব্ন মুসা (র) মু'আয (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ

স্বীকৃতির সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও, “আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।” এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মু'আয বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর

উত্তরে কি বলতেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাইনে। আক্বাদ বিন আক্বাদ 'আসম থেকে অনুরূপ শুনেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ (হে মু'মিনগণ!) তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোঁমরা আহাৰ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহাৰের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না; বরং যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করবে। আহাৰের শেষে তোমরা চলে যাবে, তোমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়বে না, কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পক্ষীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরালে থেকে চাবে, এ বিধান তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্ র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার পক্ষীদের বিয়ে করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্ র কাছে এটি গুরুতর অপরাধ।” বলা হয় أَنَا - يَأْنِي - أَنَا খাদ্য পরিপাক হওয়া। এটা الْمُوْنْت হিসেবে ব্যবহার কর, তবে قَرِيْبًا সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। যদি তুমি الْمُوْنْت হিসেবে ব্যবহার কর তবে 'তা' নিয়ে সংযোগ করবে না। তদ্রূপ এ শব্দটি একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন এবং مُذَكَّرُ الْمُوْنْت, مُذَكَّرُ সব ক্ষেত্রেই একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে।

٤٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوِ امْرَأَتُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ *

৪৪২৭ মুসাদ্দাদ (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ব্যাপারে পর্দার আদেশ দিতেন (তবে ভাল হত) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٤٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعَمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَنِ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ

لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ، فَانْطَلَقَتْ ، فَجِئْتُ ،
فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ
فَالْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآيَةُ *

[৪৪২৮] মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রকাসী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিন্ত জাহশকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠে গেল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে (তাই হযুর (স) চলে গেলেন)। এরপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নবী ﷺ-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। তারপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপরও আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা বুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ “হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না..... শেষ পর্যন্ত।

[৪৪২৯] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْحِجَابِ
لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ
طَعَامًا ، وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ
يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّهُ
إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَضْرِبِ الْحِجَابِ وَقَامِ الْقَوْمُ *

[৪৪২৯] সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার আয়াত সম্পর্কে লোকদের চেয়ে বেশি জানি। যখন নবী ﷺ-এর নিকট যয়নাবকে বাসর যাপনের জন্য পাঠানো হয় এবং তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। তারা (খাওয়ার পর) বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে

গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, তখনও তারা বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। “হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহাৰ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহাৰের জন্য নবী ﷺ গৃহে প্রবেশ করবে না।” পর্দার আড়াল থেকে পর্যন্ত। এরপর পর্দার বিধান কার্যকর হল এবং লোকেরা চলে গেল।

৪৪৩. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ بَنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِزَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبَزٍ وَلَحْمٍ فَأُرْسِلَتْ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فِدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ، قَالَ أَرْفَعُوا طَعَامَكُمْ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، فَتَقَرَّرِي حُجْرَ نِسَائِهِ، كُلُّهُنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ عَائِشَةُ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرَى أَخْبَرْتَهُ أَوْ أَخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً أَرَاخَى السُّتْرَبَيْنِ وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحَجَابِ *

৪৪৩০ আবু মা'আমার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিন্ত জাহশের বাসর যাপন উপলক্ষে নবী ﷺ কিছু রুটি-গোশ্বতের ব্যবস্থা করলেন। তারপর খানা খাওয়াবার জন্য আমাকে লোকদের ডেকে আনতে পাঠালেন। একদল লোক এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর একদল এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। এরপর আবার আমি ডাকতে গেলাম; কিন্তু কাউকে আর ডেকে পেলাম না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আর কাউকে ডেকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, খানা উঠিয়ে নাও। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে রয়ে গেল, তারা কথাবার্তা বলছিল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে আয়েশা

(রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন এবং বললেন, আসসালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল বায়ত ওয়া রহমাতুল্লাহ! আয়েশা (রা) বললেন, ওয়া আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ্ আপনার বরকত দিন, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে সব স্ত্রীর হুজরায় গেলেন এবং আয়েশাকে যেমন বলেছিলেন তাদেরও অনুরূপ বললেন। আর তাঁরা তাঁকে সে জবাবই দিয়েছিলেন, যেমন আয়েশা (রা) দিয়েছিলেন। তারপর নবী ﷺ ফিরে এসে সে তিন ব্যক্তিকেই ঘরে আলাপরত দেখতে পেলেন। নবী ﷺ খুব লাজুক ছিলেন। (তাই তাদের দেখে লজ্জা পেয়ে) আবার আয়েশা (রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন। তখন, আমি স্বরণ করতে পারছি না, অন্য কেউ না আমি তাকে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার খবর দিলাম। তিনি ফিরে এসে দরজার চৌকাঠের ভিতরে এক পা ও বাইরে এক পা রেখে আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

৬৬৩১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوَّلَ مَا رَسَّوَلُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَنَى بِرَزِينَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجْرٍ أُمِّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بَنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَاهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَذْرَى أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أَخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرَاخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৩১ ইসহাক ইবন মানসূর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জয়নাব বিন্ত জাহ্‌শের সাথে বাসর উদ্‌যাপনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ালীমা করলেন। লোকদের তিনি গোশত-রুটি তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। তারপর তিনি উম্মুল মু'মিনীনের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমন বাসর রাত্রির ভোরে তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি তাঁদের সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাঁরাও তাঁকে সালাম করতেন, তাঁর জন্য দোয়া করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দু'ব্যক্তিকে আলাপরত দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি ঘর থেকে ফিরে গেলেন। সে দু'জন নবী ﷺ -কে ঘর থেকে ফিরে যেতে দেখে দ্রুত বের হয়ে গেল। এরপরে, আমার স্বরণ নেই যে আমি তাঁকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিলাম,

না অন্য কেউ দিল। তখন তিনি ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা লটকিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৪৪৩২ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ، قَالَتْ فَاَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَثَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ ، فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَأَوْحَى إِلَيَّ ، ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ .

৪৪৩২ যাকারিয়া ইবন ইয়াহুয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন মোটা শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজকে গোপন রাখতে পারতেন না। উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদা! জেনে রাখ, আল্লাহর কসম, আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কেমন করে বাইরে যাবে? আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সাওদা (রা) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদা (রা) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন উমর (রা) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী নাযিল করেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রাখেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ تَبَدُّوْا شَيْئًا أَوْ تَخْضَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ

اللَّهِ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সকল বিষয় জ্ঞাত। নবী ﷺ-এর পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ নেই, তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ভতিজা, ভগিনী, সাধারণ মহিলা এবং দাসীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন।

৬৬৩৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْجَبَابُ . فَقُلْتُ لَا أَذْنُ لَهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَفْلَحُ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَذْنُ حَتَّى اسْتَأْذَنَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْذِنِينَ عَمَّكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الرَّجُلُ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرَبَّيْتُ يَمِينُكَ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ .

৪৪৩৩ আবুল ইয়ামান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স এর ভাই-আফলাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবু কু'আয়স সে নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবুল কু'আয়াসের ভাই-আফলাহ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (তোমার সাথে দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, তোমার হাত ধুলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ কারণে আয়েশা (রা) বলতেন বংশের দিক দিয়ে যা হারাম মনে কর, দুধ পানের কারণেও তা হারাম জান।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : صَلَاةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُصَلُّونَ يُبَرِّكُونَ ، لَنُغْرِيقَكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করেন । হে মু'মিনগণ! (তোমরাও) তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর ।

আবুল আলীয়া (র) বলেন, আল্লাহর সালাতের অর্থ নবীর প্রতি ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহর প্রশংসা । ফেরেশতার সালাতের অর্থ- দোয়া । ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُصَلُّونَ -এর অর্থ-বরকতের দোয়া করছেন । لَنُغْرِيقَنَّكَ অর্থ আমি তোমাকে বিজয়ী করব ।

٤٤٣٤ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ، قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ - اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ *

88৩৪ সাঈদ ইব্ন ইয়াহুয়া (র) কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত । বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আপনার উপর সালাম (প্রেরণ করা) আমরা জানতে পেরেছি; কিন্তু সালাত কি ভাবে ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, “হে আল্লাহ্ ! তুমি মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনিভাবে ইব্রাহীম-এর পরিজনের উপর তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছ । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান । হে আল্লাহ্ ! তুমি মুহাম্মদ-এর উপর এবং মুহাম্মদ-এর পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ কর । যেমনিভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান ।

٤٤٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

الْهَادِعْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ اَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ *

[৪৪৩৫] আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এ তো হল সালাম পাঠ; কিন্তু কেমন করে আমরা আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, “হে আল্লাহ্ ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ প্রতি ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি। তবে বর্ণনাকারী আবু সালিহ লায়স থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ও তার পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন যেমন আপনি বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি।

[৪৪৩৬] حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمَزَةَ حَدَّثَنَا اِبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيْدٍ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِبْرَاهِيْمَ : لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اَذَوَّا مُوسٰى حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رُوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مُوسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اَذَوَّا مُوسٰى فَبَرَّاهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا *

[৪৪৩৬] ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি (এমনিভাবে) বলেন, যেমনভাবে ইব্রাহীম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইব্রাহীমের পরিবারের প্রতি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মূসা (আ) ছিলেন বড় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহর এ বাণী, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত।

سُورَةُ سَبَا

সূরা সাবা

يُقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، بِمُعْجِزِينَ بِفَائِتِينَ ، مُعَاجِزِينَ مُغَالِبِينَ ، سَبَقُوا فَاتُوا ، لَا يُعْجِزُونَ لَا يَفُوتُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ بِمُعْجِزِينَ بِفَائِتِينَ وَمَعْنَى مُعَاجِزِينَ مُغَالِبِينَ ، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارُ عَشْرِ الْأَكْلِ الثَّمَرِ ، بَاعِدُ وَبَعْدُ وَاحِدٌ . قَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يُعْزَبُ لَا يَغِيبُ ، الْعَرَمُ السَّدْمَاءُ أَحْمَرُ ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي السَّدِّ ، فَشَقَّ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِيَّ فَارْتَفَعَتْ عَنِ الْجَنْبَتَيْنِ ، وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَبَسَتَا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْأَحْمَرُ مِنَ السَّدِّ وَلَكِنْ كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شَرْحَبِيلٍ : الْعَرَمُ الْمُسْنَاءُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرَمُ الْوَادِي ، السَّابِغَاتُ الدَّرُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُجَازَى يُعَاقَبُ ، أَعْظَمُ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ مَثْنَى وَفَرَادَى وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ التَّنَاضُشُ الرَّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمْ بِأَمْثَالِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَالْجَوَابِ كَالْجَوَابَةِ مِنَ الْأَرْضِ ، الْخُمُطُ الْأَرَاكُ ،

وَالْأَثْلُ الطَّرْفَاءُ، الْعَرَمُ الشَّدِيدُ .

বিজয়ী হওয়ার প্রয়াসী - مُعَاجِزِينَ - ব্যর্থকারী بِمُعْجِزِينَ প্রতিযোগিতাকারী مُعَاجِزِينَ। ছুটে গিয়েছে, পরিণাম পেয়েছে। لَا يَعْزُونَ তারা ছুটে যেতে পারবে না, ছাড়া পাবে না। আমাদের অক্ষম করবে। مُعْجِزِينَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِينَ পরস্পর বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশী। প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়। مُعْشَارُ এক-দশমাংশ। الْأَكْلُ ফল, لَا يَعْزُبُ অদৃশ্য হয় না। بَعْدُ - بَاعِدُ একই অর্থ, দূরত্ব করে দাও। মুজাহিদ (র) বলেন, الْعَرَمُ বাঁধ, আল্লাহ তা'আলা সে বাঁধের মধ্য দিয়ে লাল পানি প্রবাহিত করে তা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং একটি উপত্যকা খুদে ফেলেন। ফলে তার দু'পার্শ্ব উঁচু হয়ে তা থেকে পানি সরে পড়ে এবং উভয় পার্শ্ব শুকিয়ে যায়। এ লাল পানি বাঁধ থেকে আসেনি, বরং তা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত আযাব, যা তিনি যেখান থেকে ইচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। আমার ইব্ন শুরাহবিল (র) বলেন, الْعَرَمُ ইয়ামানবাসীদের ভাষায় কুঁজের মত উঁচু। অন্য থেকে বর্ণিত। الْعَرَمُ অর্থ, উপত্যকা, السَّابِغَاتُ বর্মসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, مَثْنَى وَفَرَادَى اعْظَمَكُمْ بَوَاحِدَةً আল্লাহর আনুগত্য। شَاقِي جَازِي এর একা এবং দুই দুইজন। التَّنَاقُشُ পরজগত থেকে দুনিয়ার দিকে ফিরে আসা। بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ সম্পদ, সন্ততি বা জাক-জমক। بِأَشْيَاعِهِمْ তাদের মত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْعَرَمُ কঠিন। الْخَطُّ বিবাদ বৃক্ষ। الْبَاطِلُ ঝাউ গাছ। كَالْجَوَابِ যমীনে হাউজ সদৃশ।

بَابُ قَوْلِهِ فَزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'এমনকি যখন তাদের মন থেকে আতংক দূরীভূত হয়, তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ? তারা বলবে, সত্যই। আর তিনি উচ্চ ও মহান।

٤٤٣٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فَزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مَسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ

بِكْفِهِ فَحَرَّفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ .

৪৪৩৭ আল হুমায়দী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোন ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অতি বিনীতভাবে তাদের পাখা ঝাড়তে থাকে; যেন মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। “যখন তাদের মনের আতংক বিদূরিত হয় তারা (একে অপরকে) জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা (উত্তরে) বলেন, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তিনি মহান উচ্চ। যে সময়ে লুকোচুরিকারী (শয়তান) তা শোনে, আর লুকোচুরিকারী এরূপ একের ওপর এক। সুফিয়ান তাঁর হাত উপরে উঠিয়ে আবুলগলো ফাঁক করে দেখান। তারপর শয়তান কথাগুলো শুনে নেয় এবং প্রথমজন তার নিচের জনকে এবং সে তার নিচের জনকে পৌঁছিয়ে দেয়। এমনিভাবে এ সংবাদ দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষের মুখে পৌঁছে দেয়। কোন কোন সময় কথা পৌঁছানোর পূর্বে তার উপর অগ্নিশিখা নিক্ষেপ হয় আবার অগ্নিশিখা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বে সে কথা পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে। সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি? এবং সেই কথা যা আসমান থেকে শুনে এসেছে তার জন্য সব কথা সত্য বলে মনে করে।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ هُوَ الْأَنْذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

অনুচ্ছেদ ৪ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “সে তো আমাদের সম্মুখে এক আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।”

৪৪৩৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصُّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَلَكٌ ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيْكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّالَكَ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْرَلَ
اللَّهُ ، تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ *

[৪৪৩৮] আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ, বলে সকলকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল, তোমার ব্যাপার কী? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত; তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন: "تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ" আবু লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক।"

سُورَةُ فَاطِرٍ

সূরা ফাতির

قَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَطْمِيرُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ ، مُثْقَلَةٌ مُثْقَلَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ :
الْحَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ ،
وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، وَغَرَابِيبُ أَشَدُّ سَوَادٍ ، الْغَرَابِيبُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, **قَطْمِيرُ** (কিতমীর) অর্থ - খেজুরের আটির পর্দা। **مُثْقَلَةٌ** (বিত্তফিফ) অর্থ **بِالنَّهَارِ** (আল-হারুর) অর্থ - দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাতের উত্তাপকে **الْحَرُورُ** এবং দিনের উত্তাপকে **سَمُومٌ** বলা হয়। **الْغَرَابِيبُ** অর্থ **أَشَدُّ سَوَادٍ** অর্থাৎ নিকষ কালো। **الْغَرَابِيبُ** (আলগিব্বীব) অর্থ **الشَّدِيدُ السَّوَادِ** অধিক কালো।

سُورَةُ يُسٍ

সূরা ইয়াসীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَعَزَّزْنَا شَدَدَنَا ، يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ حَسْرَةً

عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لَا يَسْتَرْضَوْنَهُ أَحَدُهُمَا ضَوْءَ الْآخِرِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَيْنِ ، نَسْلَخُ مَخْرَجُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ ، فَكِهِوْنَ مُعْجِبُونَ ، جُنْدٌ مُحْضَرُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ ، وَيُذَكَّرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : الْمَشْحُونُ الْمَوْقَرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ ، يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، مَرَقَدِنَا مَخْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ .

মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ شَدَّدْنَا আমি শক্তিশালী করলাম। -এর
অর্থ দুনিয়াতে রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ফলে আখিরাতে তাদের অবস্থা দুঃখজনক হবে। اِنْ
এর অর্থ- একটির আলো অপরটির আলোর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না
এবং চন্দ্র ও সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয়। -এর অর্থ سَابِقُ النَّهَارِ এবং দিন উভয়ই একে অপরের
পেছনে অবিরাম অব্যাহত গতিতে পরিভ্রমণ করছে। اِنْ نَسْلَخُ অর্থ (রাত-দিন) উভয়ের মধ্যে একটিকে
আমি অপরটি থেকে অপসারিত করি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চারণ করে। مِنْ مِثْلِهِ অর্থ
جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ أَنْعَامٍ فَكَهُوْنَ -এর অর্থ مُعْجَبُونَ আনন্দিত। -এর অর্থ- হিসাবের সময় তাদের উপস্থিত করা হবে তাদের বাহিনীরূপে। ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত
আছে যে, اَلْمُشْحَوْنَ -এর অর্থ اَلْمُؤَقَّرُ -বোঝাইকৃত।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, **طَائِفُكُمْ** -এর অর্থ **مَصَائِفُكُمْ** - তোমাদের বিপদাপদ। **يَنْسِلُونَ** -এর অর্থ **يَخْرُجُونَ** - তারা বেরিয়ে আসবে। **مَرْقَدُنَا** -এর অর্থ **مَخْرَجُنَا** আমাদের বের হবার স্থান। **أَحْصَيْنَاهُ** - হিফায়ত করেছি আমি প্রতিটি বস্তুকে। **مَكَانَتُهُمْ** এবং **مَكَانُهُمْ** একই, -তাদের স্থানে।

بَابُ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **“الْشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ** এবং **“سُورَةُ الْحَجِّ : الْحَجُّ أَشْهُدُ بِكَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الْغَيْبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا يَضِلُّ مَن يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مَّوْجِدٍ عَنَّا وَمَنْ يَضِلْ لَنَنصُرْهُ نَسِيرًا**।”

٤٤٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ

الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟ قُلْتُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَذَلِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

৪৪৩৯ আবু নু'আয়ম (র) আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের সময় আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবু যার! তুমি কি জান সূর্য কোথায় ডুবে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। নিম্নবর্ণিত আয়াত وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ -এ এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৪৪৪. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ *

৪৪৪০ হুমায়দী (র) আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে আল্লাহ্র বাণী: مُسْتَقَرٍّ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, সূর্যের গন্তব্যস্থল আরশের নিচে।

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

সূরা সাফফাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ،
وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ يُرْمَوْنَ، وَأَصِيبٌ دَائِمٌ، لَا زَبَ لَازِمٌ، تَأْتُونَنَا
عَنِ الْيَمِينِ يَعْنِي الْحَقُّ الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ، غَوْلٌ وَجَعُ بَطْنٍ،
يَنْزِفُونَ لَا تَذْهَبُ عَقُولُهُمْ، قَرَيْنٌ شَيْطَانٌ، يَهْرَعُونَ كَهَيْئَةِ الْهَرَوَلَةِ،
يَزِفُونَ النَّسْلَانِ فِي الْمَشْيِ، وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ

الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ سُرَوَاتِ الْجَنِّ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ , سَتُخْضَرُ لِلْحِسَابِ . وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : لَنَحْنُ الصَّافُونَ الْمَلَائِكَةُ , صِرَاطِ الْجَحِيمِ سِوَايِ الْجَحِيمِ
وَوَسَطِ الْجَحِيمِ , لَشَوْبًا يَخْلُطُ طَعَامُهُمْ , وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ , مَذْهُورًا
مَطْرُودًا , بَيْضٌ مَكْنُونٌ اللَّوْلُؤُ الْمَكْنُونُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ,
يُذَكِّرُ بِخَيْرٍ , يَسْتَسْخِرُونَ يَسْخَرُونَ , بَعْلًا رَبًّا *

من مَكَان -এ বর্ণিত - وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ - মুজাহিদ (র) বলেছেন, আল্লাহর বাণী : এর মাঝে
وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ -এর মাঝে - وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ -এর অর্থ
ثَاتُونَ عَنْ -এর অর্থ - تَاتُونَا عَنْ الْيَمِينِ - আঠালো। - لَزِمَ - অর্থ - لَا زَبَ - অব্যাহত।
الْحَقُّ - তোমরা তো হক, কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাসসহ আমাদের কাছে আসতে, এ কথাগুলো
كَافِرِينَ -এর অর্থ - وَجَعُ بَطْنٍ غَوْلٍ - পেটের ব্যথা। - وَيَقْدِفُونَ - তাদের বুদ্ধি
يَزِفُونَ -এর অর্থ - هَرُولَةً - দ্রুত পদক্ষেপে চলা। - وَيَزِفُونَ - দ্রুতগতিতে পথ চলা।
وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا - কুরাইশ কাফেররা বলত, ফেরেশতা আল্লাহর কন্যা এবং
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ - তাদের মা জিন নেতাদের কন্যারা। আল্লাহ বলেন,
জিনেরা জানে, তাদেরও উপস্থিত করা হবে - তাদের হাজির করা হবে শাস্তির জন্য।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, لَنَحْنُ الصَّافُونَ 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দ্বারা ফেরেশতাদের
বোঝানো হয়েছে। وَسَطِ الْجَحِيمِ -এর অর্থ - وَسَاءَ الْجَحِيمِ - জাহান্নামের
পথে বা জাহান্নামের মধ্যে। مَطْرُودًا -এর অর্থ - مَذْهُورًا - তাদের খাদ্য ফুটন্ত পানি মিশ্রিত।
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي -এর অর্থ - اللَّوْلُؤُ الْمَكْنُونُ - সুরক্ষিত মুজা। - بَيْضٌ مَكْنُونٌ -
يَسْخَرُونَ -এর অর্থ - يَسْتَسْخِرُونَ - আর তাদের যশোগাথা আলোচিত হতে থাকবে।
-এর অর্থ - رَابًّا - দেবমূর্তি।

بَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ يُؤْنَسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَإِنْ يُؤْنَسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ - ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

وَأَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ ابْنِ مَتَّى *

[888১] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : (ইউনুস) ইবন মাত্তার চেয়ে উত্তম বলে দাবি করা কারো জন্য সমীচীন নয়।

٤٤٤٢ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ *

[888২] ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, সে মিথ্যা বলে।

سُورَةُ ص

সূরা সাদ

٤٤٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ص قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ ، وَكَانَ عَبَّاسٌ يَسْجُدُ فِيهَا *

[888৩] মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) আওওআম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি পাঠ করলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ, 'তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। হযরত ইবন আব্বাস (রা) এতে সিজদা করতেন।'

৬৬৬৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
 الطَّنَافِسِيِّ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةٍ ص فَقَالَ سَأَلْتُ
 ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ أَوْ مَا تَقْرَأُ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ
 وَسَلِيمَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ، فَكَانَ دَاوُدُ
 مِمَّنْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 عَجَابٌ عَجِيبٌ، الْقَطُّ الصَّحِيفَةُ، هُوَ هَاهُنَا صَحِيفَةُ الْحَسَنَاتِ. وَقَالَ
 مُجَاهِدٌ: فِي عِزَّةٍ مُعَازِينَ، أَلْمَلَةُ الْآخِرَةُ مَلَّةٌ قُرَيْشٍ، الْأَخْتِلَاقُ
 الْكَذِبُ، الْأَسْبَابُ طُرُقُ السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا، جُنْدُمًا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ،
 يَعْنِي قُرَيْشًا، أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ الْقُرُونُ الْمَاضِيَّةُ فَوَاقٍ رُجُوعٌ، قِطْنَا
 عَذَابَنَا، اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَحْطَنَابِهِمْ، أَتْرَابٌ أَمْثَلُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
 الْآيَةُ الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ، الْأَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ، حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ
 ذِكْرِ رَبِّي مِنْ ذِكْرِ، طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا،
 الْأَصْفَادُ الْوُثَاقُ *

৪৪৪৪ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আওওআম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
 মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে
 জিজ্ঞেস করেছিলাম, (এ সূরায়) সাজদা কোথেকে? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি
 “وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسَلِيمَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ” আর তার
 বংশধর দাউদ ও সুলায়মান - তাদেরই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ
 কর। দাউদ তাঁদের অন্যতম, তোমাদের নবীকে যাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নবী এ
 সূরায় সাজদা করেছেন। **عَجَابٌ** অর্থ **عَجِيبٌ** - অত্যাশ্চর্য। **الْقَطُّ** অর্থ **الصَّحِيفَةُ** - লিপি। এখানে
الصَّحِيفَةُ দ্বারা নেক লিপি বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, **مُعَازِينَ** অর্থ **فِي عِزَّةٍ** - ইজ্জত।
الْأَخْتِلَاقُ অর্থ **الْكَذِبُ** - মিথ্যা। **الْمَلَّةُ الْآخِرَةُ** মানে **مَلَّةٌ قُرَيْشٍ** কুরাইশদের ধর্মাদর্শ।
جُنْدُمًا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ - এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত
الْأَسْبَابُ আকাশের পথসমূহ

হবে অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়। **أُولَئِكَ لَأَحْزَابُ** অর্থাৎ অতীতকাল। **فَوَاقٍ** অর্থ **اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا**। আমাদের শাস্তি। **عَذَابِنَا** অর্থ **قَطْنَا**। প্রত্যাবর্তন। **رُجُوعٌ** অর্থ-আমি তাদের বেষ্টন করে রেখেছি। **أَتْرَابُ** মানে **أَمْثَلُ**। সমবয়স্কা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইবাদতে শক্তিশালী ব্যক্তি। **الْأَبْصَارُ**। এর মর্ম **اللَّهُ**। আল্লাহর কাছে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি। **مَنْ ذَكَرَ** অর্থ **حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي**। আল্লাহর স্মরণ থেকে। **طَفِقَ مَسْحًا**। **الْوَثَاقُ** মানে **الْأَصْفَادُ**। শৃঙ্খল (বাঁধন)। তিনি ঘোড়াগুলোর পা ও গলায় হাত বুলাতে লাগলেন।

بَابُ قَوْلِهِ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ**
“হে আমার রব! আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।” (৩৮ : ৩৫)

৪৪৬৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ عَفَرَيْتَا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتْ عَلَى الْبَارِحَةِ ، أَوْ كَلِمَةً نَّحْوَهَا ، لَيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمْكَنِي اللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصَبِّحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي . قَالَ رَوْحٌ فَردَهُ خَاسِئًا *
বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডথ্রেস ডট কম।

৪৪৩৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, গতরাতে অবাধ্য জিনের একটি দৈত্য আমার কাছে এসেছিল অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বললেন, আমার সালাত নষ্ট করার জন্য। তখন আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন। আমার ইচ্ছা করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর একটির সাথে ওকে বেঁধে রাখতে, যাতে ভোরে তোমরা সকলে ওটা দেখতে পাও। তখন আমার ভাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর দোয়া স্মরণ হল, **قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي** “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়।” রাবী রাওহ বলেছেন, এরপর নবী ﷺ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ “আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।”

৬৬৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عِلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَاءُ حَدِيثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبْطَؤُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبَعِ يُوسُفَ فَأَخَذْتَهُمْ سَنَةً فَحَصَصْتَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مِّجَنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ أَفَيْكُشِفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ *

৪৪৪৬ কুতায়বা (র) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে, তার বলা উচিত, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। কেননা অজ্ঞা বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। এ কথা বলাও জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ্‌ তাঁর নবী ﷺ -কে বলেছেন, ‘বল, এর (কুরআন বা তাওহীদ প্রচারের) জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত

নই।” (কুরআনে বর্ণিত) ধূম্র সম্পর্কে শীঘ্র আমি তোমাদের বলব। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলে তারা (এ দাওয়াতে সাড়া দিতে) বিলম্ব করল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবনকালের দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। এরপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে গ্রাস করে নিল। শেষ হয়ে গেল সমস্ত কিছু। অবশেষে তারা মৃত জন্তু ও চামড়া খেতে লাগল। তখন তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় চোখে আকাশ ও তার মধ্যে ধোঁয়া দেখত। আল্লাহ বললেন, “অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর, যেদিন ধোঁয়া হবে আকাশে, এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে সকল মানুষ। এ তো মর্মভূদ শাস্তি।” রাবী বলেন, তারপর তারা দোয়া করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ আযাব থেকে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনব। তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রাসূল। তারপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর থেকে এবং বলল, সে তো শিখানো বুলি আওড়ায়, সে তো এক উন্মাদ। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি। তোমরা তো অবশ্য তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (ইবন মাসউদ বলেন), কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে আযাব রহিত করা হবে? তিনি (ইবন মাসউদ) বলেন, আযাব দূর করা হলে তারা পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধের দিন তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ বলেন, যেদিন আমি তোমাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।

سُورَةُ الزُّمَرِ

সূরা যুমার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُتَّقَىٰ بِوَجْهِهِ يُجْرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ
 تَعَالَى: أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي أَمْنًا، ذِي عَوَجٍ لَبَسَ،
 وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ مَثَلٌ لِّلْهَتِهِمُ الْبَاطِلِ، وَالْأَلِهِ الْحَقُّ، وَيُخَوِّفُونَكَ
 بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بِالْأَوْثَانِ، خَوَّلْنَا أَعْطَيْنَا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
 الْقُرْآنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي
 أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ مُتَشَاكِسُونَ الشَّكْسُ الْعَسْرُ لَا يَرْضَى
 بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلًا سَلَمًا، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا، أَشْمَازَتْ نَفَرَتْ
 بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ، حَافِينَ أَطَافُوا بِهِ مُطِيفِينَ، بِحِفَافِهِ بِجَوَانِبِهِ،

مُتَشَابِهًا لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبَاهِ وَلَكِنْ يُشَبِّهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصَدِيقِ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, يَتَّقِي بَوَاجِهِ অধঃমুখী করে তাদের জাহান্নামের দিকে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে। এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতই, “যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে?” ذِي لَبْسٍ - সন্দেহ মুক্ত। وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ - মুশরিকদের বাতিল মাবুদ এবং হক মাবুদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ - তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। اَعْطَيْنَا وَصَدَّقَ بِهِ - আমি অনুগ্রহ করলাম। الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ -এর صِدْق মানে কুরআন। মু'মিনগণ কিয়ামতের দিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই সে কুরআন যা আপনি আমাকে দিয়েছেন এবং আমি তার বিধানসমূহের ওপর আমল করেছি। الرَّجُلُ مُتَشَاكِسُونَ -এ উক্ত পশু প্রকৃতির ব্যক্তি, যে ইনসাফে সত্ত্বষ্ট নয়। وَرَجُلًا سَلَمًا -এর অর্থ যোগ্য বা নেককার যেমন বলা হয়। اَشْمَازَتْ - পলায়ন করে। بِمَفَازَتِهِمْ - থেকে নিশ্চিন্ত; سَافِلًا سَافِلًا - তারা ঘুরবে; تَافِلًا تَافِلًا - তাওয়াফ করবে। اَعْطَيْنَا وَصَدَّقَ بِهِ - চতুর্পাশে। مُتَشَابِهًا - اشتباه - ধাতু থেকে গঠিত নয়; কুরআন সত্যায়নের ব্যাপারে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

بَابُ قَوْلِهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ “বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৩৯ : ৫৩)

٤٤٤٧ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ بْنِ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّرِّكَ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَكَثَرُوا، وَزَنُوا وَكَثَرُوا فَاتَّوَا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوا إِنَّ الذِّي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لِحَسَنٍ لَوْ أَخْبَرْنَا أَنْ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ : وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُونَ . وَنَزَلَ قُلُوبُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ *

[888৭] ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক অত্যধিক হত্যা করে এবং অত্যধিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে এল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেরূপে আহবান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি জানিয়ে দিতেন যে, আমরা যা করেছি, তার কাফ্যারা কি? এর প্রেক্ষিতে নাযিল হয় 'এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আরো নাযিল হল : "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে না।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।

[৪৪৪৮] حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ
عَلَى إصْبَعٍ، الشَّجَرَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْمَاءَ عَلَى إصْبَعٍ وَالْبُرَى عَلَى
إصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إصْبَعٍ، فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ
حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ *

[888৮] আদম (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদী আলিমদের থেকে জনৈক আলিম রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।

بَابُ قَوْلِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তার করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যার শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

৪৪৪৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مَلُوكُ الْأَرْضِ *

৪৪৪৯ সাঈদ ইবন উফায়র (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যমীনকে নিজ মুঠায় নিবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আজ আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায় ?

بَابُ قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ - فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ “এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (৩৯ : ৬৮)

৪৪৫০. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْأُولَى، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكْذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ *

৪৪৫০ হাসান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শেষ বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যে সর্বপ্রথম মাথা উঠাবে, সে আমি। তখন আমি মুসা (আ)-কে দেখব আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। আমি জানি না, তিনি আগে থেকেই এভাবে ছিলেন, না শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর।

৪৪৫১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ أَبَيْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ أَبَيْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ ، وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ الْأَعْجَبَ ذَنْبِهِ فِيهِ يَرْكَبُ الْخَلْقُ *

৪৪৫১ উমর ইবন হাফস (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুইবার ফুঁকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা, চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি চল্লিশ মাস। এবারও তিনি অস্বীকার করলেন, এবং বললেন, মেরুদণ্ডের হাড় ব্যতীত মানুষের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দ্বারাই সৃষ্টি জগত আবার সৃষ্টি করা হবে।

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

সূরা মু'মিন

قَالَ مُجَاهِدٌ : حَمَّ مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِلِ السُّورِ ، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ اسْمُ لِقَوْلِ شَرِيحِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ : يُذَكِّرُنِي حَامِيمٌ وَالرَّمَحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلَا حَامِيمٌ قَبْلَ التَّقْدُمِ الطَّوْلُ التَّفْضُلُ ، دَاخِرَيْنِ خَاضِعَيْنِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى النِّجَاةِ الْإِيمَانِ ، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ، يَعْنِي الْوَثْنَ ، يُسْجَرُونَ تَوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ ، تَمْرَحُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْعَلَاءُ ابْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تَقْنِطُ النَّاسَ ، قَالَ وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَقْنِطَ النَّاسَ ،

وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَيَقُولُ : وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ، وَلَكِنْ كُمْ
تُحِبُّونَ أَنْ تَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ
مُحَمَّدًا ﷺ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, অন্যান্য সূরাতে حم শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানেও তা অনুরূপভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন حم এই সূরার নাম। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা গুরায়হ ইবন আবু আওফা আবাসীর কবিতাটি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন يَذْكُرُنِي حَامِيمٌ وَالرَّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا ، (জঙ্গে জামালের মধ্যে) বর্ষা যখন উভয় দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছিল, তখন আমার আমর চামিম স্মরণ এল। হায় ! যুদ্ধে আসার পূর্বে কেন حم পাঠ করা হল না। অর্থ الطَّوْلُ - সম্মানিত হওয়া। خَاضِعِينَ - লালিত বা বিনয়ী। মুজাহিদ (র) বলেন, يُسْجَرُونَ - এর لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ - অর্থ ঈমান। نَجَاةٌ - এর إِلَى النِّجَاةِ - অর্থ তাদের জন্য আগুন জ্বালানো হবে تَمْرَحُونَ - তোমরা দলবলি করতে।

হযরত আলা ইবন যিয়াদ (র) লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি লোকদের নিরাশ করে দিচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, (আল্লাহর রহমত থেকে) লোকদের নিরাশ করে দিতে পারি। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না।" আরও বলেছেন, "সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।" বস্তুত তোমরা চাও, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হোক। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঐ সমস্ত লোকদের সুসংবাদদাতারূপে পাঠিয়েছেন, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তাদের জন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী।

٤٤٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِفَنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ
مُعَيْطٍ فَآخَذَ بِمَنْكَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوَّى ثُوبَهُ فِي عُنُقِهِ ، فَخَنَقَهُ

خَنَقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اتَّقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ، وَقَدْ جَأْتُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ *

[৪৪৫২] আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) উরওয়া ইবন যুযায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে বললাম, মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর সাথে কঠোরতম কি আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন, একদা রাসূল ﷺ কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় উকবা ইবন আবু মু'আইত আসল এবং সে রাসূল ﷺ-এর ঘাড় ধরল এবং তার কাপড় দিয়ে তাঁর গলায় পেচিয়ে খুব শক্ত করে চিপ দিল। এ সময় (হঠাৎ) আবু বকর (রা) উপস্থিত হয়ে তার ঘাড় ধরে রাসূল ﷺ থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে 'আমার রব আল্লাহ'; অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছেন।

سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ

সূরা হা-মীম আসসাজ্জদা

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا طَوْعًا أَعْطِيَا ، قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ
 أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ
 فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
 يَتَسَاءَلُونَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
 حَدِيثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَقَالَ :
 وَالسَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحَاهَا ، فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ
 ، ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى طَائِعِينَ
 فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
 ، عَزِيزًا حَكِيمًا ، سَمِيعًا بَصِيرًا ، فَكَانَتْهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلَا

أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فِي النَّفْخَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ
 وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الْأُخْرَى أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ، وَآمَّا قَوْلُهُ : مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
 يَغْفِرُ لَأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولْ لَمْ نَكُنْ
 مُشْرِكِينَ فَخْتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ أَيْدِيهِمْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ
 لَا يَكْتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةُ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
 ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ أُخْرَيْنِ ،
 ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ ، وَدَحَوَهَا أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى ، وَخَلَقَ
 الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْأَكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ أُخْرَيْنِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ
 دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ فَجَعَلَتِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ
 شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 سَمِيًّا نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرُدْ شَيْئًا
 إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَمْنُونٌ مُحْسُوبٌ ، أَقْوَاتَهَا أَرْزَاقُهَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ
 أَمْرَهَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ ، نَحِسَاتٍ مَشَائِمٍ ، قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ ، تَتَنَزَّلُ
 عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، اهْتَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَّتْ ارْتَفَعَتْ .
 وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِهَا حِينَ تَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي أَيْ بَعْمَلِي أَنَا
 مُحَقَّقٌ بِهَذَا ، سَوَاءٌ لِلْسَّائِلِينَ ، قَدَرُهَا سَوَاءٌ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلِيلَنَا
 عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النُّجْدَيْنِ ، وَكَقَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ

السَّبِيلَ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ :
 أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ، يُوزَعُونَ يَكْفُونَ، مِنْ أَكْثَمِهَا
 قِشْرُ الْكُفْرِ هِيَ الْكُمُ، وَلِيَّ حَمِيمٌ الْقَرِيبُ، مِنْ مَحِيصٍ حَاصٍ حَادٍ،
 مَرِيَّةٌ وَمَرِيَّةٌ وَاحِدٍ أَيْ امْتِرَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيدُ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوِ عِنْدَ
 الْأَسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ، كَانَهُ وَلِيَّ
 حَمِيمٍ .

তাউস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "اَتَّيَا طَوْعًا" অর্থ
 "اعطيا" অর্থাৎ তোমরা উভয় আস; তারা উভয়ে বলল, "اَتَيْنَا طَائِعِينَ" অর্থাৎ আমরা এলাম।
 মিনহাল (র) সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবন আব্বাস
 (রা)-কে প্রশ্ন করল, আমি কুরআনে এমন বিষয় পাচ্ছি, যা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে।
 আল্লাহ বলেছেন, যে দিন (যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন
 থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না।" আবার বলেছেন, "তারা একে অপরের
 সামনা-সামনি হয়ে খোঁজ খবর নেবে।" "তারা আল্লাহ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।"
 আবার বলেন, (তারা বলবে) "হে আমাদের রব! আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" এতে বোঝা
 যাচ্ছে যে, তারা আল্লাহ থেকে নিজেদের মুশরিক হবার বিষয়টিকে লুকিয়ে রাখবে। (তোমাদেরকে সৃষ্টি
 করা কঠিন), না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন. এরপর পৃথিবীকে করেছেন সুবিস্তৃত
 পর্যন্ত।" এখানে আকাশকে যমীনের পূর্বে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন; কিন্তু অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে
 যে, "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আমরা আসলাম অনুগত
 হয়ে।" এখানে যমীনকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেছেন, عَزِيزًا حَكِيمًا، سَمِيعًا بَصِيرًا
 উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী প্রথমে আল্লাহর মধ্যে ছিল; কিন্তু
 এখন নেই। (জনৈক ব্যক্তির এসব প্রশ্ন শনার পর) ইবন আব্বাস (রা) বললেন, "যে দিন পরস্পরের মধ্যে
 আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না।" এ আয়াতের সম্পর্ক হল প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎ দেয়ার সাথে। কেননা,
 ইরশাদ হয়েছে যে, এরপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত
 আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। এ সময় পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না
 এবং একে অন্যের খোঁজ খবর নেবে না। তারপর শেষবারের মত শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর তারা একে
 অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, “তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারে না।” অন্য আয়াতে আছে “মুশরিকগণ বলবে যে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।” এর সমাধান হচ্ছে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রথমে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন মুখলিস এবং অকপট লোকদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। এ দেখে মুশরিকরা বলবে, আস! আমরাও বলব, (ইয়া আল্লাহ্! আমরাও তো মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ পাক তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন। তখন তাদের হাত কথা বলবে। এ সময় প্রকাশ পাবে যে, “তাদের কোন কথাই আল্লাহ্ থেকে গোপন রাখা যাবে না।” এবং এ সময়ই কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করবে (..... হায় ! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত)। তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা‘আলা দু’দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাকে বিন্যস্ত করেন দু’দিনে। তারপর তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। যমীনকে বিস্তৃত করার অর্থ হচ্ছে, এর মাঝে পানি ও চারণভূমির বন্দোবস্ত করা, পাহাড় পর্বত-টিলা, উট এবং আসমান ও মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা। এ সবকিছুও তিনি আরো দু’দিনে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্র বাণী : رَحَاهُ -এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে : وَخَلَقَ الْأَرْضَ فَيَوْمَئِذٍ এবং তিনি দু’দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন” এ কথাও ঠিক ; তবে যমীন এবং যত কিছু যমীনের মধ্যে বিদ্যমান আছে এসব তিনি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছে দু’দিনে।

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا সম্বন্ধে উত্তর এই যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন নিজেই এ সমস্ত বিশেষণযুক্ত নামের দ্বারা নিজের নামকরণ করেছেন। উল্লিখিত গুণবাচক নামের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন সর্বদাই এই গুণে গুণান্বিত থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন যখন কারো প্রতি কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী করেই থাকেন, সুতরাং কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত সাব্যস্ত করবে না। কেননা, এগুলো সব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেছেন مَمْنُونٌ অর্থ مَحْسُوبٌ অর্থাৎ গণনাকৃত। أَقْوَاتَهَا অর্থ نَحْسَاتٌ অর্থ যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। أَرْزَاقَهَا -তাদের জীবিকা। فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهُا অর্থ অশুভ। وَفَيَضُنَّا لَهُمْ قُرْنَاءَ আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের সহচর। تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা। আর এ সময়টি হচ্ছে مُمْتَرٌ অর্থ اهْتَرَتْ بِالنَّبَاتِ অর্থাৎ ফলে ফুলে আন্দোলিত হয়ে উঠে। رَبَّتْ অর্থ ارْتَفَعَتْ অর্থাৎ বেড়ে যায় এবং স্ফীত হয়ে উঠে। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যেরা বলেছেন, مِنْ أَكْمَامِهَا অর্থ حِينَ تَطْلُعُ যখন তা আবরণ হতে বিকশিত হয়। لَيَقُولُنَّ سَوَاءٌ بَعْمَلِي অর্থ هَذَا سَوَاءٌ অর্থাৎ আমি সমভাবে নির্ধারণ করেছি। فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থ هَدَايَةً আমি তাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পথ বাতলিয়ে দিয়েছি। যেমন, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, “এবং আমি তাকে দু’টি পথই দেখিয়েছি।” অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, “আমি তাকে ভাল পথের নির্দেশ দিয়েছি।”

ارْشَادُ অর্থ পথ দেখানো এবং গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বর্ণিত আছে যে, “তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন। يَكْفُونُ অর্থ يُوزَعُونَ তাদের আটক রাখা হবে। وَلِىُّ حَمِيمٍ এর অর্থ অর্থ বাকলের উপরের আবরণ। এটাকে كَمٌ ও বলা হয়। اَكْمَامُهَا অর্থ ঠিকটম বন্ধু। اَرْثَاৎ নিকটতম বন্ধু। وَلى قَرِيبٌ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সে তার থেকে পলায়ন করেছে। مَرِيَةً এবং مَرِيَةً একার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সন্দেহ। মুজাহিদ বলেছেন, اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (তোমাদের যা ইচ্ছা কর) বাক্যটি মূলত সতর্কবাণী হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়রত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, بِالنِّسْبِ هِيَ أَحْسَنُ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করে দেয়া। যখন কোন মানুষ ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করেন এবং তার শত্রুকে তার সামনে নত করে দেন। ফলে সে তার অন্তরংগ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ “তোমাদের চক্ষু, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। কিন্তু তোমরা মনে করতে তোমরা যা কিছু করেছ তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।” (৪১: ২২)

٤٤٥٣ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الْآيَةُ قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنَ لَهُمَا مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفٍ وَخَتَنَ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَتَرُونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ حَدِيثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِنِ كَأَنَّ يَسْمَعُ بَعْضُهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلُّهُ، فَأَنْزِلَتْ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ الْآيَةُ .

৪৪৫৩ সালত ইবন মুহাম্মাদ (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর বাণী : “তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে- এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না।” আয়াত সম্পর্কে বলেন, কুরাইশ গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল, যাদের জামাতা ছিল বনী সাকীফ গোত্রের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দুই ব্যক্তি ছিল বনী সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। তারা সকলেই একটি ঘরে ছিল। তারা পরস্পর বলল, তোমার কি ধারণা, আল্লাহ কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? একজন বলল, তিনি আমাদের কিছু কথা শুনছেন। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি আমাদের কিছু কথা শুনতে পান, তাহলে সব কথাও শুনতে পাবেন। তখন নাযিল হল : “তোমাদের কান ও তোমাদের চোখ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

بَابُ قَوْلِهِ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْآيَةَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : তা তোমাদের ধারণা আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৪৪৫৪ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَيْشِيَّانِ وَثَقْفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَيْشِيٌّ كَثِيرَةٌ شَحْمٌ بَطُونُهُمْ قَلِيلَةٌ فَقَهُ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ، قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ الْآيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوْ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ حُمَيْدٌ أَحَدُهُمْ أَوْ اثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورٍ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ .

৪৪৫৪ হুমায়দী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বা শরীফের কাছে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাকী অথবা দু'জন সাকাকী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল বেশি; কিন্তু অন্তরের বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ শুনছেন? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি

তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)। হুমায়দী বলেন, সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন, মানসূর বলেছেন, অথবা ইব্ন আবু নাজীহু অথবা হুমায়দ তাঁদের একজন বা দু'জন। এরপর তিনি মানসূরের উপরই নির্ভর করেছেন এবং একাধিকবার তিনি সন্দেহ বর্জন করে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ إِنَّ يَسْتَعْبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।” (৪১ : ২৪)

৬৬৫৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْهٍ *

৪৪৫৫ আমর ইব্ন আলী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُورَةُ الشُّورَى

সূরা শূরা

وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقِيمًا لَا تَلِدُ، رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الْقُرْآنُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذُرُكُمْ فِيهِ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا لَأَخْصُومَةٍ، طَرْفٌ خَفِيٌّ ذَلِيلٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ يَتَحَرَّكْنَ وَلَا يَجْرَيْنَ فِي الْبَحْرِ، شَرَعُوا ابْتَدَعُوا.

হযরত ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। عَقِيمًا অর্থ বন্ধ্যা। -এর দ্বারা আল কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন- يَذُرُكُمْ فِيهِ -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে

গর্ভাশয়ের মধ্যে ধারাবাহিক বংশ পরম্পরার সাথে সৃষ্টি করতে থাকবেন। لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا অর্থ আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। طَرْفُ حَفَى অর্থ৭ অবনমিত। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত। -এর অর্থ নৌযানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে আন্দোলিত হতে থাকে; কিন্তু চলতে পারবে না। شَرَعُوا - তারা আবিষ্কার করেছে।

بَابُ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى -আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত।

৪৪৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجَلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ *

৪৪৫৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাকে لَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর (কাছে উপস্থিত) হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ির (রা) বললেন, এর অর্থ নবী পরিবারের আশীয়ার বন্ধন। (এ কথা শুনে) ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করে ফেললে। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না যেখানে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন, আমার এবং তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ কর। এই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি।

سُورَةُ الزُّخْرَفِ

সূরা যুখরুফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمَامٍ ، وَقِيلَ لَهُ يَارَبِّ تَفْسِيرُهُ ، أَيَحْسَبُونَ

أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 وَلَوْلَا أَنِ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلَا أَنِ أَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا
 لَجَعَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ
 وَسُرُرٌ فَضَّةٌ ، مُقَرَّنِينَ مُطِيقِينَ ، أَسْفُونًا أَسْخَطُونَا يَعِشُ يَعْمَى .
 وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ أَيُّ تَكْذِبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا
 تَعَاقِبُونَ عَلَيْهِ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ، مُقَرَّنِينَ يَعْنِي
 الْأَيْلَ وَالْخَيْلَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَةِ الْجَوَارِي جَعَلْتُمُوهُنَّ
 لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ، فَكَيْفَ تَحْكُمُونَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبْدْنَاهُمْ ، يَعْنُونَ
 الْأَوْثَانَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ الْأَوْثَانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 فِي عَقِبِهِ وَلَدِهِ مُقْتَرَفِينَ يَمْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمٌ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ
 أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ ﷺ وَمَثَلًا عِبْرَةً ، يَصْدُونَ يَضْجُونَ ، مَبْرَمُونَ مُجْمِعُونَ ،
 أَوَّلُ الْعَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ الْعَرَبُ تَقُولُ
 نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمَذْكَرِ
 وَالْمَوْنُثِ يَقَالُ فِيهِ بَرَاءٌ لَأَنَّهُ مُصَدَّرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِيٌّ لَقِيلَ فِي الْإِثْنَيْنِ
 بَرِيَّانٍ وَفِي الْجَمِيعِ بَرِيُّونَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْنِي بَرِيٌّ بِالْيَاءِ ،
 وَالزُّخْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلَائِكَةٌ يَخْلُقُونَ يَخْلَفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

মুজাহিদ (র) বলেছেন, وَقِيلَهُ يَارَبِّ - এর ব্যাখ্যা এই যে, কাকিররা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না এবং আমি তাদের কথাবার্তা শুনি না? ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, অর্থাৎ যদি সমস্ত মানুষের কাকির হয়ে যাবার আশংকা না থাকত, তাহলে আমি কাকিরদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত ছাদ এবং রৌপ্য নির্মিত মারিজ অর্থাৎ সিঁড়ি আর রৌপ্য নির্মিত পালঙ্ক। সামর্থ্যবান লোক। অস্ফোন - তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। অন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেছেন,

بَابُ قَوْلِهِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ الْآيَةَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক ! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।"

٤٤٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمُنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، وَقَالَ
قَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عِظَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ مُقَرَّنِينَ ضَابِطِينَ ، يُقَالُ فُلَانٌ
مُقَرَّنٌ لِفُلَانٍ ضَابِطٌ لَهُ ، وَالْأَكْوَابُ الْأَبَارِيقُ الَّتِي لَا خَرَاطِيمَ لَهَا أَوَّلُ
الْعَابِدِينَ أَيْ مَا كَانَ فَنَاءً أَوَّلُ الْأَنْفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبْدٌ .
وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ، وَيُقَالُ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ الْجَاهِدِينَ

ظَهْرِيهِ ، فَأَعْتَلُّوهُ اِدْفَعُوهُ . وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ اَنْكَحْنَاهُمْ حُورًا عَيْنًا
يَحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ ، تَرْجُمُوْنَ الْقَتْلَ ، وَرَهْوًا سَاكِنًا . وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ ، كَالْمَهْلِ اَسْوَدُ كَمَهْلِ الزَّيْتِ . وَقَالَ غَيْرُهُ تَبِعَ مَلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تَبْعًا لَّأَنَّهُ يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تَبْعًا لَّأَنَّهُ
يَتَّبِعُ الشَّمْسَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, فَاعْتَلُّوهُ - সমকালীন লোকদের উপর। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ - শুক্ল পথ। رَهْوًا - নিক্ষেপ কর তাকে। تَرْجُمُوْنَ الْقَتْلَ - আমি তাদের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট ছুরদের সাথে বিয়ে দেব, যাদেরকে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। وَرَهْوًا - স্থির। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, كَالْمَهْلِ - যায়তুনের গাদের মত কাল। অন্যরা বলেছেন, تَبِعَ - ইয়ামানের বাদশাদের উপাধি। তাদের একজনের পর যেহেতু অপরজনের আগমন ঘটত, এজন্য তাদের প্রত্যেক বাদশাহকেই تَبِعَ বলা হত। ছায়াকেও تَبِعَ বলা হয়। কেননা, ছায়া সূর্যের অনুসরণ করে।

بَابُ قَوْلِهِ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ :
فَارْتَقِبْ فَاَنْتَظِرْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ “অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।” (৪৪ : ১) কাতাদা (র) বলেন, فَارْتَقِبْ - অপেক্ষা কর।

٤٤٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَى خَمْسُ الدُّخَانِ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ
وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ *

৪৪৫৮ আবদান (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি নিদর্শনই বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়া (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (বদর যুদ্ধে) এবং ধ্বংস।

بَابُ قَوْلِهِ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ - “তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে, এ হবে মর্মভেদ শাস্তি।” (৪৪ : ১১)

৬৬৫৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ هَذَا لَأَنْ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ لِمُضَرَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ، فَاسْتَسْقَى فَسُوقُوا . فَنَزَلَتْ : إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِينَ أَصَابَتْهُمْ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ . قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৫৯ ইয়াহুইয়া (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্ভিক্ষের দোয়া করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে, তারা হাড়ি খেতে আরম্ভ করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মধ্যে শুধু ধোঁয়ার মত দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ নাযিল করলেন, “অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভেদ শাস্তি।” বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (কাফেরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং বৃষ্টি হল। তখন নাযিল হল, তোমরা তো তোমাদের পূর্ববিস্তার ফিরে যাবে। যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, “যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেবই। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন।

بَابُ قَوْلِهِ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ “তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।” (৪৪ : ১২)

৪৪৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبَعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ، كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالُوا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَادُوا ، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ غَعَادُوا ، فَاَنْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

৪৪৬০ ইয়াহুইয়া (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে আবদুল্লাহই ভাল জানেন, একথা বলাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আবদুল্লাহ তার নবী ﷺ-কে বলেছেন, “বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” কুরাইশরা যখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করল এবং বিরোধিতা করল, তখন তিনি দোয়া করলেন, ইয়া আবদুল্লাহ! হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কার স্রাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। তারপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে পাকড়াও করল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাড়ি এবং মরা খেতে আরম্ভ করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার ও আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। তখন তারা বলল, “হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।” তাঁকে বলা হল, যদি আমি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দেই, তাহলে তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তারপর তিনি তাঁর রবের নিকট দোয়া করলেন। আবদুল্লাহ তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দিলেন; কিন্তু তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এল। তাই আবদুল্লাহ বদর

যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত
 يَوْمَ تَأْتِيْنَا مُنْتَقِمُونَ يَوْمَ تَأْتِيْنَا

بَابُ قَوْلِهِ أَنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ، الذِّكْرَى
 وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “তারা কি করে
 উপদেশ গ্রহণ করবে ? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দানকারী এক রাসূল”। (৪৪ : ১৩)
 الذِّكْرَى এবং الذِّكْرَى একার্থবোধক শব্দ।

٤٤٦١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
 عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ
 أَعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبَعَ يُوسُفُ، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ يَعْنِي كُلَّ
 شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوعِ وَالْجُوعِ، ثُمَّ قرَأَ فَارْتَقَبَ يَوْمَ
 تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، حَتَّى بَلَغَ
 إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَفِيكُشَفَ
 عَنْهُمْ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৬১ সুলায়মান ইবন হার্ব (র) মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহর
 কাছে গেলাম। তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং
 তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল ও তার নাফরমানী করল, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! হযরত ইউসুফ
 (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর।
 ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্মূল হয়ে গেল সমস্ত কিছু; অবশেষে তারা মৃতদেহ
 খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের
 মাঝে ধোঁয়ার মতই দেখতে পেল। এরপর তিনি পাঠ করলেন, “অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে
 দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মভুদ শাস্তি। আমি
 তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।” পর্যন্ত

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করা হবে? তিনি বলেন, الْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ দ্বারা বদরের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ “এরপর তারা তাকে অমান্য করে বলে সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।” (৪৪ : ১৪)

৬৬৬২ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبَعَ يُوسُفُ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، فَاتَاهُ أَبُو سَفْيَانَ، فَقَالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فِدْعًا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعْدَ هَذَا فِي حَدِيثِ مَنْصُورٍ، ثُمَّ قَرَأَ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ عَابِدُونَ أَيْكُشِفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ. فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ، وَقَالَ أَحَدُهُم الْقَمَرُ، وَقَالَ الْآخَرُ الرُّومُ.

৪৪৬২ বিশর ইবন খালিদ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ ﷺ -কে পাঠিয়ে বলেছেন, “বল, আমি এর জন্য তোমাদের কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, কুরাইশরা তাঁর নাফরমানী করছে, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ! ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করল। নিঃশেষ করে দিল তাদের সমস্ত কিছু, এমনকি তারা হাড় এবং চামড়া খেতে আরম্ভ করল। আর একজন রাবী বলেছেন, তারা চামড়া ও মৃতদেহ খেতে লাগল। তখন যমীন থেকে ধোঁয়ার মত বের হতে লাগল। এ সময় আবু সুফিয়ান নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার কণ্ঠস্বর হতে গেল। আল্লাহর

কাছে দোয়া কর, যেন তিনি তাদের থেকে এ অবস্থা দূরীভূত করে দেন। তখন তিনি দোয়া করলেন, এবং বললেন, এরপর তারা আবার নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। মানসুর থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, “অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ, তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবেই..... পর্যন্ত। (তিনি বলেন) আখিরাতের শাস্তিও কি দূরীভূত হয়ে যাবে? হোঁয়া, প্রবল পাকড়াও এবং ধ্বংস তো অতীত হয়েছে। এক রাবী চন্দ্র এবং অন্য রাবী রোমের পরাজয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ” “যে দিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবই।” (৪৪ : ১৬)

৪৬৬৩ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللَّزَامُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ، وَالِدُخَانُ *

৪৪৬৩ ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় ঘটে গেছে : ধ্বংস, রুম, পাকড়াও, চন্দ্র ও হোঁয়া।

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

সূরা জাছিয়া

مُسْتَوْفِرِينَ عَلَى الرُّكْبِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِخُ نَكْتُبُ ، نُنْسَاكُمْ نَتْرُكُكُمْ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ الْآيَةُ *

জাঠী অর্থ ভয়ে নতজানু। মুজাহিদ (র) বলেন, نَسْتَنْسِخُ অর্থ - আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম। نُنْسَاكُمْ অর্থ - আমি তোমাদেরকে বর্জন করব। وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ -এবং সময়ই আমাদের ধ্বংস করে।

৪৬৬৪ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
 “আর এমন লোক আছে যে, তার পিতামাতাকে বলে,
 তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও
 আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে। তখন তার মাতাপিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ
 তোমার জন্য! ঈমান আন- আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এ তো অতীতকালের
 উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়” পর্যন্ত।” (৪৬ : ১৭)

৪৬১০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ
 عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةَ
 فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا ، فَقَالَ خَذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ
 يَقْدِرُوا فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ، وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ
 أَفِ لَكُمْ أَنْتَعِدَانِنِي ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فِينَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَذْرَى *

৪৬১৫ মুসা ইবন ইসমাঈল ইউসুফ ইবন মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন
 হিজায়ের গভর্নর। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মু'আবিয়া (রা)। তিনি একদা খুতবা দিলেন এবং তাতে
 ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার কথা বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন, যেন তাঁর পিতার ইস্তিকালের পর তার
 বায়আত গ্রহণ করা হয়। এ সময় তাকে আবদুর রহমান ইবন আবু বকর কিছু কথা বললেন, মারওয়ান
 বললেন, তাঁকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে চলে গেলেন। তারা তাঁকে ধরতে
 পারল না। তারপর মারওয়ান বললেন, এ তো সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে আল্লাহ নাযিল করেছেন, “আর এমন
 লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও
 যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহর নিকট
 ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে
 বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।”

بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ
 مُمְطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: عَارِضُ السَّحَابِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **عَارِضٌ** : **هَذَا عَارِضٌ** : **أَوْدِيَّتُهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ** : **أَلِيمٌ** : **مُّطَرُّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ** “এরপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো মেঘ, আমাদের বৃষ্টি দান করবে। (হুদ বলল) এ তো তা যা তোমরা তরাবিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এ ঝড়- মর্মভূদ শাস্তি বহনকারী।” (৪৬ : ২৪) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, **عَارِضٌ** অর্থ মেঘ।

৪৬৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ، قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرَحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَآرَأَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يَوْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عَذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ ، فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُطَرُّنَا *

৪৪৬৬ আহমদ (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলজিত দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায় আতংকের ছাপ পাই। তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাসের দ্বারাই তো এক কণ্ঠমকে আযাব দেয়া হয়েছে। সে কণ্ঠম তো আযাব দেখে বলেছিল, এ তো আমাদের বৃষ্টি দান করবে।

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

সূরা মুহাম্মদ

أَوْزَارَهَا أَثَامَهَا ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ ، عَرَفَهَا بَيْنَهَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :

مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَهُمْ، عَزَمَ الْأَمْرُ جَدَّ الْأَمْرِ، فَلَا تَهِنُوا لَا تَضَعُفُوا،
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَضْغَانُهُمْ حَسَدُهُمْ، أَسْنٍ مُتَغَيِّرٍ *

অর্থ তার অস্ত্র, যাতে মুসলমান ব্যতীত আর কেউ বাকী না থাকে। অর্থ, বর্ণনা করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে। মুজাহিদ বলেন, مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ তাদের অভিভাবক। عَزَمَ الْأَمْرُ অর্থ, কোন বিষয়ের তথ্য জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে। لَا تَهِنُوا অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ে না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, أَضْغَانُهُمْ অর্থ তাদের হিংসা। أَسْنٍ অর্থ, দূষিত হয়ে স্বাদ বদলে গেছে।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ - “এবং আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে।”

٤٤٦٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مِزَرْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ
الرَّحْمَنِ، فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ أَلَا
تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطْعِكَ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ،
قَالَ فَذَٰكَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَوَلَّيْتُمْ
أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ *

88৬৭ খালিদ ইবন মাখলাদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি ফারোগ হলে ‘রাহিম’ (রক্তসম্পর্ক) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ বলেন, যে তোমাকে সম্পৃক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পৃক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব—এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।”

٤٤٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

[৪৪৬৮] ইব্রাহীম ইবন হামযা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (এরপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড় (“ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।”)

[৪৪৬৯] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُرْزَدِ بِهَذَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ واقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

[৪৪৬৯] বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র) মু‘আবিয়া ইবন আবুল মুযাররাদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবু হুরায়রা বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে)।

سُورَةُ الْفَتْحِ

সূরা ফাত্‌হ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمُ السَّحْنَةُ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُّعُ شَطَأُهُ فِرَاحُهُ ، فَاسْتَغْلَظَ غُلْظٌ ، سَوَّقِهِ السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَيُقَالُ دَائِرَةُ السَّوِّءِ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوِّءِ وَدَائِرَةُ السَّوِّءِ الْعَذَابُ ، تُعْزَرُوهُ تَنْصُرُوهُ ، شَطَأُهُ شَطْءُ السَّنْبُلِ تَنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْرًا وَثَمَانِيًا ، وَسَبْعًا ، فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَازَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُوَ مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّةُ بِمَا يُنْبِتُ مِنْهَا .

মুজাহিদ (র) বলেন, سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمُ অর্থ তাদের মুখমণ্ডলের নিদর্শন। মানসূর মুজাহিদের

সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। شَطَاهُ অর্থ, কিশলয়। فَاسْتَفْظَ অর্থ মোটা হয়, পুষ্ট হয়। سَوْقَهُ অর্থ ঐ কাণ্ড যা গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে। دَائِرَةُ السَّوَاءِ শব্দটি এখানে -এর মত ব্যবহৃত হয়েছে। دَائِرَةُ السَّوَاءِ -এর অর্থ শাস্তি। تَعَزَّرُوهُ -তারা তাকে সাহায্য করে। شَطَاهُ অর্থ কিশলয়, একটি বীজ থেকে দশ, আট এবং সাতটি করে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহর বাণী : فَازَرَهُ (এরপর এটা শক্তিশালী হয়) এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কুর যদি একটি হয় তাহলে তা কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ উপমাটি নবী সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, কেননা, প্রথমত তিনি একাই দাওয়াত নিয়ে বের হয়েছেন, তারপর সাহাবীদের দ্বারা (আল্লাহ) তাকে শক্তিশালী করেছেন যেমন বীজ থেকে উদগত অঙ্কুর দ্বারা বীজ শক্তিশালী হয়।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا “নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।”

৪৪৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكَلْتُ أُمَّ عُمَرَ نَزَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ فَمَا نَشِيتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٍ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أَنْزَلْتُ عَلَى الْيَلَةِ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا *

৪৪৭০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা কোন এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-ও চলছিলেন। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কোন জবাব দেননি।

তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তারপর তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর (রা) (নিজেকে) বললেন, উমরের মা হারাক। তুমি তিনবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলে, কিন্তু একবারও তিনি তোমার জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আমার উটটি দ্রুত চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিলের আশংকা করলাম। বেশিক্ষণ হয়নি, তখন শুনলাম এক আহবানকারী আমাকে আহবান করছে। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে, এই পৃথিবী, যার ওপর সূর্য উদিত হয়, তা থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।

৪৪৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَّةُ *

৪৪৭১ মুহাম্মাদ ইবন বশ্শার (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا “এর দ্বারা হুদাবিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে।

৪৪৭২ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا *

৪৪৭২ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাতহ সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে নবী ﷺ-এর কিরাআত তোমাদের নকল করে শোনাতে পারি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا “যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।” (৪৮ : ২)

৪৪৭৩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَنَّهُ

سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا *

৪৪৭৩ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মাজনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

٤٤٧٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ، قَالَ أَفَلَا أَحِبُّ أَنْ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .

৪৪৭৪ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ রাতে এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফেটে যেতো। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে ভালবাসবো না? তাঁর মেদ বেড়ে গেলে তিনি বসে সালাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকু করতেন।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ বাণী : “আমি তোমাকে শ্রেণণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।” (৪৮ : ৮)

٤٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قَالَ فِي التَّوْرَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلِلَّامِّيْنِ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ
الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ
بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ
الْعَوْجَاءَ بَانَ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْنًا وَأَذَانًا صُمًّا
وَقُلُوبًا غُلْفًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ *

৪৪৭৫ আবদুল্লাহ্ (র) আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, “আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে” তাওরতে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন, হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম নির্ভরকারী (মুতাওয়াক্কিল) রেখেছি যে রুঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : “তিনিই হُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُدُوبِ الْمُؤْمِنِينَ” (৪৮ : ৪) মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করেন।”

৪৪৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ
الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ
وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ
شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّكِينَةُ
تَنْزَلَتْ بِالْقُرْآنِ إِذَا يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

৪৪৭৬ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুসা (র) বারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী কিরাআত পাঠ করছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ তা পালিয়ে যেতে লাগলো। সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে নজর করলেন; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো তখন তিনি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এ হলো সেই প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ “যখন বৃক্ষতলে তাঁরা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করল।” (৪৮ : ১৮)

৪৪৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ
قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ *

৪৪৭৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার (সন্ধির) দিন আমরা এক হাজার চারশ' লোক ছিলাম।

৪৪৭৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهَبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ مَغْفَلٍ الْمُزْنِيِّ مِمَّنْ
شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ * وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ صُهَبَانَ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمَغْفَلِ الْمُزْنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمَغْتَسَلِ *

৪৪৭৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ ইবন মাগাফফাল মুযানী (রা) (যিনি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দুই আঙ্গুলের মাঝে কংকর নিয়ে নিষ্কেপ করতে নিষেধ করেছেন। উক্বা ইবন সুহবান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল মুযানী (রা)-কে গোসলখানায় পেশাব করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

৪৪৭৯ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ
مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ *

৪৪৭৯ মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (র) সাবিত ইবন দাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও বৃক্ষতলে বায়আতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৪৪৮০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ
فَقَالَ كُنَّا بِصَفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
اللَّهِ ، فَقَالَ عَلَى نَعَمْ ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ

رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ ، يَغْنَى الصُّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ
وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى
الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتَلْنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتَلَاهُمْ فِي النَّارِ ،
قَالَ بَلَى ، قَالَ فَفِيمَ أُعْطِيَ الدِّينِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمُ اللَّهُ
بَيْنَنَا ، فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَنْ يُضِيعَ اللَّهُ
أَبَدًا ، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ
أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ إِنَّهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَلَنْ يُضِيعَهُ اللَّهُ أَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ *

[৪৪৮০] আহমাদ ইবন ইসহাক সুলামী (র) হাবীব ইবন আবু সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়িল (রা)-এর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এলে, তিনি বললেন, আমরা সিফফীনের ময়দানে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদের আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে? আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ। তখন সাহল ইবন হনায়ফ (রা) বললেন, প্রথমে তোমরা নিজেদের খবর নাও। হৃদয়বিয়ার দিন অর্থাৎ নবী ﷺ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। সেদিন উমর (রা) রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলেছিলেন, আমরা কি হকের উপর নই, আর তারা কি বাতিলের উপর নয়? আমাদের নিহত ব্যক্তির জালাতে, আর তাদের নিহত ব্যক্তির জাহান্নামে যাবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, তাহলে কেন আমাদের দিনের ব্যাপারে অবমাননাকর শর্ত আরোপ করা হবে এবং আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদেরকে এ সন্ধির ব্যাপারে নির্দেশ দেননি। তখন নবী ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না। উমর গোঁসায় ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তারপর তিনি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবু বকর! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো তাকে ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা ফাতহ নাযিল হয়।

سُورَةُ الْحُجُرَاتِ

সূরা হুজুরাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَقْدِمُوا لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَقْضَى

اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ، اِمْتَحَنَ اَخْلَصَ، تَنَابَزُوا يُدْعَى بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ،
يَلْتَكُمُ يَنْقُصُكُمْ اَلْتَنَا نَقْصَنَا لَا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
ﷺ الْآيَةُ تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ *

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا تَقْدُمُوا অর্থ, রাসূল ﷺ-এর কাছে কোন বিষয় তোমরা জিজ্ঞেস করবে না। তাহলে, আল্লাহ তাঁর যবানে এর ফয়সালা জানিয়ে দিবেন। اِمْتَحَنَ, মানে পরিশোধিত করেছেন। لَا يَلْتَكُمُ অর্থ ইসলাম গ্রহণের পর অপরকে যেন কুফরীর প্রতি সম্বোধন করে না ডাকা হয়। اَلْتَنَا মানে লাঘব করা হবে তোমাদের اَلْتَنَا মানে হ্রাস করেছি আমি।

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : “(হে মু’মিনগণ) তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করোনা।” (৪৯ : ২)। تَشْعُرُونَ মানে তোমরা জ্ঞাত আছ। الشَّاعِرُ শব্দটি এ ধাতু থেকেই নির্গত হয়েছে।

٤٤٨١ حَدَّثَنَا يَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ
عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ
بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ،
وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَأَرْتَفَعْتَ أَصْوَاتَهُمَا
فِي ذَلِكَ، فَانْزَلَ اللَّهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ قَالَ
ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ
حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ *

৪৪৮১ ইয়াসারা ইবন সাফওয়ান ইবন জামীল লাখ্মী (র) ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দুই জন- আবু বকর ও উমর (রা) নবী ﷺ-এর কাছে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলেন। যখন বনী তামীম গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিল। তাদের একজন বনী মাজাশে গোত্রের আকরা ইবন হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন

অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করল। নাফি বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। তিনি বললেন, না, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না” শেষ পর্যন্ত।

ইবন যুবার (রা) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রা) এ তো আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনতে পেতেন না। তিনি আবু বকর (রা) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বর্ণনা করেন নি।

৬৪৮২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنْكَسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذًا وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ، فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ *

৪৪৮২ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ সাবিত ইবন কায়স (রা)-কে খুঁজে পেলেন না। একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসছি। তারপর লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি অবস্থা? তিনি বললেন, খারাপ। কারণ এই (অধম) তার কণ্ঠস্বর নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করে কথা বলত। ফলে, তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এমন এমন কথা বলছেন। মূসা বলেন, এরপর লোকটি এক মহাসুসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন (এবং বললেন) নবী ﷺ আমাকে বলেছেন। তুমি যাও এবং তাকে বল, তুমি জাহান্নামী নও; বরং তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।” (৪৯ : ৪)

۴৪৮۳ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرُ الْقَعْقَاعِ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْاَقْرَعِ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ الْاَخْلَافِي ، فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَتَمَارِيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

88৮৩ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) ইব্ন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একবার বনী তামীম গোত্রের একদল লোক সাওয়ার হয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, কা'কা ইব্ন মাবাদ (রা)-কে আমীর বানানো হোক এবং উমর (রা) বললেন, আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করা হোক। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আপনার ইচ্ছা হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উত্তরে উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা করিনি। এ নিয়ে তাঁরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এ উপলক্ষে আল্লাহ নাযিল করলেন, “হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। আয়াত শেষ।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তা তাদের জন্য উত্তম হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৪৯ : ৫)

سُورَةُ ق

সূরা কাফ

رَجَعُ بَعِيدٌ رَّدٌ ، فُرُوجٌ فَتُوْقٌ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ ، وَرِيدٌ فِي حَلْقِهِ ، الْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةُ

بَصِيرَةً ، حَبُّ الْحَصِيدِ الْحِنَظَةُ ، بِاسِقَاتِ الطَّوَالُ ، أَفْعَيْنَا أَفَاعِيَا
 عَلَيْنَا ، وَقَالَ قَرِينُهُ الشَّيْطَانُ الَّذِي قِيضَ لَهُ ، فَنَقَّبُوا ضَرْبُوا ، أَوْ
 أَلْقَى السَّمْعَ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بَغِيرِهِ حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ ، رَقِيبٌ
 عَتِيدٌ رَصْدٌ ، سَائِقٌ وَشَهِيدٌ الْمَلَكَانِ ، كَاتِبٌ وَشَهِيدٌ شَهِيدٌ شَاهِدٌ
 بِالْقَلْبِ ، لُغُوبٌ النَّصَبُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : نَضِيدُ الْكُفْرِى مَادَامَ فِى
 أَكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ
 فَلَيْسَ بِنَضِيدٍ فِى أَدْبَارِ النُّجُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ
 التِّى فِى قِ وَيَكْسِرُ التِّى فِى الطُّورِ ، وَيَكْسِرَانِ جَمِيعًا وَيُنْصَبَانِ .
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوجِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ *

وَرِيدٌ فِى حَلْقِهِ অর্থ শ্রীবাস্তিত। وَرِيدٌ ফাটল। এর একবচন হলো। رَجَعُ মানে প্রত্যাবর্তন।
 ধমনী। মুজাহিদ (র) বলেন, مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ দ্বারা তাদের ঐ সমস্ত হাড়িকে বোঝানো হয়েছে,
 যেগুলোকে মৃত্তিকা ক্ষয় করে। تَبَصَّرَةً অর্থ জ্ঞানস্বরূপ। حَبُّ الْحَصِيدِ অর্থ গম।
 بِاسِقَاتِ অর্থ সমুন্নত ও লম্বা। أَفْعَيْنَا অর্থ আমাদের জন্য কি ক্লাস্তিকর ছিল? وَقَالَ قَرِينُهُ অর্থ ঐ
 শয়তান যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। فَنَقَّبُوا অর্থ তারা ভ্রমণ করেছে। ضَرْبُوا অর্থ, যে কুরআন শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিন্তে, এ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার মনোযোগ নেই।
 رَقِيبٌ عَتِيدٌ অর্থ, যে দুইজন ফেরেশতা - একজন লেখক এবং অন্যজন সাক্ষী। شَهِيدٌ -
 মানে প্রহরী। شَهِيدٌ অর্থ ক্লাস্তি। মুজাহিদ (র) অন্তরের অন্তস্থল থেকে সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তিকে বলা হয়।
 লুগুবি অর্থ ক্লাস্তি। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, نَضِيدٌ ফুলের কলি যা এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি। এখানে শব্দটি ভাঁজ
 করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রস্ফুটিত ফুলের কলিকে نَضِيدٌ বলা হয় না। কারী আসিম (র) সূরা
 'কাফ'-এ বর্ণিত ادْبَارِ السُّجُودِ -এর হামযার মধ্যে যবর দেন এবং সূরা তূর-এ উল্লিখিত ادْبَارِ
 النُّجُومِ -এর হামযার মধ্যে যের দেন। তবে উভয় স্থানে হামযাতে যেরও দেয়া যায় অথবা যবরও দেয়া
 যায়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, يَوْمَ الْخُرُوجِ অর্থ কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

অনুচ্ছেদ : আত্মাহুঁর বাণী : وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ “এবং জাহান্নাম বলবে আরো আছে কি?”

৪৪৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطٍ قَطٍ *

88৮৪ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না।

৪৪৮৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ الْحَمِيرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، وَكَأْثَرُ مَا كَانَ يُوقِفُهُ أَبُو سَفْيَانَ، يُقَالُ لَجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأَتْ، وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطٍ قَطٍ *

88৮৫ মুহাম্মদ ইবন মুসা কাযযান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণিত। তবে আবু সুফয়ান এ হাদীসটিকে অধিকাংশ সময় মওকুফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামকে বলা হবে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপন চরণ তাতে রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আর নয়, আর নয়।

৪৪৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ، وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُوا بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَلَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي، حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ قَطٍ قَطٍ فَهَذَا كِ تَمْتَلِي وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلَمُ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجِنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْشِئُ لَهَا خَلْقًا *

88৮৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়। জাহান্নাম বলে দাস্তিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কি হলো? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ লোকেরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পরিপূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর কদম মুবারক তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বস, বস, বস। তখন জাহান্নাম ভরে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি জুলুম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলুক পয়দা করবেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

অনুচ্ছেদ : আবু হুরায়রা বাণী : “এবং ‘وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ’ তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।” (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

৪৪৮৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ *

88৮৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের রজনীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, অনুরূপভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে এবং তাঁকে দেখার ব্যাপারে (তোমরা একে অন্যের কারণে) বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তাই তোমাদের সামর্থ্য থাকলে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের সালাতের ব্যাপারে প্রভাবিত হবে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন, “আপনার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।” (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

৪৪৮৮ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، يَعْنِي قَوْلَهُ
وَأَدْبَارَ السُّجُودِ *

৪৪৮৮ আদম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস তা'আলা নবী ﷺ
কে প্রত্যেক সালাতের পর তাঁর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন।

আব্বাসের বাণী : وَأَدْبَارَ السُّجُودِ - “এর দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন।”

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

সূরা যারিয়াত

قَالَ عَلَى الرَّيَّاحِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : تَذَرُوهُ تَفَرِّقُهُ ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ تَأْكُلُ وَ
تَشْرَبُ فِي مَدْخَلٍ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَعَ ، فَصَكَّتْ
فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا ، فَضْرَبَتْ جِبْهَتَهَا ، وَالرَّمِيمُ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِذَا يَبَسَ
وَدَيْسَ ، لَمْ يُوسِعُونَ أَيُّ لَذْوٍ سَعَةٍ ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، يَعْنِي
الْقَوِيَّ ، زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَاخْتِلَافُ الْأَلْوَانِ حُلُوٌّ وَحَامِضٌ فَهُمَا
زَوْجَانِ ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ
السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوحَدُّوا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا
، فَفَعَلَ بَعْضٌ ، وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْقَدَرِ ، وَالذُّنُوبُ
الدَّلُوعُ الْعَظِيمُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَرَّةٌ صَيِّحَةٌ ذُنُوبًا سَبِيلًا ، الْعَقِيمُ
الَّتِي لَا تَلِدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْحُبُّكَ اسْتَوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا فِي غُمَرَةٍ
فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادُونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تَوَاصَوْا تَوَطَّؤُا وَقَالَ مُسَوِّمَةٌ
مُعَلِّمَةٌ مِنَ السَّيِّمَاءِ *

আলী (রা) বলেছেন, الرِّيحُ অর্থ বায়ুশাশি। অন্যদের থেকে বর্ণিত, تَذَرُوهُ মানে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। وَفِي أَنْفُسِكُمْ (أَفَلَا تُبْصِرُونَ) অর্থ তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, (“তোমরা কি অনুধাবন করবে না?”) অর্থাৎ তোমরা খানাপিনা কর এক পথে এবং তা বের হয় দু’ পথ দিয়ে। فَرَاغَ মানে সে ফিরে এল। فَصَكَّتْ অর্থ সে মুষ্টি বন্ধ করে নিজ কপালে মারল। الرَّمِيمُ - জমিনের উদ্ভিদ যখন শুকায় এবং তা মাড়াই করা হয়। لَمْ يُسْعَوْنَ - অবশ্য সম্প্রসারণকারী। এমনভাবে عَلَى الْمَوْسِعِ - অর্থ সাধারণত। زَوْجَيْنِ নারী-পুরুষ, বর্ণের বিভিন্নতা এবং মিষ্টি ও টক উভয়কেই قَدَرَهُ অর্থ সাধারণত। فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ - আল্লাহর নাফরমানী বর্জন করে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হও। الْأَيَعْبُدُونَ - মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান, তাদেরই আমার তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছি। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সকলকেই আল্লাহর বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু কেউ তা করেছে আর কেউ তা বর্জন করেছে। এ আয়াতে মুতাযিলাদের জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। الذُّنُوبُ - বড় বালতি। مُجَاهِدٌ বলেন, صِرَّةٌ অর্থ চীৎকার। ذُنُوبًا অর্থ রাস্তা। الْعَقِيمُ - যে নারী সন্তান জন্ম দেয় না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الْحَبْكُ - আকাশের সুবিন্যস্ততা ও তার সৌন্দর্য। فِي غُمْرَةٍ - নিজেদের ভ্রান্তির মাঝে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অন্য থেকে বর্ণিত যে, تَوَاصَوْا - একে অপরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে? আরও বলেছেন; مُسَوِّمَةٌ - চিহ্নিত। مُسَوِّمَةٌ শব্দটি থেকে উদ্ভূত।

سُورَةُ الطُّورِ

সূরা তুর

وَقَالَ قَتَادَةُ: مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ. قَالَ مُجَاهِدٌ: الطُّورُ الْجَبَلُ
بِالسُّرْيَانِيَّةِ، رَقٌّ مَنَشُورٌ صَحِيفَةً، وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ سَمَاءً،
الْمَسْجُورُ الْمَوْقَدُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى
فِيهَا قَطْرَةٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ، أَلْتَنَاهُمْ نَقْصَنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: تَمُورٌ تَدُورُ.
أَحْلَامُهُمُ الْعُقُولُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْبَرُّ الطَّيِّفُ، كِسْفًا قِطْعًا
الْمَنُونُ الْمَوْتُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ *

কাতাদা (র) বলেন, مَسْطُورٌ - লিখিত। মুজাহিদ (র) বলেন, সুরয়ানী ভাষায় পাহাড়কে طُورٌ বলা হয়।
 জ্বলন্ত। الْمَسْجُورُ (সমুন্নত) আকাশ। رُقٍ مَنَشُورٌ (উন্মুক্ত) সহীফা। হাসান (র) বলেন, (সমুদ্র) জ্বলে উঠবে। ফলে সমস্ত পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এক ফোঁটা পানি থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْتَنَاهُمْ - আমি হ্রাস করেছি। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, تَمُورٌ - আন্দোলিত হবে। اَحْلَامُهُمْ - বুদ্ধি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْبَرُّ - দয়ালু। كَسَفًا - খণ্ড, اَلْمَنُونُ - মৃত্যু। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, يَتَنَازَعُونَ - তারা আদান-প্রদান করবে।

৪৪৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ *

৪৪৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল
 ﷺ -এর কাছে ওয়র পেশ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছন
 তাওয়াফ করে নাও। তখন আমি তাওয়াফ করলাম। এ সময় রাসূল ﷺ কা'বার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে
 সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

৪৪৯০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثُونِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ : أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمَسِيطِرُونَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِي قَالُوا لِي *

88৯০ হুমায়দী (র) জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন : তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা অবিশ্বাসী। আমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুফয়ান (র) বলেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুত'ইমকে তার পিতার বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এর অতিরিক্ত আমি শুনেছি যা তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

سُورَةُ النَّجْمِ

সূরা নাজ্‌ম

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ذُو مِرَّةٍ ذُو قُوَّةٍ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتْرُ مِنَ الْقَوْسِ ،
 ضَيْزَى عَوْجَاءُ ، وَأَكْدَى قَطَعَ عَطَاءَهُ ، رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الْجَوْزَاءِ ،
 الَّذِي وَفَى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، أَزْفَتِ الْأَزْفَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ،
 سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ ، وَقَالَ عِكْرَمَةُ يَتَغَنُّونَ بِالْحَمِيرَةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
 أَفْتَمَارُونَهُ أَفْتَجَادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ أَفْتَمَرُونَهُ يَعْنِي أَفْتَجَحْدُونَهُ ،
 مَا زَاغَ الْبَصَرُ بِصَرِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا طَفَى وَلَا جَاوَزَ مَا رَأَى فَتَمَارَوْا
 كَذَّبُوا . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غَابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَغْنَى وَأَقْنَى
 أَعْطَى فَأَرَضَى *

মুজাহিদ (র) বলেন, ذُو مِرَّةٍ - শক্তিসম্পন্ন। অর্থ দুই ধনুকের ছিলার পরিমাণ।
 قَابَ قَوْسَيْنِ - সে তাঁর দান বন্ধ করে দেয়। رَبُّ الشَّعْرَى - জওমারানীর মিরজাম
 নক্ষত্র। الَّذِي وَفَى - সে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। أَزْفَتِ الْأَزْفَةُ - কিয়ামত আসন্ন।
 سَامِدُونَ - নামক খেলাধুলা বোঝানো হয়েছে। ইকরামা (রা) বলেন, হামারিয়াহ ভাষায়
 গান গাওয়াকে سَامِدُونَ বলা হয়। ইব্রাহীম (র) বলেন, أَفْتَمَارُونَهُ - তোমরা কি তাঁর সাথে
 বিতর্ক করবে? যারা এ শব্দটিকে أَفْتَمَرُونَهُ পড়ে, তাদের কিরাআত অনুসারে এর অর্থ হবে

أَفَتَجْحَدُونَهُ (মুহাম্মদ ﷺ এর) দৃষ্টি মারাগ্‌ অবিসর? তোমরা কি তার কথাকে অস্বীকার করবে? - وَمَا طَغَى - এবং তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। অর্থ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। হাসান (র) বলেন, إِذَا هَوَىٰ অর্থ যখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, أَغْنَىٰ - তিনি দান করলেন এবং খুশী করে দিলেন। - وَأَقْنَىٰ

৪৪৭১ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكُنَّ فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ، يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৪৯১ ইয়াহুইয়া (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত “মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে।” আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, “কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে।” এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পাঠ করলেন, “হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রাসূল জিব্রাইল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু’বার দেখেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - “ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ছিলার ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।” (৫৩ : ৯) অর্থাৎ ধনুকের দুই ছিলার সমান ব্যবধান রইল মাত্র।

৪৪৭২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ

سَمِعْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةُ جَنَاحِ

৪৪৯২ আবু নু'মান (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। অয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ জিব্রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়'শ ডানা ছিল।

بَابُ قَوْلِهِ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - “তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” (৫৩ : ১০)

৪৪৭৩ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ

زِرًّا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةُ جَنَاحِ .

৪৪৯৩ তাল্ক বিন গান্নাম (র) শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যিরর (র)-কে আল্লাহর বাণী : - এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ জিব্রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ডানা ছিল ছ'শ।

بَابُ قَوْلِهِ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - “সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।” (৫৩ : ১৮)

৬৬৭৬ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، قَالَ رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفُقَ .

৪৪৯৪ কাবীসা (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূল ﷺ সবুজ রঙের একটি 'রফরফ' দেখেছিলেন যা সম্পূর্ণ আকাশ জুড়ে রেখেছিল।

بَابُ قَوْلِهِ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى - "তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উযা' সম্বন্ধে?" (৫৩ : ১৯)

৬৬৭৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْتُ سَوِيْقُ الْحَاجِّ *

৪৪৯৫ اللَّاتُ وَالْعُزَّى মুসলিম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী : -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'লাত' বলে এ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে হাজীদের জন্য ছাত্তু গুলত।

৬৬৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتَ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৪৪৯৬ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে বলে যে, লাত ও উযার কসম, তাহলে সাথে সাথে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা উচিত। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তার সাদকা দেয়া উচিত।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : وَمَنَاةُ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى - "এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে?" (৫৩ : ২০)

۴৬৭۷ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مِنْ اَهْلِ بِمَنَاءَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ ، قَالَ سُفْيَانُ مَنَاءُ بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ * وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فِي الْاَنْصَارِ كَانُوهُمْ وَغَسَّانَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمُوا يَهْلُونَ لِمَنَاءَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يَهْلُ لِمَنَاءَ ، وَمَنَاءُ صَنْمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ كُنَّا لَنَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاءَ نَحْوَهُ .

৪৪৯৭ হুমায়দী (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে যারা ইহ্রাম বাঁধতো, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতো না। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম।” এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ তাওয়াফ করলেন। সুফয়ান (র) বলেন, ‘মানাত’ কুদায়দ নামক স্থানের মুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আবদুর রহমান ইবন খালিদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আনসারদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বের আনসার ও গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা মানাতের নামে ইহ্রাম বাঁধতো। হাদীসের অবশিষ্টাংশ সুফয়ানের বর্ণনার মতই। অপর এক সূত্রে মা'মার (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতিপয় লোক মানাতের নামে ইহ্রাম বাঁধতো, মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি দেবমূর্তি। তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী! মানাতের সম্মানার্থে আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফ করতাম না। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসেরই অনুরূপ।

بَابُ قَوْلِهِ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا - “অতএব, আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।” (৫৩ : ৬২)

৪৪৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجَنَّمَ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ * تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَلِيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ *

৪৪৯৮ আবু মা'মার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা নাজমের মধ্যে সিজদা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সকলেই সিজদা করল। আইয়ুব (র)-এর সূত্রে ইব্ন তাহমান (র) উপরোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করেছেন; তবে ইব্ন উলাইয়া (র) আইয়ুব (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

৪৪৯৯ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ النُّجْمُ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ *

৪৪৯৯ নাস্র ইব্ন আলী (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিজদার আয়াত সন্বলিত নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হলো আন-নাজম। এ সূরার মধ্যে রাসূল ﷺ সিজদা করলেন এবং সিজদা করল তাঁর পেছনের সকল লোক। তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে তার ওপরে সিজদা করছে। এরপর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে হল উমাইয়া ইব্ন খালফ।

سُورَةُ الْقَمَرِ

সূরা কামার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُسْتَمِرٌّ ذَاهِبٌ، مُزْدَجَرٌ مُتْنَاهِيٌّ، وَأَزْدَجَرٌ فَاسْتُطِيرَ

جُنُونًا ، دَسْرٍ اضْلَاعُ السَّفِينَةِ ، لِمَنْ كَانَ كُفْرٌ يَقُولُ كُفْرٌ لَهُ جَزَاءٌ مِنَ
 اللّٰهِ ، مُحْتَضَرٌ يَحْضُرُونَ الْمَاءَ . وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : مَهْطِعِينَ النَّسْلَانُ
 ، الْخَبَبُ السَّرَّاعُ . وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاطَى فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا . الْمُحْتَظَرُ
 كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٌ ، اَزْدَجَرٍ اُفْتَعَلَ مِنْ زَجَرَتْ ، كُفْرٌ فَعَلْنَا بِهِ
 وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءً لِمَا صَنَعَ بَنُوْحٍ وَاَصْحَابِهِ مُسْتَقِرٌّ عَذَابٌ حَقٌّ ،
 يُقَالُ الْاَشْرُ الْمَرْحُ وَالتَّجْبُرُ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مُسْتَمِرٌّ - বিলুপ্ত। مُزْدَجَرٌ - বাধা দানকারী। তাকে পাগল করে
 দেয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। دَسْرٌ - নৌকার কীলক। لِمَنْ كَانَ كُفْرٌ -এর কারণে যে
 নূহ (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। جَزَاءٌ - প্রতিদান আল্লাহ্র তরফ থেকে। مُحْتَضَرٌ - তারা
 পানির জন্য উপস্থিত হবে। ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, مَهْطِعِينَ - তারা দ্রুত চলবে। ইব্ন জুবায়র (র)
 ব্যতীত অন্যরা বলেছেন, فَتَعَاطَى - তারপর সে উল্টাটিকে ধরল এবং তাকে হত্যা করল। الْمُحْتَظَرُ
 صِيْفُهُ এর بَابِ اُفْتَعَلَ অর্থে হতে مُزْدَجَرٌ - زَجَرَتْ - শুষ্ক গাছের বেড়া যা জ্বলে গেছে।
 - كُفْرٌ - আমি নূহ এবং তাঁর কণ্ডমের সাথে যা করেছি তা প্রতিদান ছিল
 ঐ আমলের, যা তাঁর কণ্ডমের লোকেরা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সাথে করেছিল। مُسْتَقِرٌّ - আল্লাহ্র তরফ
 থেকে শাস্তি। الْاَشْرُ - দাঙ্কিতা ও অহংকার।

بَابُ قَوْلِهِ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : “চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (৫৪ : ১-২)

৪৫০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ
 الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ
 عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرِقَتَيْنِ فَرِقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفَرِقَةٌ دُونَهُ ،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْهَدُوا *

৪৫০০ মুসাদ্দাদ (র) ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সময় চাঁদ
 দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিচে পড়েছিল। তখন রাসূল ﷺ
 বলেছেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

৪৫.১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا *

৪৫০১ আলী (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল। এ সময় আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তা দুটুকরো হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

৪৫.২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৫০২ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র) ইব্ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছিল।

৪৫.৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ *

৪৫০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-কে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি জানাল। তখন তিনি তাদের চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

৪৫.৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ .

৪৫০৪ মুসাদ্দাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ تَجَرَّى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَنْ كَانَ كُفْرًا - وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً - فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ قَالَ قَتَادَةُ : أَبْقَى اللَّهُ سَفِينَةَ نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এ-ই পুরস্কার তাঁর জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?” (৫৪ : ১৪-১৫) কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা নূহ (আ)-এর নৌকাটি রেখে দিয়েছেন। ফলে এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরাও তা পেয়েছে।

৪৫.৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عْبِدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ .

৪৫০৫ হাফস ইবন উমর (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফেহল মিন মুদক্কির পড়তেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَسَّرْنَا هَوْنًا قِرَائَتُهُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? মুজাহিদ (র) বলেন, يَسَّرْنَا - আমি এর পঠন পদ্ধতি সহজ করে দিয়েছি।

৪৫.৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ .

৪৫০৬ মুসাদ্দাদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফেহল মিন মুদক্কির পড়তেন (মূল পাঠে ছিল مُذَكِّرٍ - কিন্তু আরবী ব্যাকরণের বিধান অনুযায়ী কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে مُذَكِّرٍ)।

بَابُ قَوْلِهِ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذْرُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়, কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।” (৫৪ : ২০-২১)

৪৫.৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ أَوْ مُذَكِّرٍ ، فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرُوهَا فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرُوهَا فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ دَالًا .

৪৫০৭ আবু নু'আঈম (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আয়াতের মধ্যে **مَذْكُرٍ** না **فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ**। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহকে আয়াতখানা **فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ** পড়তে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে আয়াতখানা 'দাল' দিয়ে পড়তে শুনেছি।

بَابُ قَوْلِهِ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর দ্বিখণ্ডিত শুষ্ক, শাখা-প্রশাখার ন্যায়। আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি ; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? (৫৪ : ৩১-৩২)

৪৫০৮ **حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ الْآيَةَ .**

৪৫০৮ আবদান (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ **فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ** পড়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِرُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম।

৪৫০৯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ .**

৪৫০৯ মুহাম্মদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ **فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ** পড়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهْلٌ مِنْ مَذْكُرٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব, তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?” (৫৪ : ৫১)

৪৫১০ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ
مُذَكِّرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ.

৪৫১০ ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর
সামনে فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ পড়ার পর তিনি বললেন : فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ

بَابُ قَوْلِهِ : سِيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “سِيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ” এ দল তো শীঘ্র পরাজিত হবে এবং
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৫৪ : ৫৫)

৪৫১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وَهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِن تَشَاءَ لَا تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَآخِذْ أَبُو بَكْرٍ
بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْحَحْتُ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثْبُ فِي
الدَّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سِيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ
مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدهَى وَأَمْرٌ .

৪৫১১ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাওশাব (র) মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) ইবন
আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধের দিন একটি ছোট্ট তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া
করছিলেন- হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি! আয় আল্লাহ!
তুমি যদি চাও, আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত না করা হোক..... ঠিক এ সময়ই আবু বকর সিদ্দীক
(রা) তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট
অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া করেছেন। এ সময় রাসূল ﷺ বর্ম পরিহিত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে
গেলেন। তাই তিনি আয়াত দু'টো পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, “এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত

হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ : ৫১)

بَابُ قَوْلِهِ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ يَهْنِي مِنَ الْمَرَاةِ
অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।” (৫৪ : ৪৬) مرارة শব্দ থেকে أمر শব্দটির উৎপত্তি- যার মানে তিক্ততা।

৪৫১২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ
ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ، وَإِنِّي
لَجَارِيَةُ الْعَبِّ : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ *

৪৫১২ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, بَلِ السَّاعَةُ আয়াতটি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তখন কিশোরী ছিলাম, খেলাধুলা করতাম।

৪৫১৩ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشَدَكَ عَهْدَكَ
وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبِدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَآخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ
وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَحْصَيْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرْعِ،
فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدُّبْرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ *

৪৫১৩ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ছোট্ট একটি তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া করছিলেন, আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি। হে আল্লাহ্ ! যদি তুমি চাও, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না করা হোক.....। ঠিক এ সময় আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ-এর হস্ত ধারণ করে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ্ ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া

করেছেন। এ সময় তিনি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এ আয়াত পড়তে পড়তে তাঁর থেকে বেরিয়ে এলেন : এক দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর”। (৫৪ : ৪৫-৪৬)

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

সূরা রাহমান

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْعَصْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلِكَ الْعَصْفُ ، وَالرَّيْحَانُ رِزْقُهُ ، وَالْحَبُّ الَّذِي يُوَكَّلُ مِنْهُ ، وَالرَّيْحَانُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يُرِيدُ الْمَاكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيحُ الَّذِي لَمْ يُوَكَّلْ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْعَصْفُ التَّيْنُ . وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ : الْعَصْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُورًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوقِدَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ لِلشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لَا يَبْغِيَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْشَأَتُ مَا رَفَعَ قَلْعُهُ مِنَ السُّفْنِ فَمَا مَا لَمْ يَرْفَعْ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَنَحَاسُ الصُّفْرِ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ يُعَذِّبُونَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتْرُكُهَا ، الشَّوَاطِئُ لَهَبٌ مِنْ نَارٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ ،

صَلَّال طِينَ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلَّالَ كَمَا يُصَلِّالُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ
 مُنْتَيْنُ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلَّالُ كَمَا يُقَالُ صَرَ الْبَابُ عِنْدَ
 الْأَغْلَاقِ وَصَرَ صَرَ مِثْلُ كَبَكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ فَكَهْهُ وَنَخَلَ وَرُمَانَ وَقَالَ
 بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْعَرَبُ فَأَنَّهَا تَعُدُّهَا
 فَكَهْهُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَافِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ،
 فَأَمَرَهُمْ بِالْحَافِظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيدًا لَهَا
 كَمَا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَانُ وَمِثْلُهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
 الْعَذَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ : مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَفَنَانَ أَغْصَانٍ . وَجَنَّا الْجَنَّتَيْنِ دَانَ مَا يُجْتَنَى قَرِيبٌ
 وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبَايَ الْآءِ نِعْمِهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُمَا يَعْنِي الْجَنِّ وَالْإِنْسَ
 ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، يَغْفِرُ ذَنْبًا ، وَيَكْشِفُ كَرْبًا ،
 وَيَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَرَزَخَ حَاجِزٌ ، الْأَنَامُ
 الْخَلْقُ ، نَضَخَتَانِ فَيَاضَتَانِ ، ذُو الْجَلَالِ ذُو الْعِظْمَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ :
 مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأَمِيرُ رَعِيَّتَهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوا
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ، مَرِيحٌ مُلْتَبِسٌ ، مَرَجَ اخْتَلَطَ
 الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجَتْ دَابَّتَكَ تَرَكَتَهَا ، سَنَفَرُغُ لَكُمْ سَنَحَاسِبُكُمْ ، لَا
 يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ لَا تَفَرَّغَنَّ
 لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُولُ لَأَخْذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ .

অর্থ ঘাস, وَالْعَصْفُ । এর অর্থ হচ্ছে পাল্লার ডাণ্ডি । الْوَزْنُ -এর মাঝে বর্ণিত وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

ফসল পাকার পূর্বে যে চারাগুলোকে কেটে ফেলা হয় তাদেরকেই ‘الرِّيحَانُ’ বলা হয়। অর্থ শস্যের পাতা এবং যমীন থেকে উৎপাদিত দানা যা ভক্ষণ করা হয় আরবী ভাষায় রিয়কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে, ‘الرِّيحَانُ’ অর্থ খাওয়ার উপযোগী দানা এবং ‘الرِّيحَانُ’ অর্থ খাওয়ার অনুপযোগী পাকা দানা। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, ‘الرِّيحَانُ’ অর্থ গমের পাতা। দাহ্বাক (র) বলেন, ‘الرِّيحَانُ’ মানে ভূমি। আবু মালিক (র) বলেন, সর্বপ্রথম যা উৎপন্ন হয় তাকে ‘الرِّيحَانُ’ বলা হয়। হাবশী ভাষায় তাকে ‘هَبُّورٌ’ হাবুর বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, ‘الرِّيحَانُ’ অর্থ গমের পাতা। ‘الرِّيحَانُ’ অর্থ খাদ্য। ‘الْمَارِجُ’ অর্থ হলুদ এবং সবুজ বর্ণের অগ্নিশিখা যা আগুনের উপরিভাগে পরিদৃষ্ট হয় যখন তা প্রজ্বলিত করা হয়। মুজাহিদ (র) থেকে কোন কোন মুফাস্সির বলেন, ‘رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ’ এর ‘رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ’-এর ‘رَبُّ الْغُرُبَيْنِ’ অর্থ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের দুই অস্তস্থল। ‘لَا يَبْغِيَانِ’ অর্থ তারা মিলিত হয় না। ‘الْمُنْشَأَتُ’ অর্থ নদীতে পাল তোলা নৌকা। আর যে নৌকার পাল তোলা হয়নি তাকে ‘مُنْشَأَةٌ’ বলা হয় না। মুজাহিদ বলেন, ‘نَحَاسٌ’ অর্থ পিতল, যা তাদের মাথার উপর ঢালা হবে এবং এর দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। ‘خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ’ অর্থ হচ্ছে, সে গুনাহ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যায়। অবশেষে সে গুনাহ করার ইচ্ছা বর্জন করে ফেলে। ‘أَشْوَاظُ’ অর্থ -অগ্নি শিখা। ‘مُدَّاهِمَاتَانِ’ অর্থ দেখতে কালো হবে সজীবতার কারণে। ‘صَلْصَالٌ’ অর্থ মাটি বালির সাথে মিশে পোড়া মাটির মত ঝনঝন করে। বলা হয় ‘صَلْصَالٌ’ অর্থ ‘مُنْتَنٌ’ মানে দুর্গন্ধময়। শব্দটির মূল ছিল ‘صَلَ’ যাঁরা মাটির মত ঝনঝন করে। বলা হয় ‘صَلْصَالٌ’ বলা হয় যেমন ‘صَرَ الثَّبَابُ’.... বলা হয়। এবং ‘صَرَ الثَّبَابُ’-ও বলা হয়। (অর্থঃ ‘مَضَاعِفُ رِبَاعِيٍّ’ থেকে ‘مَضَاعِفُ ثَلَاثِيٍّ’-এর উৎপত্তি)। যেমন ‘كَبِكَبَتْهُ’ ব্যবহার করা হয়। যার মূল ‘وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ’ অর্থ ফলমূল, খেজুর ও আনার। কারো মতে খেজুর ও আনার ফল নয়; কিন্তু আরবীয় লোকেরা এগুলোকেও ফল বলে গণ্য করে। খেজুর ও আনার ফলমূলের মধ্যে शामिल থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত আয়াতে ফলমূলের কথা উল্লেখ করে এরপর খেজুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ‘حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ’-এর মাঝে সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হবার নির্দেশ প্রদান করতঃ পরে আবার বিশেষভাবে আসরের সালাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমনভাবে ‘أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْجُدْ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ : “তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহকে সিজ্দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে...। (২২ : ২৮)-এর মধ্যে সকল মানুষ शामिल থাকা সত্ত্বেও الْعَذَابُ عَلَيْهِ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ’-এর মধ্যে সকল মানুষ शामिल থাকা সত্ত্বেও ‘وَإِنَّا لَجَنَّتَيْنِ دَانَ’-দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (৫৫ : ৫৪) উভয় উদ্যানের ফল যা পাড়া হবে তা খুবই নিকটবর্তী হবে। হাসান (র) বলেন, ‘فَبَائِ نَعْمَهُ’ অর্থ ‘فَبَائِ أَلَاءِ’ কাতাदा (र)

বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য رَبُّكُمَا صِيغَه ব্যবহার করা হয়েছে। আবুদ দারদা (রা) বলেন, كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত)-এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদ বিদূরিত করেন, এক সম্প্রদায়কে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটান। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْإِنَامُ بِرَزْخٍ অর্থ অন্তরাল। অর্থ সৃষ্ট জীব। نَضَاجَتَانِ অর্থ فَيَاضَتَانِ মানে খায়ের ও বরকতে উচ্ছলিত। অর্থ মহিমময়। ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, مَارَجٌ অর্থ নির্ধূম অগ্নিশিখা। রাজা প্রজাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার পর তারা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন বলা হয়. الْأَمِيرُ مَرَجُ الْأَمِيرِ رَعِيَّتُهُ مَرَجُ أَمْرِ النَّاسِ - অর্থ মানুষের বিষয়টি গোলমালে হয়ে পড়েছে। مَرِيحٌ অর্থ مَلْتَبِسٌ মানে দোদুল্যমান। مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ অর্থ দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছে। -এর উৎপত্তি অর্থাৎ তুমি ছেড়ে দিয়েছ। مَرَجْتُ دَابَّتَكَ -এর অচিরেই আমি তোমাদের হিসাব গ্রহণ করব কারণ কোন অবস্থা আল্লাহ তা'আলাকে অন্য অবস্থা হতে গাফিল করতে পারে না। এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, لَا تَفْرَغَنَّ لَكَ - অথচ তার কোন ব্যস্ততা নেই (বরং এ ধরনের কথা ধমক-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে)। এ বাক্যের মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাকে এ কথাই বোঝাতে চায় যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার এ গাফলতের মজা আন্বাদন করাব।

بَابُ قَوْلِهِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ - “এবং এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু’টি উদ্যান রয়েছে।” (৫৫ : ৬২)

৪৫১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ أُنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ أُنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداءُ الْكِبَرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ .

৪৫১৮ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু’টি উদ্যান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু’টি উদ্যান থাকবে। এ দু’টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু সোনার তৈরী হবে। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ

করবে। এ জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহর সত্তার ওপর জড়ানো তার বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোন বস্তু থাকবে না।

بَابُ قَوْلِهِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حُورٌ سُودٌ الْحَدَقِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَّقْصُورَاتٌ مَحْبُوسَاتٌ قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَنْوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لَا يَبْغِينَ غَيْرَ أَنْوَاجِهِنَّ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ - “তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর (৫৫ : ৭২)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حُورٌ অর্থ কালো মনি যুক্ত চক্ষু। মুজাহিদ (র) বলেন, مَّقْصُورَاتٌ অর্থ مَحْبُوسَاتٌ মানে তাদের দৃষ্টি এবং তাদের সত্তা তাদের স্বামীদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। قَاصِرَاتٌ - তারা তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। তারা তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষাও করবে না।

৪৫১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خِيَمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِثْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا أُنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبَرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ *

৪৫১৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূর্তির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরী। অনুরূপ আরো দুটি উদ্যান থাকবে, যার পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমস্ত জিনিস হবে স্বর্ণের নির্মিত। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর বড়ত্বের প্রভাময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سُورَا وَاقِعِ آ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: رُجَّتْ زُلْزِلَتْ، بَسَّتْ فُتَّتْ لُتَّتْ كَمَا يُلْتُ السَّوِيْقُ،
 الْمَخْضُودُ الْمُوقَرُّ حَمَلًا، وَيُقَالُ أَيضًا لَأَشَوْكَ لَهُ، مَنْضُودٍ الْمَوْزُ،
 وَالْعُرْبُ الْمُحَبِّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ثَلَاثَةُ أُمَّةٍ، يَحْمُومٌ دُخَانِ أَسْوَدٍ،
 يَصِرُونَ يَدِيمُونَ، إِلَهِمُ الْإِبِلِ الظَّمَاءُ لَمَغْرَمُونَ لَمْلَزْمُونَ، رَوْحُ جَنَّةٍ
 وَرَخَاءُ، وَرِيحَانُ الرِّزْقِ، وَنُنْشَأُكُمْ فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ. وَقَالَ غَيْرُهُ،
 تَفَكَّهُونَ تَعَجَّبُونَ، عَرَبًا مُثْقَلَةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ مِثْلُ صَبُورٍ وَصَبُورٍ
 يُسَمِّيَهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَرَبِيَّةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ الْغَنَجَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ
 الشُّكْلَةَ، وَقَالَ فِي خَافِضَةِ لِقَوْمٍ إِلَى النَّارِ، وَرَافِعَةَ إِلَى الْجَنَّةِ،
 مَوْضُوعَةٌ، مَنْسُوجَةٌ وَمِنْهُ وَضِئُ النَّاقَةِ، وَالْكُوبُ لَا إِذَانُ لَهُ وَلَا عُرْوَةٌ،
 وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الْأَذَانِ وَالْعُرَى، مَسْكُوبٌ جَارٍ، وَفُرْشٌ مَرْفُوعَةٌ
 بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، مُتَرَفِّينَ مُتَمَتِّعِينَ، مَا تُمْنُونَ هِيَ النُّطْفَةُ فِي
 أَرْحَامِ النِّسَاءِ، لِلْمُقَوِّينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيَّ الْقَفْرُ، بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
 بِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ، وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ
 وَاحِدٌ، مُدْهِنُونَ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، فَسَلَامٌ لَكَ أَيُّ
 مُسَلِّمٌ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَلَقِيتَ إِنْ هُوَ مَعَهَا كَمَا تَقُولُ
 أَنْتَ مُصَدِّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ، إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلٍ،
 وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ كَقَوْلِكَ فَسَقِيًّا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ

بَابُ قَوْلِهِ وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ “সম্প্রসারিত ছায়া।” (৫৫ : ৩০)

৪৫১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي طَلْحِهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا ، وَأَقْرُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ : وَظِلٌّ مَّمْدُودٌ *

৪৫১৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি (সম্প্রসারিত ছায়া) পাঠ কর।

سُورَةُ الْحَدِيدِ

সূরা হাদীদ

قَالَ مُجَاهِدٌ: جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ، مَوْلَاكُمْ أَوْلَى بِكُمْ لِنَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، أَنْظِرُونَا أَنْتَظِرُونَا

মুজাহিদ (র) বলেন, جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ এর অর্থ আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী বানিয়েছি। وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এর অর্থ ভাষ্টি থেকে হেদায়েতের দিকে। مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ এর অর্থ অন্ধশক্তি। مَوْلَاكُمْ অর্থ তিনিই তোমাদের জন্য যোগ্য। أَهْلُ الْكِتَابِ অর্থ যাকে কিতাবী লোকেরা জানতে পারে। বলা হয়, বস্তুর বাহ্যিক বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। এমনভাবে বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। أَنْظِرُونَا এর অর্থ أَنْتَظِرُونَا মানে তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

সূরা মুজাদালা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحَادُّونَ يُشَاقُّونَ اللَّهَ ، كُتِبَتْ أُوْا أُخِزُوا مِنَ الْخِزْيِ ، اسْتَحْوَذَ غَلَبَ

মুজাহিদ (র) বলেন, يُحَادُّونَ অর্থ يُشَاقُّونَ اللَّهَ মানে তারা (আল্লাহর) বিরোধিতা করছে। كُتِبَتْ অর্থ أُخِزُوا মানে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। الْخِزْيِ ধাতু হতে উক্ত শব্দটির উৎপত্তি। اسْتَحْوَذَ অর্থ সে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

سُورَةُ الْحَشْرِ

সূরা হাশর

الْجَلَاءُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ

الْجَلَاءُ অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা।

٤٥١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذَكَرَ فِيهَا ، قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ ، قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْحَشْرِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ *

৪৫১৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র).....সাইদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে সূরা তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে

এ সূরা নাযিল হতে থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকী থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাটি বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। আমি তাকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

৪৫১৮ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ، قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ .

৪৫১৮ হাসান ইবন মুদরিক (র) সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে 'সূরা হাশর' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে 'সূরা বনী নাযীর' বল।

بَابُ قَوْلِهِ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ نَخْلَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ عُجُوةً أَوْ بَرْنِيَّةً

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا** : তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে ; এ তো এ জন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাক্ষিত করবেন। **لَيْنَةٍ** এবং **بَرْنِيَّةٍ** ব্যতীত সর্বপ্রকার খেজুরকেই **لَيْنَةٍ** বলা হয়। (৫৯ : ৫)

৪৫১৯ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ .

৪৫১৯ কুতায়বা (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বনী নযীর গোত্রের খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে ফেলেছিলেন। এ গাছগুলো ছিল 'বুয়াইরা' নামক স্থানে। এরপর নাযিল করেছেন আল্লাহ তা'আলা : তোমরা যে খজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ ; তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে ; এ এজন্য যে, আল্লাহ পাপাচারীদেরকে লাক্ষিত করবেন।

بَابُ قَوْلِهِ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى** : আল্লাহ এই জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ -কে যা কিছু দিয়েছেন। (৫৯ : ৭)

৪৫২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَوْسٍ بَنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةً سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

৪৫২০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীরের বিষয়-সম্পত্তি ঐ সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ‘ফাই’ হিসাবে দিয়েছেন এ জন্য যে মুসলমানরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। সুতরাং এটা খাস ছিল রাসূল ﷺ-এর জন্য। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ দান করতেন। এরপর বাকিটা তিনি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করতেন আল্লাহ্র পথে জিহাদের প্রস্তুতি হিসাবে।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ - “রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর (এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক)।” (৫৯ : ৭)

৪৫২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أُمْرَاءَ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، قَالَتْ بَلَى، قَالَ

فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَازْهَبِي
فَانْظُرِي ، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَوْ
كَأَنْتُ كَذَاكَ مَا جَامَعْتَنَا *

৪৫২১ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লানত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীকে উল্লেখ অংকন করে, নিজ শরীকে উল্লেখ অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভূরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করছে। এরপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যার প্রতি লানত করেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি? রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূল ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালভাবে দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার প্রয়োজনের কিছুই দেখতে পেলো না। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।

৪৫২২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ امْرَأَةٍ
يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ .

৪৫২২ আলী (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী কৃত্রিম চুল লাগায়, তার প্রতি রাসূল ﷺ লানত করেছেন। রাবী (র) বলেন, আমি উম্মে ইয়াকুব নামক মহিলার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মানসুরের হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ

অনুবাদ : আল্লাহ্‌র বাণী : “وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ” - “মুহাজিরদের যারা এ নগরীতে বসবাস করে আসছে ও ঈমান এনেছে, (তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না)।” (৫৯ : ৯)

৪৫২৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَوْصِيَ الْخَلِيفَةُ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَوْصِيَ الْخَلِيفَةُ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُو عَنْ مُسِيئِهِمْ .

৪৪২৩ আহমদ ইবন ইউনুস (র) আমর ইবন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসীয়াত করেছি, প্রথম যুগের মুহাজিরদের হক আদায় করার জন্য এবং আমি পরবর্তী খলীফাকে আনসারদের ব্যাপারে ওসীয়াত করছি, যারা নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন যেন সে তাদের পুণ্যবানদের সংকর্মকে গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেয়।

بَابُ قَوْلِهِ وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْآيَةَ ، الْخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ، الْمَفْلَحُونَ الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ ، الْفَلَاحُ الْبَقَاءُ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ عَجَلٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَدًا *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَيُؤَثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ - “এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (নিজেদের অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও) শেষ পর্যন্ত। (৫৯ : ৯) অর্থ ক্ষুধা। الْمَفْلَحُونَ الْفَائِزُونَ الْفَلَاحُ অর্থ স্থায়িত্ব। الْفَلَاحُ অর্থ যারা (জান্নাতে) চিরকাল থাকার সফলতা অর্জন করেছেন। حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ অর্থ সফলতা ও চিরস্থায়ী জীবনের দিকে তাড়াতাড়ি আস। হাসান (র) বলেন, حَاجَةً অর্থ হিংসা।

৪৫২৪ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنِي الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذِهِ الْيَلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِمَرَاتِهِ ضَيْفُ رَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخِرِيهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قَوْتُ الصَّبِيَةِ ،
 قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصَّبِيَةُ الْعِشَاءَ فَنَوْمِيهِمْ وَتَعَالَى ، فَاطْفَى السِّرَاجَ
 وَنَطَوَى بَطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ ضَحِكَ مِنْ فَلَانٍ وَفُلَانَةٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ : وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *

৪৫২৪ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম ইবন কাসীর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূল্লাহ্! আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠালেন; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করতে পারে? আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করবেন। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, ইয়া রাসূল্লাহ্! এরপর তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর মেহমান। কোন জিনিস জমা করে রাখবে না। মহিলা বলল, আল্লাহর কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, বাতিটি নিভিয়ে দাও। আজ রাতে আমরা ভুখা থাকব। সুতরাং মহিলা তা-ই করল। পরদিন সকালে আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ-এর খিদমতে আসলেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ খুশী প্রকাশ করেছেন। এরপর আল্লাহ নাযিল করলেন: “এবং তাঁরা তাদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবহস্ত হওয়া সত্ত্বেও।”

سُورَةُ الْمُتَحَنِّةِ

সূরা মুমতাহিনা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلُنَا فِتْنَةً لَا تُعَذِّبُنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ
 هَؤُلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ هَذَا ، بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ أَمْرَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا تَجْعَلُنَا فِتْنَةً অর্থ আমাদেরকে কাফিরদের হাতে শাস্তি দিও না। তাহলে তারা বলবে, যদি মুসলমানরা ইকের ওপর থাকত, তাহলে তাদের ওপর এ মুসীবত আসত না। بِعَصَمٍ নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাদের ঐ স্ত্রীদেরকে বর্জন করে, যারা মক্কাতে কাফির অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

بَابُ قَوْلِهِ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : لَا تَتَّخِذُوا عَدُوَّكُمْ - “(হে মু'মিনগণ!) আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।” (৬০ : ১)

৪০২০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاحٍ فَإِنَّ بِهَا ظُعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظُّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَامَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِي الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَاتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَنْاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذَا يَا حَاطِبُ ، قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّنِي كُنْتُ أَمْرًا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مِنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنَعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي

وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا ، وَلَا أَرْتَدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ
 صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَضْرِبْ عَنْقَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ
 شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ :
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ عُمَرُ وَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ، قَالَ لَا أَدْرِي الْآيَةَ فِي الْحَدِيثِ ،
 أَوْ قَوْلُ عُمَرُ *

৪৫২৫ হুমায়দী (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যুবায়র (রা), মিকদাদ (রা) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওয়া খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার সাথে একখানা পত্র রয়েছে, তোমরা তার থেকে সে পত্রখানা নিয়ে নেবে। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা রওয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইবন আবু বাল্‌তাআহ্ (রা)-এর পক্ষ হতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা। এ চিঠিতে তিনি নবী ﷺ-এর বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব কী ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার ব্যাপারে ত্বরিত কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সাথে বসবাসকারী এক ব্যক্তি; কিন্তু বংশগতভাবে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান। এসব আত্মীয়-স্বজনের মক্কায়ে তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সাথে আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই, তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে। কুফর ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ্ অবশ্যই বদরী অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন : “তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।” আমরা বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে : “হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।” সুফয়ান (রা) বলেন, আয়াতটি হাদীসের অংশ না আমর (রা)-এর কথা, তা আমি জানি না।

৪৫২৬ حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَيْلٍ لِسُفْيَانَ فِي هَذَا ، فَنَزَلَتْ : لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ، قَالَ سُفْيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أَرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِي .

৪৫২৬ আলী (র) থেকে বর্ণিত যে, সুফয়ান ইবন উয়ায়না (র)-কে “হে মু’মিনগণ! আমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না” আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সুফয়ান বলেন, মানুষের বর্ণনার মাঝে তো এমনই পাওয়া যায়। আমি এ হাদীসটি আমর ইবন দীনার (র) থেকে মুখস্থ করেছি। এর থেকে একটি অক্ষরও আমি বাদ দেইনি। আমার ধারণা, আমর ইবন দীনার (র) থেকে আমি ব্যতীত আর কেউ এ হাদীস মুখস্থ করেনি।

بَابُ قَوْلِهِ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ - “(হে মু’মিনগণ!) যখন তোমাদের কাছে মু’মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসে।” (৬০ : ১০)

৪৫২৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أُمْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ * تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرٍو .

৪৫২৭ ইসহাক (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, কোন মু’মিন মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে হিজরত করে এলে, তিনি তাকে

আল্লাহর এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন- অর্থ : “হে নবী! মু’মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়’আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না; এবং সংকার্ষে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়’আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৬০ : ১২) উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে মু’মিন মহিলা এসব শর্ত মেনে নিত, রাসূল ﷺ তাকে বলতেন, আমি কথার মাধ্যমে তোমাকে বায়’আত করে নিলাম। আল্লাহর কসম! বায়’আত গ্রহণকালে কোন নারীর হাত নবী করীম ﷺ-এর হাতকে স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি শুধু এ কথার দ্বারাই বায়’আত করতেন **قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى** -এর অর্থ। আমি তোমাকে এ কথার ওপর বায়’আত করলাম। ইউনুস, মা’মার ও আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র) যুহরীর মাধ্যমে উক্ত বর্ণনার মুতাবআত (সমর্থন) করেছেন। ইসহাক ইব্ন রাশিদ, যুহরী থেকে এবং যুহরী উরওয়া ও আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

بَابُ قَوْلِهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ** - “(হে নবী!) মু’মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়’আত করতে আসে।” (৬০ : ১২)

৪৫২৮ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النَّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ أَمْرًا يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدْتَنِي فَلَانَّةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا

৪৫২৮ আবু মা’মার (র) উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বায়’আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, “তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না।” এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বলল, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপে সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছা করেছি। নবী করীম ﷺ তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো, তখন রাসূল ﷺ তাকে বায়’আত করলেন।

৪৫২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ *

৪৪২৯ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা একটা শর্ত, যা আল্লাহ তা'আলা নারীদের প্রতি আরোপ করেছেন।

৪৫৩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأَ آيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجِرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُ * تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْآيَةِ *

৪৫৩০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী -এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক স্থির করবে না, যিনা করবে না এবং চুরি করবে না। এরপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী সুফয়ান প্রায়ই বলতেন, রাসূল ﷺ আয়াতটি পাঠ করেছেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি এ সবার কোন একটি করে ফেলবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। এ শাস্তি তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবার কোন একটি করে ফেলল এবং আল্লাহ তা গোপন রাখলেন, তাহলে এ বিষয়টি আল্লাহর কাছে থাকল। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন, আর তিনি যদি চান তাহলে তাকে মাফও করে দিতে পারেন। আবদুর রহমান (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৫৩১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ

مُسْلِمٌ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ
الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيُهَا
قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ
حِينَ يُجْلِسُ الرَّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ
فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُونَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبَهْتَانٍ
يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ، ثُمَّ قَالَ حِينَ
فَرَّغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَتْ أُمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ
فَجَعَلَنَ يُلْقِيْنَ الْفُتُخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ *

[৪৫৩১] মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতে রাসূল ﷺ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম এবং আবু বকর (রা), উমর (রা) এবং উসমান (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলেই খুত্বার আগে সালাত আদায় করেছেন। সালাত আদায়ের পর তিনি খুতবা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্র নবী মিম্বর থেকে অবতরণ করেছেন। তখন তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাবিছিলেন, এ দৃশ্য আমি এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদেরকে দু'ভাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন, “হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না এবং তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।” তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন। এরপর তিনি আয়াত শেষ করে বললেন, এ শর্ত পূরণে তোমরা রাজি আছ কি? একজন মহিলা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূল্লাহ! এ ছাড়া আর কোন মহিলা কোন উত্তর দেয়নি। এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান (রা) তা জানতেন না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের রিং ও আংটি বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

سُورَةُ الصَّفِّ

সূরা সাফ্ফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ مَنْ يَتَّبِعُنِي إِلَى اللَّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَرْصُوصٌ مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، بِالرُّصَاصِ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ অর্থ, আল্লাহর পথে কে আমার অনুসরণ করবে? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, مَرْصُوصٌ অর্থ ঐ বস্তু যার এক অংশ অপর অংশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অপরাপর তাফসীরকারের মধ্যে رُصَاصٍ (মানে শিলা) ধাতু থেকে مَرْصُوصًا শব্দটির উৎপত্তি।

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ - “যিনি আমার পরে আসবেন, এবং যার নাম হবে আহ্মদ।” (৬১ : ৬)

٤٥٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ *

৪৫৩২ আবুল ইয়ামান (র) জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মাদ এবং আমি মাহী। আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কুফরী বিলুপ্ত করবেন। আমি হাশির, আমার পশ্চাতে সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব, সর্বশেষে আগমনকারী।

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

সূরা জুমু‘আ

بَابُ قَوْلِهِ : وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَأَ عُمَرُ : فَأَمْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” (৬২ : ৩) উমর (রা) উমর (রা) -এর স্থলে - فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (ধাবিত হও আল্লাহর দিকে) পড়তেন।

৪৫৩৩ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ ، وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ *

৪৫৩৩ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর উপর নাযিল হলো সূরা জুমু‘আ, যার একটি আয়াত হলো : “এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান (রা)-এর উপর হাতে রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে থাকলেও আমাদের কতিপয় লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

৪৫৩৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَا لَهُ رَجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ .

[৪৫৩৪] আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, আমাদের লোক অথবা তাদের কতিপয় লোক অবশ্যই তা পেয়ে যাবে।

بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً

অনুবাদ : আব্দুল্লাহর বাণী : “وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً” এবং যখন তারা ব্যবসা (পণ্য দ্রব্য) দেখল।” (৬২:১১)

[৪৫৩৫] حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقْبَلْتُ عِثْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَارَ النَّاسُ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَانْزَلَ اللَّهُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا *

[৪৫৩৫] হাফস ইবন উমর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু‘আর দিন একটি বাণিজ্য দল আসল, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। বারজন লোক ব্যতীত সকলেই সেদিকে ধাবিত হল। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ নাযিল করলেন : “এবং যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা (তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে) তার দিকে ছুটে গেল।” (৬২ : ১১)

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

সূরা মুনাফিকুন

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ، إِي لَكَاذِبُونَ

অনুবাদ : আব্দুল্লাহর বাণী : وَاللَّهِ : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ - “যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহর রাসূল। আব্দুল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আব্দুল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।” (৬৩ : ১)

৪৫৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَقُولُ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي أَوْ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصْبِنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَقَّتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَعَثْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقِرَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدٌ .

৪৫৩৬ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবন উবায়কে বলতে শুনলাম, আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা উমর (রা)-এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করলেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এ সব কথা বলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এহেন উক্তি তারা করেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। এতে আমি এরূপ মনঃকষ্ট পেলাম, যে রূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী রূপে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।” নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়দ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً يَجْتُنُونَ بِهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الایة - “তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।” (৬৩ : ২)

[৫৩৭]

حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي إِبْنِ سَلُولٍ يَقُولُ لَا تَنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضًا : لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي ، فَذَكَرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَذَّبَنِي ، فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِْبَنِي مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ، إِلَى قَوْلِهِ : هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

[৪৫৩৭] আদম ইবন আবু ইয়াস (র) যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুলকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তার থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল যে, আমরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে শ্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচার কাছে বলে দিলাম। আমার চাচা তা (রাসূল) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, তারা এ কথা বলেনি। ফলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কথাকে সত্য এবং আমার কথাকে মিথ্যা মনে করলেন। এতে আমার এরূপ মনঃকষ্ট হল যে রূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। এমনকি আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।” থেকে “তারা বলে আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে” এবং “তথা থেকে শ্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।” এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সামনে তা তিনি পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ أَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ لَا يَفْقَهُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এটা এই জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের

হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।” (৬৩ : ৩)

৪৫৩৮ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَالَ أَيُّضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ أَحْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَا مَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَا قَالَ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا الْآيَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৫৩৮ আদম (র) যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় যখন বলল, “আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না।” এবং এ-ও বলল যে, “যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি.....।” তখন এ খবর আমি নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলাম। এ কারণে আনসারগণ আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় কসম করে বলল, এহেন কথা সে বলেনি। এরপর আমি বাড়ি ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং নাযিল করেছেন – “তারা বলে তোমরা ব্যয় করবে না..... শেষ পর্যন্ত। ইব্ন আবু যাইদ (র) উক্ত হাদীস যায়দ ইব্ন আরকামের মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

অনুবাদ : আলাহুর বাণীঃ - “এবং তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাদের কাছে প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো স্তম্ভ সদৃশ। তার যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।” (৬৩ : ৪)

৪৫৩৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي لَاصِحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّمِنَهَا الْأَذَلُّ ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَسَالَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبَ زَيْدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقِي فِي إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوْوْا رُؤُسَهُمْ .

৪৫৩৯ আমর ইব্ন খালিদ (র) যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকদেরকে গ্রাস করে নিল। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায় তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, “আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে আছে।” সে এও বলল, “আমরা মদীনায প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই।” (এ কথা শুনে) আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়কে ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোর দিয়ে কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়দ রাসূল ﷺ-এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার দারুণ মনঃকষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা আমার সত্যতা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করলেনঃ “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।” এরপর নবী ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, “কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।”

بَابُ قَوْلِهِ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ ، قَالَ كَانُوا رَجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ - “দেয়ালে ঠেকানো কাষ্ঠ স্তম্ভ।” রাবী বলেন, তারা অত্যন্ত সুন্দর দেহের অধিকারী পুরুষ ছিল।

بَابُ قَوْلِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، حَرَّكُوا اسْتَهْزَؤُا بِالنَّبِيِّ ﷺ
وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: لَوْوَا ۝ যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, তারা দম্ব ভরে ফিরে যায়।” (৬৩ : ৫)

– লَوَيْتُ লَوْوَا শব্দটিকে – লَوْوَا - তারা মাথা নেড়ে নবী ﷺ -এর সাথে বিদ্রোপ করত। কেউ কেউ লَوْوَا শব্দটিকে (تَخْفِيفٍ সহকারে) পড়ে থাকেন।

٤٥٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُبَيٍّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لَا تَنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلَكِنْ رَجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ وَصَدَقَهُمْ فَأَصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي مَا أَرَدْتُ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَّتَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৪০ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালুল বলছে, “আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না, তারা সরে পড়ে” এবং “আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।” এ কথা আমি আমার চাচার কাছে উল্লেখ করলাম। আমার চাচা তা নবী ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করলেন, নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি বিস্তারিতভাবে এ কথা তাঁর কাছে বলে দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন উবায় ও তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, এ কথা তারা বলেনি। ফলে নবী ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী ও তাদেরকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করলেন। এতে আমি এমন দুঃখ পেলাম যে, এমন দুঃখ আর কখনও পাইনি। এরপর আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আমার চাচা আমাকে বললেন,

এমন কাজের কেন সংকল্প করলে, যার ফলে নবী ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন? এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন : “যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল,” তখন নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং সূরাটি আমার সামনে তিলাওয়াত করলেন ও বললেন, আল্লাহ্ তোমায় সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অনুবাদ : আল্লাহ্র বাণী : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - “তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (৬৩ : ৬)

৪৫৪১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِي جَيْشٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعَايَ جَاهِلِيَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعَايَا فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَالَ فَعَلَوْهَا أَمَا وَاللَّهِ لَنَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبَ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْنِي لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا بَعْدُ قَالَ سُفْيَانُ فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ .

بَابُ قَوْلِهِ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ *

[৪৫৪১] আলী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র) একবার غَزْوَةٌ-এর স্থলে جَيْشٍ বর্ণনা করেছেন। এ সময় জনৈক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, কী খবর, আইয়্যামে জাহিলিয়াতের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এরূপ ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়ের কানে পৌঁছল, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা কি এ কাজ করেছে? “আল্লাহর কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকেরদেকে বহিস্কৃত করবেই।” এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তখন উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন। জাবির (রা) বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরদের তুলনায় আনসাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য পরে মুহাজিররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। সুফয়ান (র) বলেন, এ হাদীসটি আমি আমার (র) থেকে মুখস্থ করেছি। আমার (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ تَارَاهُ - “তরাই যাবে, আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই! কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।” (৬৩ : ৭)

[৪৫৪২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَرْهَيْمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَىٰ مَنْ أَصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَشَكَ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ

الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنْسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ .

[৪৫৪২] ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের খবর শুনে শোকাহত হয়েছিলাম। আমার এ শোকের সংবাদ যায়দ ইবন আরকাম (রা)-এর কাছে পৌঁছেলে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলকে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দোয়ার মাঝে রাসূল ﷺ আনসারদের তাদের সন্তানদের ও তাদের সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইবন ফায়ল (রা) সন্দেহ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস (রা) তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যায়দ ইবন আরকাম (রা) ঐ ব্যক্তি যার শ্রবণ করাকে আল্লাহ পাক সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ يَقُولُونَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا
الْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الْأَذَلَّ : তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিস্কৃত করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না।" (৬৩ : ৮)

[৪৫৪৩] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ
الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ اللَّهُ رَسُولُهُ ﷺ قَالَ مَا هَذَا ؟
فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ
يَا لِلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهَا
فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ ،
ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْقَدٍ فَعَلُوا وَاللَّهِ لَئِنْ

رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْنِي لَا
يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ *

৪৫৪৩ হুমায়দী (র) জাবির আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। জনৈক মুহাজির আনসারদের এক ব্যক্তিকে নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী সাহাবী “হে আনসারী ভাইগণ!” বলে এবং মুহাজির সাহাবী “হে মুহাজির ভাইগণ!” বলে ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কানে এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ কী ধরনের ডাকাডাকি? উপস্থিত লোকেরা বললেন, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করেছে। আনসারী ব্যক্তি “হে আনসারী ভাইগণ!” বলে এবং মুহাজির ব্যক্তি “হে মুহাজির ভাইগণ!” বলে নিজ নিজ গোত্রকে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, এ ধরনের ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধময় কথা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায়ে হিজরত করে আসেন তখন আনসার সাহাবিগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। এ সব কথা শুন্যর পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বলল, সত্যিই তারা কি এমন করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায়ে প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিস্কৃত করবেই। তখন ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, উমর! তাকে ছেড়ে দাও, যেন লোকেরা এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন।

سُورَةُ التَّغَابُنِ

সূরা তাগাবুন

وَقَالَ عَلَقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا
أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ

আলকামা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী : وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ : “এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।” (৬৪ : ১১) -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে, যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এ কথা মনে করে যে, এ বিপদ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই এসেছে।

سُورَةُ الطَّلَاقِ

সূরা তালাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَبَالَ أَمْرَهَا جَزَاءُ أَمْرَهَا

মুজাহিদ (র) বলেন, وَبَالَ أَمْرَهَا অর্থ جَزَاءُ أَمْرَهَا মানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি।

۴৫৪۴ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرُ فَإِنَّ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَتَلَكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ .

৪৫৪৪ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমর (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিক। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ্ যে ইদত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এটি সেই ইদত।

بَابُ قَوْلِهِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :- “এবং গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যা সহজে সমাধান করে দিবেন।” (৬৫ : ৪) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ -এর একবচন ذَاتُ حَمْلٍ

৪৫৪৫ حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ
 أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ
 عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بَارَبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَالَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قُلْتُ أَنَا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا ، فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ
 سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بَارَبَعِينَ لَيْلَةً
 فَخُطِبَتْ فَأَنكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا
 * وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
 أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى
 وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَعْظُمُونَهُ ، فَذَكَرَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ
 بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّنَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ،
 قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ أَنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَحْيَا وَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ
 ، فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ
 سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ
 اللَّهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ
 لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّوْلِ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *

৪৫৪৫ সা'দ ইবন হাফস (র) আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা)
 ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এলেন এবং

বললেন, এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে ইদত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, ইদত সম্পর্কিত হুকুম দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবু সালামা (র) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর হুকুম তো হলঃ গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবু সালামার সাথে আছি। তখন ইবন আব্বাস (রা) তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবায়আ আসলামিয়া (রা)-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবু সানাবিল তাদের মধ্যে একজন। (অন্য এক সনদে) সুলায়মান ইবন হারব (র) ও আবুন নু'মান, হাম্মাদ ইবন যায়দ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ঐ মজলিশে ছিলাম, যেখানে আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা (র)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইদত সম্পর্কিত হুকুম দু'টি থেকে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হুকুমটির কথা উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ ইবন উতবার বরাত দিয়ে সুবায়আ বিন্ত হারিছ আসলামিয়া (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইবন সিরীন (র) বলেন, এতে তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তিনি বলেন, আমি বুঝলাম, তারা আমার হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম, আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) কুফাতে এখনও জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে এতে আমার চরম দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবন আবু লায়লা লজ্জিত হলেন এবং বললেন, কিন্তু তার চাচা তো এ হাদীস বর্ণনা করেন নি। তখন আমি আবু আতিয়া মালিক ইবন আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সুবায়আ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করে আমাকে শোনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (এ বিষয়ে) আপনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে কোন কথা শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি সহজ পছন্দ অবলম্বন না করে কঠোরতা অবলম্বন করতে চাচ্ছ? সূরা নিসা আলকুসরা এরপরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

সূরা তাহরীম

بَابُ قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَ تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** - “হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? “তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (৬৬: ১)

৪৫৬৬ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكْفَرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

৪৫৪৬ মু‘আয ইবন ফাযালা (রা) সাঈদ ইবন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, একপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাফফারা দিতে হবে। ইবন আব্বাস (রা) এ-ও বলেছেন যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা।”

৪৫৪৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيْتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقَلَ لَهُ أَكَلَتْ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، قَالَ لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا .

৪৫৪৭ ইব্রাহীম ইবন মুসা (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব বিন্ত জাহ্শ (রা)-এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তাই আমি এবং হাফসা একমত হলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আসবেন, সে তাঁকে বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, না, বরং আমি যয়নব বিন্ত জাহ্শ (রা)-এর ঘরে মধু পান করেছি। তবে আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করব না। তুমি এ বিষয়টি আর কাউকে জানাবে না।

بَابُ قَوْلِهِ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ .

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: **تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ** - “তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।” (৬৬:১)

بَابُ قَوْلِهِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَهُوَ الْعَلِيمُ** : “আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় ; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (৬৬ : ২)

৪৫৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ مَكْنَتْ سَنَةً أُرِيدُ أَسْأَلُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ، قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مِنْذُ سَنَةٍ فَمَا اسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَأَسْأَلِنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ ، قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ تَأْمُرُهُ إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكَ وَلِمَا هَاهُنَا فِيهَا تَكْلُفُكَ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنْ ابْنَتِكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانَا ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَا رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بِنْتُ أَنْتِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَ يَوْمَهُ غَضَبَانَا ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحَذَّرُكَ عِقُوبَةَ اللَّهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بِنْتِ لَا تَغْرُنَّكَ

هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ ،
 قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقِرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا ،
 فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنُ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى
 تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذْتَنِي وَاللَّهِ أَخْذًا
 كَسَرْتَنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي
 صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا أَتِيهِ
 بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلَكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ
 يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ
 الْبَابَ ، فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ ، فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ ، فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ
 اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغَمَ أَنْفٍ حَفْصَةً وَعَائِشَةَ
 فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرَبَةٍ
 لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ
 الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قَالَ عُمَرُ
 فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ
 سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ
 وَتَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرْظًا
 مَصْبُوبًا ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ
 فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ كِسْرِي
 وَقَيْصَرَفِيمَا هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ
 تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ *

৪৫৪৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু বৃক্ষের আড়ালে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর স্ত্রীদের কোন দু'জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসা ও আয়েশা (রা)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন উমর (রা) বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন, এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কোন এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমনতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভাল হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর মনঃক্ষুণ্ণ থাকেন। হাফসা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে বোঝাচ্ছিলেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মে সালামা (রা) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার গোস্বাকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মজলিশ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্‌সানী বাদশাহর আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা

হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা এসে পড়েছে নাকি? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফসা ও আয়েশার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উঁচু টোঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, উমর ইব্ন খাতাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মে সালামার কথোপকথন পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্‌ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিসরা ও কায়সার পার্শ্বিভ ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি।

بَابُ قَوْلِهِ: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا . فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ . فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا . قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ، فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا . فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ . فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا . قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ**—স্মরণ কর, নবী তাঁর সহধর্মিণীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। যখন সে তা অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ নবী ﷺ-কে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী ﷺ এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী ﷺ তা তাঁর স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করল? নবী ﷺ বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।” (৬৬ : ৩) এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-ও এক হাদীস নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجُعْفِيُّ ٤٥٤٩

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَاتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرْتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَتَمَمْتَ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

[৪৫৪৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা আল-জুফী (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলাম। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কোন্ দু'জন তাঁর ব্যাপারে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা এবং হাফসা (রা)।

بَابُ قَوْلِهِ : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، صَغُوتُ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْفَى لِتَمِيلَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا - “যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (৬৬ : ৪) صَغُوتُ এবং أَصْغَيْتُ (ثلاثي مجزئ ومزید فيه) উভয়ের অর্থ- مِلْتُ মানে-আমি ঝুঁকে পড়েছি। لِتَصْفَى অর্থ- لِتَمِيلَ মানে যেন সে অনুরাগী হয়, ঝুঁকে পড়ে।

بَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ظَهِيرٌ عَوْنٌ ، تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَادِّبُوهُمْ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ - “কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও। উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর সাহায্যকারী। (৬৬ : ৪) ظَهِيرٌ অর্থ- عَوْنٌ মানে সাহায্যকারী تَظَاهَرُونَ মানে تَعَاوَنُونَ - পরস্পর তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ। মুজাহিদ (র) বলেন, قُوا أَنْفُسَكُمْ

وَأَهْلِيكُمْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَادَّبُوهُمْ - তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে, তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য ওসীয়াত কর এবং তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও।

৪৫০. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَّاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَكَثْتُ سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَّتِهِ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِالْوُضُوءِ ، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْأَدَاوَةِ ، فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ ، وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرَّاتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا أَتَمَمْتُ كَلَامِي ، حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৫০ হুমায়দী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'জন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল, তাদের সম্পর্কে উমর (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেয়ে আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অবশেষে একবার হজ্জ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম। আমরা 'যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছলে উমর (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন। এরপর আমাকে বললেন, আমার জন্য গুয়র পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসলাম এবং ঢেলে দিতে লাগলাম। প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করে আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! ঐ দু'জন মহিলা কারা, যারা পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল? ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা ও হাফসা (রা)।

بَابُ قَوْلِهِ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ
مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ : “যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।” (৬৬ : ৫)

৪৫৫১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ
 قَالَ قَالَ عُمَرُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ :
 عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

৪৫৫১ আমর ইব্ন আউন (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ কে সচেতন করার জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, যদি নবী ﷺ তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

سُورَةُ الْمَلِكُ

সূরা মুল্ক

التَّفَاوُتُ الْاِخْتِلَافُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّزُ تَقَطُّعٌ ، مَنَاقِبُهَا
 جَوَانِبُهَا ، تَدْعُوْنَ وَتَدْعُوْنَ ، مِثْلُ تَذَكُّرُوْنَ وَتَذَكَّرُوْنَ ، وَيَقْبِضُنْ يَضْرِبُنْ
 بِأَجْنِحَتِهِنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَافَاتٍ بُسْطٍ أَجْنَحَتِهِنَّ ، وَنُفُورُ الْكُفُورُ

অর্থ বিভিন্নতা। তফাউত এবং তফোউত শব্দ দু'টো একই অর্থবোধক। তময়িয অর্থ টুকরো হয়ে যাবে বা ফেটে পড়বে। মনাকিব অর্থ তার দিগদিগন্ত। তদুওয় ও তদুওয় বাক্যদ্বয় এর মতই। তদুওয় অর্থ তারা তাদের পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মুজাহিদ (র) বলেন, সফাত অর্থ তারা তাদের পাখা বিস্তার করে। নুফুর অর্থ কুফর ও সত্যবিমুখতা।

سُورَةُ الْقَلَمِ

সূরা কলম

وَقَالَ قَتَادَةُ : حَرَدٍ جِدِّ فِي أَنْفُسِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا لَضَالُونَ

أَضَلَّلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيمِ كَالصَّبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ
الَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ أَيضًا كُلُّ رَمَلَةٍ أَنْصَرَمَتْ مِنَ
مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيضًا الْمَصْرُومُ مِثْلُ قَتِيلٍ وَمَقْتُولٍ .

অর্থ اَنَا لَضَالُّونَ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, حَرِدُ অর্থ কাতাদা (র) বলেন, আমরা আমাদের জান্নাতের স্থানের কথা ভুলে গিয়েছি। ইবন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্যকার বলেছেন, الصَّرِيمُ অর্থ রাত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রভাতের মত বা দিন থেকে বিচ্ছিন্ন রাতের মত। صَرِيمٌ ঐ বালুকণাকেও বলা হয় যা বালুত্বপূর্ণ হতে বিচ্ছিন্ন। مَصْرُومٌ - صَرِيمٌ এবং قَتِيلٌ এবং مَقْتُولٌ -এর মত।

بَابُ قَوْلِهِ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ” - রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। (৬৮ : ১৩)

৪৫৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي
حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ قَالَ رَجُلٌ مِنْ
قُرَيْشٍ لَهُ زَنْمَةٌ مِثْلُ زَنْمَةِ الشَّاةِ *

৪৫৫২ মাহমুদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ব্যক্তিটি হলো কুরাইশ গোত্রের এমন এক ব্যক্তি, যার ঘাড়ে বকরীর চিহ্নের মত একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

৪৫৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخَزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَهُ أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ .

৪৫৫৩ আবু নুআইম (র) হারিস ইবন ওয়াহাব খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না ? তারা দুর্বল এবং

অসহায় ; কিন্তু তাঁরা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না ? যারা রুঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।

بَابُ يَوْمٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ *

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : يَوْمٍ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ - “স্মরণ কর, সে চরম সংকট দিনের কথা।” (সূরা কালাম) (৬৮ : ৪২)

৪০৫৪ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِثَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا *

৪৫৫৪ আদম (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তার কুদরতী পায়ের গোড়ালির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সিজ্জদ করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সিজ্জদ করত, তারা কেবল অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজ্জদ করতে ইচ্ছা করলে তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড কাষ্ঠফলকের মত শক্ত হয়ে যাবে।

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

সূরা হাক্কা

عِيشَةَ رَاضِيَةٍ يُرِيدُ فِيهَا الرِّضَا الْقَاضِيَةَ الْمَوْتَةَ الْأُولَى الَّتِي مُتَّهَا لَمْ أَوْحَى بَعْدَهَا مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزَيْنِ أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْوَتَيْنِ نِيَاطُ الْقَلْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَفَى كَثُرَ وَيُقَالُ

بِالطَّائِفَةِ بَطْغِيَانِهِمْ وَيُقَالُ طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ *

عَيْشَةُ رَاضِيَةٌ অর্থ সন্তোষজনক জীবন। الْقَاضِيَةُ অর্থ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হত যে, তারপর আর জীবিত না করা হত। مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ অর্থ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। احَدٌ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, الْوَتَيْنِ অর্থ হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন, طَغَى অর্থ অতিরিক্ত হয়েছে বা অধিক হয়েছে। বলা হয় بِالطَّائِفَةِ অর্থ তাদের বিদ্রোহ এবং কুফরীর কারণে طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ অর্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং সামুদ্র সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমন পানি নূহ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

সূরা মা'আরিজ

الْفَصِيلَةُ أَصْغَرُ أَبَائِهِ الْقُرْبَى إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنْ انْتَمَى لِلشَّوَى الْيَدَانِ وَالرَّجْلَانِ وَالْأَطْرَفُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوَى وَالْعِزُّونَ الْخَلْقُ الْجَمَاعَاتُ وَاحِدُهَا عِزَّةٌ *

الْفَصِيلَةُ অর্থ তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে সর্বাধিক নিকটাত্মীয়, যাদের থেকে তারা পৃথক হয়েছে এবং যাদের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। لِلشَّوَى অর্থ দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত্র ভাগ এবং মাথার চামড়া সবগুলোকে شَوَاةٌ বলা হয়। الْعِزُّونَ অর্থ দলসমূহ। এর একবচন عِزَّةٌ।

سُورَةُ نُوحٍ

সূরা নূহ

أَطْوَارًا طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ غَدَ طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ وَالْكُبَّارُ أَشَدُّ

بَابُ قَوْلِهِ ۖ وَدَا ۖ وَلَا سَوَاعَا ۖ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

٤٥٥٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتْ الْأَوْثَانُ بِالنِّسْبَةِ كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهَذِيلٍ وَأَمَّا يَغُوثٌ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجُوفِ عِنْدَ سَبَا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لَهُمْدَانُ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمَيْرٍ ، لِإِذْنِ الْكَلَاعِ

وَنَسَرَ أَسْمَاءَ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَمَا هَلَكُوا أَوْحَى
الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ أَنْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ
أَنْصَابًا وَسَمَوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلِيكَ
وَتَنَسَخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ *

৪৫৫৫ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে প্রতিমার পূজা নূহ্ (আ)-এর কওমের মাঝে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ “দুমাতুল জান্দাল” নামক স্থানে অবস্থিত কাল্ব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সুওয়া‘আ হল, ছুয়ায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুছ ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আন্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী ‘জাওফ’ নামক স্থানে। ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাসর ছিল যুলকাল্লা গোত্রের হিময়ার শাখারদের মূর্তি। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাসর ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিশ করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামানুসারেই এগুলোর নামকরণ কর। সুতরাং তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐ সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে দেয়।

سُورَةُ الْجِنِّ

সূরা জিন

وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ رَبِّنَا غَنَارِبْنَا وَقَالَ عِكْرَمَةُ جَلَالُ رَبِّنَا وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ أَمْرُ رَبِّنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَدًا أَعْوَانًا .

হাসান (র) বলেন, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ غَنَارِبْنَا-আমাদের প্রতিপালকের অমুখাপেক্ষিতা। ইকরামা (রা) বলেন, جَلَالُ رَبِّنَا মানে আমাদের প্রতিপালকের মহত্ত্ব। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ। আর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لِبَدًا অর্থ أَعْوَانًا-সাহায্যকারী।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ **৪৫৫৬**

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَازٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ، فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَأَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَخْلَةٍ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقٍ عُكَازٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهَذَا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ *

৪৫৫৬ মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদল সাহাবীকে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানী খবরাদি শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা। ফলে জিন শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে আমাদের প্রতি লেলিহান অগ্নিশিখা। তখন শয়তান বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তা কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণেই হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ ব্যাপারটা কি ঘটেছে? তাই আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়ল। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)

বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরো অধিক মনোযোগ সহকারে তা শুনতে লাগল এবং বলল, আসমানী খবরাদি এবং তোমাদের মাঝে এটাই মূলত বাধা সৃষ্টি করেছে। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক বিশ্বয়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না। এরপর আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করলেন : বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। জিনদের উপরোক্ত কথা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

سُورَةُ الْمَزْمِلِ

সূরা মুযাম্মিল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَتَبَتَّلَ أَخْلَصَ وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالًا قِيُودًا مُنْقَطِرِبِهِ
مُثْقَلَةٌ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَثِيبًا مَهِيلاً الرَّمْلُ السَّائِلُ وَبَيْلًا شَدِيدًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, تَبَتَّلَ অর্থ একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন, أَنْكَالًا অর্থ শৃংখল।
كَثِيبًا অর্থ ভারাবনত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, مَهِيلاً অর্থ বহমান বালুকারাশি।
وَبَيْلًا অর্থ কঠিন।

سُورَةُ الْمُذْتَرِّ

সূরা মুদ্দাছির

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَسِيرٌ شَدِيدٌ ، قَسُورَةٌ رَكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ قَسُورَةٌ مُسْتَنْفِرَةٌ نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ .

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, عَسِيرٌ অর্থ কঠিন। قَسُورَةٌ মানে-মানুষের গণ্ডগোল, আওয়াজ। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এর অর্থ বাঘ। প্রত্যেক কঠিন বস্তুকে قَسُورَةٌ বলা হয়। مُسْتَنْفِرٌ অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।

৪০৫৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ يَأْيُهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُولُونَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ فَقَالَ جَابِرٌ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِيَّ هَبَطْتُ فَتَوَدَّيْتُ فَتَنَظَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَشَيْئًا وَنَظَرْتُ أَمَامِي فَلَمْ أَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَشَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، قَالَ فَدَثِّرُونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، قَالَ فَتَنَزَّلْتُ يَأْيُهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ *

৪৫৫৭ ইয়াহইয়া (র) ইয়াহইয়া ইবন কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র)-কে কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন يَأْيُهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন আবু সালামা বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির (রা) বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও অবিকল তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে আরম্ভ করলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকলাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকলাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর সামনে তাকলাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকলাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না। অবশেষে আমি উপরের দিকে তাকলাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তিনি বলেন, তারপর তারা

আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালে। নবী করীম ﷺ বলেন, এরপর নাযিল হল : ‘হে বজ্রাচ্ছাদিত ! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

بَابُ قَوْلِهِ قُمْ فَأَنْذِرْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : قُمْ فَأَنْذِرْ - “উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।” (৭৪ : ২)

৪৫০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ قَالَا حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاوَرَتْ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ .

৪৫৫৮ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। উসমান ইবন উমর আলী ইবন মুবারক (র) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনিও অনুরূপ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - “এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।” (৭৪ঃ৩)

৪৫০৯ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيْ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَأْيُهَا الْمُدَّتُّرُ ، فَقُلْتُ أَنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيْ الْقُرْآنِ أَنْزَلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَأْيُهَا الْمُدَّتُّرُ فَقُلْتُ أَنْبِئْتُ أَنَّهُ أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لَا أَخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِيَّ هَبَطْتُ فَاسْتَبَطَنْتُ الْوَادِيَّ فَتَوَدَّيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثَرُونِي وَصَبُّوا عَلَى مَاءٍ بَارِدًا

وَأَنْزَلَ عَلَىٰ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ.

[৪৫৫৯] ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ইয়াহুইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সালামা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল? তিনি বললেন, **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে আবু সালামা (র) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল, এ সম্পর্কে আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম, আমাকে বলা হয়েছে যে **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি তোমাকে তাই বলছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাক করেছিলাম। ইতিকাক শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করে উপত্যকার মাঝে পৌঁছলে আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকলাম। দেখলাম, সে আসমানে ও যমীনের মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি আসনে বসা আছে। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তখন আমার প্রতি নাযিল করা হল : “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।”

بَابُ قَوْلِهِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ** - “তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।” (৭৪ : ৪)

[৪৫৬.] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيَّنَّا أَنَا أُمَشِي إِذَا سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ رُعبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَرُونِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى

وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ .

৪৫৬০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি ওহী বন্ধ থাকা সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনার মাঝে বলেন, একদা আমি চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। মাথা উত্তোলন করতেই আমি দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে বসা আছে। আমি তাঁর ভয়ে-ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। এরপর আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর; আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তাঁরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, ... অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” এ আয়াতগুলো সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। الرَّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ।

بَابُ قَوْلِهِ وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ يُقَالُ الرَّجْزُ وَالرَّجْسُ الْعَذَابُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ - “এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” (৭৪ : ৫) কেউ কেউ বলেন, الرَّجْزُ এবং الرَّجْسُ অর্থ আযাব।

৪৫৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قَبْلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَبَّثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجَبَّثْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمِّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، إِنْ أَمْسَرَ فَاهْجُرْ أَبُو سَلَمَةَ وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ الْأَوْثَانُ ثُمَّ حُمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ *

৪৫৬১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ -কে ওহী বন্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি পথ চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে আসত, সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে সমাসীন আছে। তাকে দেখে আমি ভয়ানক ভয় পেলাম। এমনকি যমীনে পড়ে গেলাম। তারপর আমি

আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারা আমাকে বস্ত্রাবৃত করল। এরপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন : “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” আবু সালামা (র) বলেন, الرَّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ। এরপর অধিক পরিমাণে ওহী নাযিল হতে লাগল এবং ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকল।

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

সূরা কiyামা

وَقَوْلُهُ : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُدِّي هَمَلًا لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لَا وَزَرَ لِحِصْنٍ

আল্লাহর বাণী : - لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - “তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। (৭৫ : ১৬) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, سُدِّي অর্থ নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন, لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ অর্থ শীঘ্রই তওবা করব, শীঘ্রই আমল করব। لَا وَزَرَ অর্থ কোন আশ্রয়স্থল নেই।

٤٥٦٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

৪৫৬২ হুমায়দী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহ্বা নাড়তেন। রাবী সুফয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন : তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না।

بَابُ قَوْلِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - “এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমারই। (৭৫ : ১৭)

৪৫৬৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ، يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ .

৪৫৬৩ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) মুসা ইবন আবু আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ সম্পর্কে সাঈদ ইবন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হল, তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। নবী করীম ﷺ ওহী ভুলে যাবার আশংকায় এমন করতেন। নিশ্চয়ই এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ আমি নিজেই তাকে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখব। তাই আমি যখন তা পাঠ করব অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকবে, তখন তুমি তার অনুসরণ করবে। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই অর্থাৎ এ কুরআনকে তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

بَابُ قَوْلِهِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ عَبَّاسٌ قَرَأْنَاهُ بَيَانَهُ فَاتَّبِعْ أَعْمَلُ بِهِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - “সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।” (৭৫ : ১৮) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, قَرَأْنَاهُ অর্থ - আমি যখন তা বর্ণনা করি فَاتَّبِعْ অর্থ - এ অনুযায়ী আমল কর।

৪৫৬৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مَمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَسْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرِفُ مِنْهُ ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلسَانِكَ، قَالَ فَكَانَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِئِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أُولَى لَكَ فَأُولَى تَوَعَّدُ *

[৪৫৬৪] কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণীঃ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ —এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, জিবরাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূল তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হত এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ “তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই” নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন : এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওহী নাযিল করি তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিবরাঈল (আ) চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ মুতাবিক তিনি তা পাঠ করতেন।

أُولَى لَكَ فَأُولَى অর্থ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! تَوَعَّدُ এ আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

سُورَةُ الدَّهْرِ

সূরা দাহর

يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَحْدًا وَتَكُونُ خَبْرًا، وَهَذَا مِنَ الْخَبْرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا، وَذَلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ مِنْ طِينٍ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ أَمْشَاجِ الْأَخْلَاطِ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ

الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيحٌ كَقَوْلِكَ خَلِيطٌ وَمَمْشُوجٌ مِثْلُ
مَخْلُوطٍ وَيُقَالُ سَلَسِلًا وَأَغْلَالًا وَلَمْ يَجْزِهِ بَعْضُهُمْ مُسْتَطِيرًا مُمْتَدًّا
الْبَلَاءُ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ قَمَاطِرٌ
وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقَمَاطِرُ وَالْعَصِيبُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِيَّامِ
فِي الْبَلَاءِ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : أَسْرَهُمْ شِدَّةُ الْخَلْقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَّدَتْهُ مِنْ
قَتَبٍ فَهُوَ مَاصُورٌ -

কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল কি? এর অর্থ হল,
কালপ্রবাহে মানুষের উপর এক সময় এসেছিল। হَل্ শব্দটি কখনো নেতিবাচক,
আবার কখনো ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে অবহিতকরণ তথা ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত
হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এক সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। আর ঐ
সময়টা হল মাটি থেকে সৃষ্টি করা হতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত। **أَمْشَاجٌ** অর্থ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ
মাতৃগর্ভে পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে রক্ত এবং পরে জমাট বাঁধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে **أَمْشَاجٌ** বলা
হয়েছে। এক বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে **مَشِيحٌ** বলে। তাকে **خَلِيطٌ** -ও বলা হয়।
(بِالتَّنْوِينِ) سَلَسِلًا وَأَغْلَالًا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ **مَخْلُوطٌ** ও **مَمْشُوجٌ**
থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে পড়াকে জায়েয মনে করেন না। **مُسْتَطِيرًا** অর্থ দীর্ঘস্থায়ী বিপদ।
قَمْطَرِيرٌ অর্থ ভয়ংকর ও কঠিন। সুতরাং **يَوْمٌ قَمْطَرِيرٌ** এবং **يَوْمٌ قَمَاطِرٌ** উভয়ই ব্যবহৃত হয়।
الْعَصِيبُ (বিপদের সবচেয়ে কঠিনতম দিনকে বলা হয়। মামার (র) বলেন, **أَسْرَهُمْ** অর্থ সুদৃঢ় গঠন। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে
مَاصُورٌ (মাসূর) বলা হয়।

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

সূরা মুরসালাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : جَمَالَاتٌ حَبَالٌ ، أَرْكَعُوا صَلُّوا لَا يَرْكَعُونَ لَا يُصَلُّونَ ،

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَنْطِقُونَ ، وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْتِمُ ، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو الْوَانِ مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يَخْتِمُ عَلَيْهِمْ

মুজাহিদ (র) বলেন, جَمَالَاتٌ অর্থ উল্লেখশী। اَرْكَعُوا অর্থ صَلُّوا মানে সালাত আদায় কর। তারা কথা لَا يَنْطِقُونَ - নিম্নোক্ত আয়াত لَا يَصَلُّونَ অর্থ মানে তারা সালাত করে না। বলতে সক্ষম হবে না, وَاللَّهُ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ - আল্লাহর শপথ! আমরা কখনো মূর্শরিক ছিলাম না এবং الْيَوْمَ نَخْتِمُ আমি আজ মোহর লাগিয়ে দেবসমূহের মাঝে যে বৈপরীত্য আছে, এ সম্বন্ধে ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কখনো সে বলতে সক্ষম হবে এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আবার কখনো তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। তখন সে আর কোন কথা বলতে সক্ষম হবে না।

٤٥٦٥ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتُ ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقِيَتْ شَرْكُكُمْ كَمَا وَقِيَتْ شَرْهَا *

৪৫৬৫ মাহমুদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখছিলাম। তখন একটি সাপ বেরিয়ে এল। আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের থেকে দ্রুত চলে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে, তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

٤٥٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ * وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، وَقَالَ حَفْصُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ *

৪৫৬৬ আবদা ইবন আবদুল্লাহ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল সূত্রে আসওয়াদ ইবন আমির পূর্বের হাদীসটির অনুসরণ করেছেন। (অন্য সনদে) হাফস, আবু মুআবীয়া, এবং সুলায়মান ইবন কারম (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অপর এক সনদে) ইবন ইসহাক (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে ঠিক এমনি বর্ণনা করেছেন।

٤٥٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ ، إِذْ
نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ ، فَتَلَقَيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ،
إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوهَا ، قَالَ
فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقْتَنَا ، قَالَ فَقَالَ وَقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وَقِيَتْمْ شَرَّهَا .

৪৫৬৭ কুতায়বা (র) আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক গুহার মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা ওয়াল মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা হাসিল করছিলাম। এ সূরার তিলাওয়াতে তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।” আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে চলে গেল। বর্ণনাকারী বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যেমন এর অনিষ্ট হতে রক্ষা পেল, তেমনি ঠিক ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

بَابُ قَوْلِهِ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - “তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্কুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য।” (৭৭ : ৩২)

٤٥٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ
، قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصْرِ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ
فَنُسَمِّيهِ الْقَصْرَ .

[৪৫৬৮] মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আমির (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা তিন গজ বা এর চেয়ে ছোট কাঠের কাণ্ড সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। আর একেই আমরা **قَصْرٌ** বলতাম।

بَابُ قَوْلِهِ : كَانَتْ جَمَالَاتٌ صُفْرٌ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **كَانَتْ جَمَالَاتٌ صُفْرٌ** - “তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।” (৭৭ : ৩৩)

[৪৫৬৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : تَرَمَى بِشَرَرٍ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشَّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصْرَ ، كَانَتْ جَمَالَاتٌ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ .

[৪৫৬০] আমার ইব্ন আলী (র) আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চেয়ে অধিক লম্বা কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। এটাকেই আমরা **قَصْرٌ** বলতাম। **جَمَالَاتٌ صُفْرٌ** অর্থ জাহাজের রশি, যা জমা করে রাখা হত। এমনকি তা মধ্যম দেহী মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেত।

بَابُ قَوْلِهِ : هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না।” (৭৭ : ৩৫)

[৪৫৭.] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتُ فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَّقُهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنْ فَاهُ لَرَطَبٌ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْتُلُوهَا فَاَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقِيَتْ شَرْكُمُ كَمَا وَقِيَتْمْ شَرْهَا ، قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارِ بَمْنَى *

৪৫৭০ উমর ইব্ন হাফস (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গুহায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল ‘সূরা ওয়াল মুরসালাত’। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন, আর আমি তাঁর মুখ থেকে তা শিখছিলাম। তিলাওয়াতে তখনো তাঁর মুখ সিক্ত ছিল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি সাপ বেরিয়ে এলো। নবী করীম ﷺ বললেন, ওটাকে মেরে ফেল। আমরা ওদিকে দৌড়িয়ে গেলাম। কিন্তু সাপটি চলে গেল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেল, ঠিক তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল। উমর ইব্ন হাফস বলেন, এ হাদীসটি আমি তোমার পিতার কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। গুহাটি মিনায় অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে।

سُورَةُ النَّبَاِ

সূরা নাবা

قَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَا يَخَافُونَهُ ، لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
لَا يَكْلَمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهَاجًا مُضِيئًا عَطَاءً
حِسَابًا جَزَاءً كَافِيًا ، أَعْطَانِي مَا أَحْسَبْنِي ، أَيُّ كَفَانِي .

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا يَرْجُونَ حِسَابًا - তারা কখনও হিসাবের ভয় করত না। لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ - যাদেরকে আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, তাদের ব্যতীত তার কাছে আবেদন-নিবেদনের শক্তি কারো থাকবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَهَاجًا - প্রোজ্জ্বল, عَطَاءً - যথোচিত দান। যেমন বলা হয়, أَعْطَانِي مَا أَحْسَبْنِي অর্থাৎ সে আমাকে যথেষ্ট দান করেছে।

بَابٌ قَوْلُهُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا زُمْرًا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا - “সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।” (৭৮ : ১৮)

٤٥٧١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ
أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ أَبَيْتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ

أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يَنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجَبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

[৪৫৭১] মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবু হুরায়রা (রা)]-এর জনৈক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে-চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আব্দুল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন মেরুদণ্ডের হাড়ি ব্যতীত মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

সূরা নাযি'আত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْآيَةُ الْكُبْرَى عَصَاهُ وَيَدُهُ وَيُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخْرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمْعِ وَالْبَاحِلِ وَالْبَخِلِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخْرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمْرُقُ فِيهِ الرِّيحُ فَيَنْخَرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْحَافِرَةُ إِلَى أَمْرِنَا الْأَوَّلُ إِلَى الْحَيَاةِ : وَقَالَ غَيْرُهُ : أَيَّانَ مَرَسَاهَا مَتَى مُنْتَهَاهَا ، وَمَرُسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ تَنْتَهَى *

মুজাহিদ (র) বলেন, الْآيَةُ الْكُبْرَى-মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তার উজ্জ্বল হস্ত। وَالنَّاخِرَةُ ও النَّخْرَةُ এক অর্থবোধক শব্দ। যেমন الطَّمْعُ ও الطَّامِعُ এবং الْبَاحِلُ ও الْبَخِلُ এক অর্থবোধক শব্দ। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, النَّخْرَةُ অর্থ গলিত (হাড়ি) এবং النَّاخِرَةُ খোল হাড়ি, যার মধ্যে বাতাস ঢোকার পর আওয়াজ সৃষ্টি হয়। ইব্ন আক্বাস (রা) বলেন, الْحَافِرَةُ অর্থ পূর্ব

মَتَى مُنْتَهَاهَا أَيْ أَنْ مُرْسَهَا অর্থ আকবাস ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, কিয়ামতের শেষ কোথায়? যেমন (আরবী ভাষায়) যেথায় জাহাজ নোঙ্গর করে ঐ স্থানকে مُرْسَى السَّفِينَةِ বলে।

৪৫৭২. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعِيهِ هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلَى الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ *

৪৫৭২ আহমাদ ইবন মিকদাম (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে এভাবে একত্রিত করে বলেছেন, কিয়ামত ও আমাকে এরূপে পাঠানো হয়েছে।

سُورَةُ عَبَسَ

সূরা 'আবাসা

عَبَسَ كُلَّحَ وَأَعْرَضَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مُطَهَّرَةٌ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَأَلْمَدِيرَاتِ أَمْرًا جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التُّطْهِيرُ ، فَجَعَلَ التُّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا ، سَفَرَةُ الْمَلَائِكَةِ وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ ، سَفَرَتْ أَصْلَحَتْ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتْ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللَّهِ تَأْدِيَةً كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَصَدَّى تَغَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَمَّا يَقْضَى لَا يَقْضَى أَحَدٌ مَا أَمْرِيهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَرَهَّقَهَا تَغَشَّاهَا شِدَّةٌ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةَ أَسْفَارًا كُتِبَ تَلَهَّى تَشَاغَلَ ، يُقَالُ وَاحِدٌ الْأَسْفَارِ سَفَرٌ -

عَبَسَ অর্থ كَلَحَ ও أَعْرَضَ মানে সে জ্রকুষ্টিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। مُطَهَّرَةٌ অর্থ যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানে পূত-পবিত্র বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতটি আল্লাহর বাণী : فَأَلَمَدِیْرَاتُ أَمْرًا -এর মতই। পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা এবং সহীফা উভয়কেই مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। অথচ تَطْهِیْرٌ -এর সম্পর্কে মৌলিকভাবে সহীফার সাথে, ফেরেশতার সাথে নয়। তবে ফেরেশতা যেহেতু উক্ত সহীফার হামিল ও বাহক, এই হিসাবে ফেরেশতাকেও مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। سَفَرَةٌ অর্থ ফেরেশতা। এর এক বচন হচ্ছে سَافِرٌ। سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ অর্থ আমি তাদের বিরোধ মীমাংসা করে দিয়েছি। ওহী নাযিল করত তা নবীদের পর্যন্ত পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ফেরেশতাদেরকে سَفِیْر (দূত) সদৃশ ঘোষণা করেছেন যিনি কওমের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করেন। অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, تَمَدَّى অর্থ সে এর থেকে অমনোযোগিতা প্রকাশ করেছে। মুজাহিদ (র) বলেন, لَمَّا يَقْضَى أَحَدٌ لَمَّا يَقْضِ অর্থ ইবন আব্বাস (রা) মানে তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। مُسْفَرَةٌ অর্থ مُسْفَرَةٌ -মানে সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে এক মহাবিপদ। تَغْشَاهَا شِدَّةٌ অর্থ تَرَهَقُهَا বলা, مُشْرِقَةٌ মানে উজ্জ্বল। بِأَيْدِي سَفَرَةٍ অর্থ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা। ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন, أَسْفَارًا অর্থ كُتِبَ মানে পুস্তকসমূহ। تَشَاغَلَ অর্থ تَلَهَّى - মানে তুমি মশগুল হলে। বলা হয় سَفَرٌ এর একবচন سَفِيرٌ।

۴৫৭৩ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بَنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ *

৪৫৭৩ আদম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফেজ পাঠক লিপিকর সম্মানিত ফেরেশতার মত। অতি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন শরীফ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

সূরা তাকবীর

أُنْكَدَرْتُ أَنْتَثَرْتُ، وَقَالَ الْحَسَنُ، سَجَرْتُ ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى

قَطْرَةً، وَقَالَ مُجَاهِدٌ، الْمَسْجُورُ الْمَمْلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ، سَجَرَتْ
 أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا، وَالْخُنْسُ تَخْنِسُ فِي
 مُجَرَّاهَا تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ تَسْتَتِرُ كَمَا تَنْكِسُ الظُّبَاءُ تَنْفُسُ ارْتَفَعَ
 النَّهَارُ، وَالظَّنَيْنِ الْمُتَّهَمُ، وَالضَّنَيْنِ يَضَنُّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ النَّفُوسُ
 زُوِّجَتْ يَزُوجُ نَظِيرُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ أَحْشَرُوا الَّذِينَ
 ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ عَسْعَسَ أَدْبَرَ -

سَجَرَتْ অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, الْمَسْجُورُ অর্থ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, سَجَرَتْ অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে এক সমুদ্রে পরিণত হবে। الْخُنْسُ অর্থ নিজের গতিপথে পশ্চাদপসরণকারী। تَكْنِسُ অর্থ সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা ঢাকা দেয়। تَنْفُسُ অর্থ যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। الظَّنَيْنِ অর্থ অপবাদ দানকারী। الضَّنَيْنِ অর্থ বখিল, কৃপণ। উমর (রা) বলেছেন, النَّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থ প্রত্যেককে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশত ও দোযখে জুড়ে দেয়া হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ (একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরগণকে) আয়াতাংশটি পাঠ করলেন। عَسْعَسَ অর্থ অবসান হয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

সূরা ইনফিতার

وَقَالَ الرَّبِّيعُ بْنُ خُشَيْمٍ، فَجَرَّتْ فَاضَتْ، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ،
 فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأَهُ أَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيدِ وَارَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ
 وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيحٌ وَطَوِيلٌ
 وَقَصِيرٌ -

রাবী ইব্ন খুশাইম (র) বলেন, **فُجِّرَتْ** অর্থ- প্রবাহিত হবে, আ'মাশ এবং ওয়াসিম (র) **فَعْدَلَك** তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন এবং হিজায়ের অধিবাসী **فَعْدَلَك** তাশদীদ-এর সাথে পড়তেন। অর্থ তিনি তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন। যারা **فَعْدَلَك** তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন, তারা বলেন, এর অর্থ হল, তিনি তোমাকে সুন্দর বা কুৎসিৎ; লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা, সৃষ্টি করেছেন।

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

সূরা মুতাফফিফীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَأَى ثَبْتَ الْخَطَايَا ، ثَوْبَ جُوزَى وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفِّفُ لَا يُوفِّي غَيْرُهُ -

মুজাহিদ (র) বলেন, **رَأَى** অর্থ গুনাহের জন্য। **ثَوْبَ** অর্থ প্রতিদান দেয়া হল। মুজাহিদ ব্যতীত অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, **الْمُطَفِّفُ** অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অন্যকে মাপে পুরা দেয় না।

٤٥٧٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنِيهِ -

٨٥٩٨ [ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ] **يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** [যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।] (৮৩ : ৬)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে দিন প্রত্যেকের কর্তব্য লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

سُورَةُ الْأَنْشِقَاقِ

সূরা ইনশিকাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَسَبَقَ جَمَعَ

مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ لَا يَرْجِعُ إِلَيْنَا -

মুজাহিদ (র) বলেন, كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ অর্থাৎ সে পশ্চাৎদিক হতে নিজের আমলনামা গ্রহণ করবে।
وَسَبَقُ অর্থ সে যেসব জীবজন্তু জমা করে। ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَحُورَ অর্থ সে ভাবত যে, সে কখনই
আমার কাছে ফিরে আসবে না।

৪৫৭৫ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ
يَحْيَى عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ إِلَّا
هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا
يُسِيرًا ، قَالَ ذَاكَ الْعَرَضُ يُعْرَضُونَ ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابُ هَلَكَ -

৪৫৭৫ সুলায়মান ইবন হারব (রা) আয়েশা (রা) ও মুসাদ্দ (র) আয়েশা (রা) থেকে
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া
হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার
জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ্ কি বলেননি, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ
حِسَابًا يُسِيرًا - “যার আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ
কথা শুনে রাসূলুদ্বাহ ﷺ বললেন, এ আয়াতে তো আমলনামা কিভাবে দেয়া হবে তার উল্লেখ করা
হয়েছে, অন্যথায় যার চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - “নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ
করবে।” (৮৪ : ১৯)

৪৫৭৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو
بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا
عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هَذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ -

৪৫৭৬ সাঈদ ইব্ন নাযর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَتَرْكَبُنَّ (তারা যাবত) -এর মর্মার্থ হচ্ছে, এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবীই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

سُورَةُ الْبُرُوجِ

সূরা বুরুজ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْأَخْدُوْدُ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ ، فَتَنُّوْا عَذَّبُوْا -

মুজাহিদ (র) বলেন, الْأَخْدُوْدُ অর্থ মাটিতে ফাটল। فَتَنُّوْا - তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

سُورَةُ الطَّارِقِ

সূরা তারিক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ ، ذَاتِ الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ
بِالنَّبَاتِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ এ মেঘপুঞ্জ যা বৃষ্টি নিয়ে আসে। ذَاتِ الصَّدْعِ অর্থ এ যমীন যা উদ্ভিদ উদ্গত হওয়ার সময় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

سُورَةُ الْأَعْلَى

সূরা আ'লা

٤٥٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
الْبَرَاءِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ

عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَجَعَلَا يُقْرَأَانِ الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ
وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا
رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ ، فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَاءِدَ
وَالصَّبِيَّانَ يَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُوْرٍ مِثْلَهَا -

[৪৫৭৭] আবদান (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন মুসআব ইবন উমায়র (রা) ও ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদেরকে কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। এরপর এলেন, আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রা)। এরপর এলেন বিশজন সাহাবীসহ উমর ইবন খাত্তাব (রা)। তারপর এলেন নবী ﷺ। বারা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর আগমনে মদীনাবাসীকে এত বেশি আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বলছিল যে, ইনিই তো আল্লাহর সেই রাসূল, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আসার আগেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى অনুরূপ আরো কিছু সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

সূরা গাশিয়া

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارَى ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، عَيْنٌ أُنِيَّةٌ
بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيمٌ أَنْ بَلَغَ إِنَاهُ ، لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغِيَّةٍ
شَتْمًا ، الضَّرِيْعُ نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشَّبْرُقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيْعَ
إِذَا يَبَسَ وَهُوَ سَمٌّ ، بِمَسِيْطَرٍ بِمُسْلَطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ ، وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ إِيَابَهُمْ مَرْجِعُهُمْ -

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (ক্লিষ্ট-ক্লান্ত) বলে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, **حَمِيمٌ** أَنْ عَيْنٌ أُنِيَّةٌ অর্থ টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝরনাধারা। এক-**ضَرِيعٌ** অর্থ সেথায় তারা গালি-গালাজ শুনবে না। চরম ফুটন্ত পানি। **لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ** (তা যখন সবুজ থাকে তখন) তাকে **شَبِيرٌ** বলা হয়, আর যখন শুকিয়ে যায়, তখন হিজাবাসীরা একেই **ضَرِيعٌ** বলে। এ এক প্রকার বিষাক্ত আগাছা। **بِمُسَيْطَرٍ** -কর্ম নিয়ন্ত্রক। শব্দটি **س** ও **ص** উভয় বর্ণ দিয়েই পড়া হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, **أَيَابُهُمْ** অর্থ - তাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান।

سُورَةُ الْفَجْرِ

সূরা ফাজর

وَقَالَ مُجَاهِدٌ، الْوَتَرُ اللَّهُ، إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيمَةِ، وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُودٍ لَا يَقِيمُونَ يَعْنِي أَهْلَ خِيَامٍ سَوَّطٍ عَذَابِ الذِّئِ عَذَّبُوا بِهِ أَكْثَرَ لَمَّا السَّفُ، وَجَمًّا الْكَثِيرُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفَعٌ، السَّمَاءُ شَفَعٌ، وَالْوَتَرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَقَالَ غَيْرُهُ، سَوَّطٌ عَذَابِ كَلِمَةٍ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيهِ السَّوَّطُ، لِبِالْمَرْصَادِ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تَحَاضُّونَ تَحَافِظُونَ، وَتَحَضُّونَ تَأْمُرُونَ بِإِطَاعِهِ الْمُطْمَئِنَّةُ الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَى اللَّهِ وَأَطْمَأَنَّ اللَّهُ إِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوحِهَا وَأَدْخَلَهَا إِلَى الْجَنَّةِ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوا نَقَبُوا مِنْ جَيْبِ الْقَمِيصِ قَطَعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا، لَمَّا لَمَمَتْهُ أَجْمَعُ أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, الْوَتْرُ মানে বেজোড়। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। اَرَمَ ذَاتُ الْعِمَادُ বলে প্রাচীন এক কওমকে বোঝানো হয়েছে। الْعِمَادُ অর্থ খুঁটি ও স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে না; তারা তাঁর পেতে জীবন যাপন করে (যাযাবর)। سَوَاطِ عَذَابٍ মানে যাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। اَكْلًا لِّمَا السَّفُ মানে সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করা। جَمًا অর্থ অতিশয়। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহর সকল সৃষ্টিই হল জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা; তবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন বেজোড়। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য সকলেই বলেছেন, আরবরা সর্ব প্রকার শাস্তির ক্ষেত্রে سَوَاطِ عَذَابٍ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যে কোন শাস্তি سَوَاطِ عَذَابٍ এর অন্তর্ভুক্ত। لِبِالْمَرْصَادِ অর্থ তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। تَحَاضُّونَ অর্থ তোমরা হেফাজত করে থাক। تَحَاضُّونَ অর্থ তোমরা খাদ্য দান করতে আদেশ করে থাক। الْمُطْمَئِنَّةُ اَيَّتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ হাसान (রা) বলেন, বলে এমন আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে আল্লাহ্ মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহও তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত থাকেন এবং সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তার রূহ কবয় করার আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন جَابُوا অর্থ তারা ছিদ্র করেছে। جَيْبُ الْقَمِيصِ থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে, জামার পকেট কাটা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে, يَجُوبُ الْفَلَاةُ সে মাঠ অতিক্রম করছে। لَمَّا لَمَمْتَهُ أَجْمَعَ বলা হলে এর অর্থ হবে - আমি এর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি।

سُورَةُ الْبَلَدِ

সূরা বালাদ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ، بِهَذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ
وَوَالِدِ أَدَمَ، وَمَا وَلَدَ، لِبَدًا كَثِيرًا، وَالنَّجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ، مَسْغَبَةٌ
مَجَاعَةٌ مَتْرَبَةٌ السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ، يُقَالُ فَلَا أُقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ، فَلَمَّ
يَقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ، وَمَا يَقْتَحِمُ الْفِيلُ
الْعَقَبَةَ، فَكَ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ -

মুজাহিদ (র) বলেন, **بِهَذَا الْبَلَدِ** বলে মক্কা শরীফকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্য মানুষের উপর যে গুনাহ হবে, তোমার তা হবে না। **وَالِدَ** মানে আদম (আ)। **وَمَا وَلَدَ** মানে যা সে জন্ম দেয়, **لِبَدًا** অর্থ প্রচুর। **وَالنَّجْدَيْنِ** মানে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। **مَسْغَبَةٍ** অর্থ ক্ষুধা। **مَتْرَبَةٍ** মানে ধুলায় লুপ্তিত। বলা হয় **فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ** মানে সে দুনিয়ার বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি। এরপর আল্লাহ তা'আলা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, তুমি কি জান বন্ধুর গিরিপথ কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহাৰ্য্য দান।

سُورَةُ الشَّمْسِ

সূরা শামস

وَقَالَ مُجَاهِدٌ، **بِطُغَوَاهَا بِمَعَاصِيهَا**، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحَدٍ -

মুজাহিদ (র) বলেন, **بِطُغَوَاهَا** অবাধ্যতাবশত বা নাফরমানীর কারণে। **وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا** কারো পরিণামের জন্য আল্লাহর আশংকা করবার কিছু নেই।

٤٥٧٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالذِّي عَقَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا أَنْبَعَتْ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ، وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرِطَّةِ، وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -

-কে খুতবা দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামুদের প্রতি প্রেরিত উষ্ট্রী ও তার পা কাটার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর রাসূল **اِذَا انْبَعَثَ اَشْقَاهَا** -এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল যে সে সমাজের মধ্যে আবু যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিদর ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সাথে এক বিছানায় গিয়ে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির উপর যে কাজটি সেও করে। (অন্য সনদে) আবু মুআবীয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন আবু যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী **ﷺ** বলেছেন, যুবায়র ইবন আওআমের চাচা আবু যাম'আর মত।

سُورَةُ اللَّيْلِ

সূরা লায়ল

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِالْحُسْنَى بِالْخَلْفِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، تَرَدَّى مَاتَ ، وَتَلَطَّى تَوَهَّجَ ، وَقَرَأَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ تَتَلَطَّى .

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, بِالْحُسْنَى অর্থ بِالْخَلْفِ অর্থাৎ প্রতিদানে অস্বীকার করল। মুজাহিদ (র) বলেন, تَرَدَّى অর্থ যখন যে মরে যাবে। تَلَطَّى মানে লেলিহান অগ্নি। উবায়দ ইবন উমায়র (র) শব্দটিকে تَتَلَطَّى পড়তেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى - “কসম শপথ দিবসের, যখন তা আবির্ভূত হয়।” (৯২ : ২)

٤٥٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بَنَاءُ أَبَوَا الدَّرْدَاءِ فَاتَانَا فَقَالَ أَفِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ فَايُكُمُ أَقْرَأُ فَأَشَارُوا إِلَيَّ ، فَقَالَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَىٰ ، قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهَا . مِنْ فِي سَاحِبِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ ﷺ وَهَؤُلَاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا .

৪৫৭৯ কাবীসা ইবন উকবা (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর একদল সাথীর সঙ্গে সিরিয়া গেলাম। আবু দারদা আমাদের কাছে এসে বললেন, কুরআন পাঠ করতে পারেন, এমন কেউ আছেন কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আপনাদের মাঝে উত্তম কারী কে? লোকেরা ইশারা করে আমাদের দেখিয়ে দিলে তিনি আমাদের বললেন, - وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ - “তিলাওয়াত শুনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আপনার উস্তাদ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের মুখে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি নবী ﷺ-এর মুখে শুনেছি। কিন্তু তারা (সিরিয়াবাসী) তা অস্বীকার করছে।

بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

অনুচ্ছেদ : আব্দুল্লাহর বাণী : وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ - “এবং শপথ তাঁর যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন।” (৯৩ : ২)

৪৫৮০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكْرُ وَالْأُنْثَىٰ ، قَالَ أَشْهَدُوا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ وَقَرَأَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ، وَاللَّهُ لَا أَتَابِعُهُمْ .

৪৫৮০ উমর ইবন হাফস (র) ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর কতিপয় সাথী আবুদদারদা (রা)-এর কাছে আগমন করলেন। তিনিও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ

(রা)-এর কিরাআত অনুযায়ী কে কুরআন পাঠ করতে পারে। আলকামা (রা) বললেন, আমরা সকলেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল হাফিয কে? সকলেই আলকামার প্রতি ইঙ্গিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ (ব্যতীত) কীভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা (র) বললেন, আমি তাকে পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবদুদারদা (রা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও নবী ﷺ-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চাচ্ছে, আমি যেন আয়াতটি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ পড়ি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কথা মানবো না।

بَابُ قَوْلِهِ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ - “সুতরাং কেউ দান করলে এবং মুত্তাকী হলে।” (৯২ : ৫)

৪৫৮১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ اْعْمَلُوا فِكُلُّ مُيسَّرٍ ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ لِلْعُسْرَىٰ .

৪৫৮১ আবু নূ'আইম (রা) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে এক জানাযায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামে ঠিক হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

بَابُ قَوْلِهِ : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ - “এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।” (৯২ : ৬)

৪৫৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا قَعُودًا
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

৪৫৮২ মুসাদ্দাদ (রা) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসে ছিলাম। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

بَابُ قَوْلِهِ : فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى -

অনুচ্ছেদ : আব্বাহর বাণী : فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - “আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।”
(৯২ : ৭)

৪৫৮৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ
عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُتُ فِي
الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ
الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ ، قَالَ ااعْمَلُوا فِكُلُّ مَيْسَرٍ ، فَأَمَّا
مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهِ
مَنْصُورٌ فَلَمْ أَنْكَرْهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ .

৪৫৮৩ বিশ্বর ইবন খালিদ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি একটি কাঠি হাতে নিয়ে এর দ্বারা মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুস্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যার যা উত্তম তা বর্জন করলে তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। শুবা (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি আমার কাছে মানসূর বর্ণনা করেছেন। তাকে আমি সুলায়মানের হাদীসের ব্যতিক্রম মনে করেনি।

بَابُ قَوْلِهِ : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَاسْتَغْنَى - “এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে।” (৯২ : ৮)

৪৫৮৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ ، قَالَ لَا أَعْمَلُوا فِكْلٌ مُيَسَّرٌ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى .

৪৫৮৪ ইয়াহুইয়া (রা) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কী আমরা তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব? তিনি বললেন, না তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - “এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে।” (৯২ : ৯)

৪৫৮৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مَخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ

مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ
وَالْأَقْدَ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَلَا
نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ
فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ
إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ
السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ ، ثُمَّ قَرَأَ :
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةِ .

৪৫৮৫ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে গিয়ে বসলাম। এ সময় তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি তার মাথাখানা অবনমিত করে, এর দ্বারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ এমন নেই অথবা বললেন, কোন সৃষ্টি এমন নেই জান্নাতে বা জাহান্নামে যার স্থান নির্ধারিত হয়নি। কিংবা তাকে ভাগ্যবান বা হতভাগা লেখা হয়নি। এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাহলে আমল বর্জন করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কী নির্ভর করে বসব? , আমাদের মধ্যে যে সৌভাগ্যবান, সে তো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মাঝেই শামিল হয়ে যাবে, আর আমাদের মাঝে যে হতভাগা, সে তো হতভাগা লোকদের আমলের দিকেই এগিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। আর দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, “সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।”

بَابُ قَوْلِهِ : فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : - “فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى” - “আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।”

(৯২ : ৭)

৪৫৮৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ
عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ
ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ ، فَقَالَ مَا مِنْكُمْ

مِنْ أَحَدٍ ، إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ أَعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةِ -

৪৫৮৬ আদম (র) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জানাযায় নবী ﷺ উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে এ দ্বারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর কী নির্ভর করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আমল করতে থাক, কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্য লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

سُورَةُ الضُّحَى

সূরা দুহা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى اسْتَوَى . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَظْلَمَ وَسَكَنَ ، عَائِلًا فَأَغْنَى ذُو عِيَالٍ .

মুজাহিদ (র) বলেন, إِذَا سَجَى অর্থ - যখন তা সমান সমান হয়, মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্যরা বলেন, إِذَا سَجَى অর্থ - إِذَا أَظْلَمَ وَسَكَنَ মানে যখন তা নিঝুম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।
عَائِلًا অর্থ - ذُو عِيَالٍ মানে নিঃস্ব।

بَابُ قَوْلِهِ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ - “তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।” (৯৩ : ৩)

৪৫৮৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ قَالَ اشْتَكَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِيبَكَ مِنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ *

৪৫৮৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র) জুনদুব ইবন সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতার দরুন রাসূল ﷺ দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেন নি। এ সময় জনৈক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। দুই কিংবা তিনদিন যাবত তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, শপথ পূর্বাহের, “শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।” (৯৩ : ৩)

بَابُ قَوْلِهِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ يَقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ مَا تَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا تَرَكَكَ وَمَا أَبْغَضَكَ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ - “তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৯৩ : ৩) مَا وَদَّعَكَ وَمَا وَদَّعَكَ শব্দটি ও তখ্ফিফ ও তশ্দিদ অর্থাক। উভয় ভাবেই পড়া যায়। উভয় অবস্থাতে অর্থ একই। তোমাকে রব পরিত্যাগ করেননি। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।

৪৫৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ ، قَالَتْ أَمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَىٰ صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَاكَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ -

৪৫৮৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) জুনদাব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি দেখছি, আপনার সাথী আপনার কাছে ওহী নিয়ে আসতে বিলম্ব করে ফেলছে। তখনই নাযিল হল : তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

سُورَةُ الْأَنْشُرَاحِ

সূরা ইনশিরাহ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَزَرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقَلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .
 قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : أَيُّ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخِرَ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ
 تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسْنَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْنِ وَقَالَ
 مُجَاهِدٌ : فَانْصَبَ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَلَمْ
 نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, وَزَرَكَ অর্থ জাহিলী যুগের বোঝা। أَنْقَضَ মানে অতিশয় কষ্টদায়ক। مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর ব্যাখ্যায় ইবন উয়াইয়া (র) বলেন, এ কঠিন অবস্থার পরই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন, تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسْنَيْنِ, আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ। একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, فَانْصَبَ অর্থ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন নবী ﷺ -এর বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

سُورَةُ التِّينِ

সূরা তীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَمَا

يُكَذِّبُكَ فَمَا الَّذِي يُكَذِّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدْأَنُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالنُّوَابِ وَالْعِقَابِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে التين والزيتون বলে ঐ তিন ও যায়তুনকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ খায়। فما يكذبك মানে মানুষকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে এ সম্বন্ধে কোন জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী করে। অর্থাৎ শাস্তি কিংবা পুরস্কার দানের ব্যাপারে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে কে?

৪৫৮৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي أَحَدَى الرُّكْعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ -

৪৫৮৯ হাজ্জাজ ইবন মিন্‌হাল (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরে থাকাকালে সময় 'ইশার সালাতের দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে 'সূরা তীন' পাঠ করেছেন।

سُورَةُ الْعَلَقِ

সূরা আলাক্

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حُمَادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ فِي أَوَّلِ الْإِمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَجْعَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَادِيَهُ عَشِيرَتُهُ ، الزَّبَانِيَةُ الْمَلَائِكَةُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ الرَّجْعِيُّ الْمَرْجِعُ ، لَنَسْفَعًا قَالَ لَنَأْخُذَنَ وَلَنَسْفَعَنَ بِالنُّونِ وَهِيَ الْخَفِيفَةُ ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ أَخَذْتُ -

কুতায়বা (র) হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআন শরীফের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ এবং দুই সূরার মাঝে একটি রেখা টেনে দাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, نَادِيَةٌ অর্থ গোত্র। الزَّبَانِيَّةُ অর্থ ফেরেশতা। মা'মার (রা) বলেন, الرَّجْعِيُّ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। لَنَسْفَعًا মানে لَنَأْخُذَنَّ শব্দটি নون খফিফে এর সাথে। আমি অবশ্যই পাকড়াও করব। سَفَعَتْ بِيَدِهِ অর্থ আমি তাকে হাত দ্বারা ধরলাম।

৪৫৯. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ * حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنَّ الْبَغْدَادِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَزْمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ سَلْمُوعِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّنُ التَّعَدُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ : عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرْجَفُ بَوَادِرِهِ حَتَّى دَخَلَ خَدِيجَةَ ، فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَرَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي

لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ
لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ
الْكُلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ .
فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِجَةُ حَتَّى آتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ
خَدِجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ أُمْرًا تَنْصُرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ
الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْأَنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ ،
وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ خَدِجَةُ يَا عَمُّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ
أَخِيكَ ، قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَبَرَ
مَا رَأَى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى لِيَتَنَبَّأَ فِيهَا
جَذَعًا لِيَتَنَبَّأَ أَكُونَ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُخْرِجِي
هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا أَوْذَى وَإِنْ يَدْرِكْنِي
يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوَفِّيَ وَفَتَرَ
الْوَحْيُ فِتْرَةً حَتَّى حَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ
فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي
سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي
بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَفَرَّقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ
فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَرُوهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ
وَهِيَ الْأَوْتَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ .

৪৫৯০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র ও সাঈদ ইবন মারওয়ান (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নবী ﷺ-এর প্রতি ওহী শুরু করা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত তাহানুহ করতেন। তাহানুহ মানে বিশেষ নিয়মে ইবাদত করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি বিবি খাদীজার কাছে ফিরে এসে পুনরায় অনুরূপ কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় আকস্মিক তার কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছল। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, পড়ুন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। এরপর তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন এবারও আমি অতীব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক^১ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমাম্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তাঁর কাঁধের গোশত ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। খাদীজার কাছে পৌঁছেই তিনি বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন সকলেই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা আমার কি হল? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা শুনে খাদীজা (রা) বললেন, কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদে লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা মফিক আরবী ভাষায় ইনজীল কিতাব অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বুদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাত ভাই। আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা, কি হয়েছে তোমার? নবী ﷺ যা দেখেছিলেন, সব কিছুর সংবাদ তাকে জানালেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! সে সময় আমি যদি যুবক হতাম। আহ! সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ বললেন, সত্যিই তারা কি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তারা তোমাকে বের করে দেবে। তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, এ দাওয়াত যে-ই নিয়ে এসেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার নবুয়তকালে আমি জীবিত

১. আলাক- সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড, এমন কিছু যা লেগে থাকে।

থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বতোভাবে সাহায্য করতাম। এরপর ওয়ারাকা বেশি দিন বাঁচেন নি; বরং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। এতে রাসূল ﷺ ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। (অন্য এক সনদে) মুহাম্মদ ইবন শিহাব (র) আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ ওহী বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময় আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় আসতেন, তিনিই আসমান ও জমীনের মাঝখানে পাতা কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে বজ্রাবৃত কর, আমাকে বজ্রাবৃত কর। সুতরাং সকলেই আমাকে বজ্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “হে বজ্রাচ্ছাদিত। ওঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।” (৭৪ : ১-৫) আবু সালমা (রা) বলেন, আরবরা জাহেলী যুগে সে সব মূর্তির পূজা করত الرَّجَزُ বলে ঐ সব মূর্তিকেই বোঝানো হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে ওহীর সিলসিলা অব্যাহত থাকে।

بَابُ قَوْلِهِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - “তিনি মানুষকে আলাক হতে সৃষ্টি করেছেন।” (৯৬ : ২)

৪৫৭১ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّوْيَا الصَّالِحَةَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ ، فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .

৪৫৯১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। (৯৬ : ১-৫)

بَابُ قَوْلِهِ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত।”

৪৫৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَوَّلُ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .

৪৫৯২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পাঠ কর,
তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর
তোমার প্রতিপালক মহা মহিমাম্বিত। (৯৬ : ১-৫)

بَابُ قَوْلِهِ : الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - “যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।” (৯৬ : ৪)

৪৫৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةَ
فَقَالَ زَمِلُونِي زَمِلُونِي ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

৪৫৯৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর রাসূল
খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আমাকে বজ্রাবৃত কর, আমাকে বজ্রাবৃত কর। এরপর
রাবী সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

بَابُ قَوْلِهِ : كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
“সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাঁকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের
কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।” (৯৬ : ১৫-১৬)

৪৫৯৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ
مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَّانٌ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ

فَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ * تَابِعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ -

৪৫৯৪ ইয়াহুইয়া (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহ্ল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার পার্শ্বে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেছেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতা তাকে পাকড়াও করবে। উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে আবদুল করীম থেকে আমার ইবন খালিদ এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُورَةُ الْقَدْرِ

সূরা কাদর

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ، وَالْمَطْلَعُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَطْلُعُ مِنْهُ، أَنْزَلْنَاهُ
: الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْآنِ، أَنْزَلْنَاهُ مَخْرَجَ الْجَمْعِ، وَالْمُنْزَلُ هُوَ اللَّهُ،
وَالْعَرَبُ تَوَكَّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ -

হ-এর- اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ । অর্থ উদয় হওয়া, পক্ষান্তরে الْمَطْلَعُ মানে উদয়স্থল।
সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।
যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কুরআন নাযিলকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। বস্তুত
কোন বস্তুর গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য আরবরা একবচনের ক্রিয়াপদকে বহুবচনে
ব্যবহার করে থাকে।

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

সূরা বায়্যিনা

مُنْفَكَيْنِ زَائِلَيْنِ، قِيَمَةُ الْقَائِمَةِ دَيْنُ الْقِيَمَةِ أَضَافَ الدِّينَ إِلَى الْمُؤْنِثِ

سَمَانِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ
فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ -

[৪৫৯৭] আহমদ ইবন আবু দাউদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ উবায় ইবন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উবায় ইবন কা'ব (রা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে কি আমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে তাঁর উভয় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

سُورَةُ الزُّلْزَالِ

সূরা যিল্‌যাল

يُقَالُ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى إِلَيْهَا وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ -

বলা হয়, একই অর্থবোধক। وَحَى إِلَيْهَا ও وَحَى لَهَا - أَوْحَى إِلَيْهَا - أَوْحَى لَهَا

بَابٌ قَوْلُهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

অনুবাদ : আল্লাহর বাণী : “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে, সে তা দেখবে।” (৯৯ : ৭)

[৪৫৯৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لثَلَاثَةِ : لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَطَاعَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ أَنَّهَا

قَطَعَتْ طِيلَهَا فَأُسْتَنْتَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَرْوَأْتُهَا
حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقَى بِهِ،
كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا
وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظَهْرُهَا فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ
رَبَطَهَا فَخَرَأَ وَرِيَاءٌ وَنَوَاءٌ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزُرٌ فَسُئِلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
عَنِ الْحُمْرِ، قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَةُ الْجَامِعَةَ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৮ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের ঘোড়া থাকে। এক শ্রেণীর মানুষের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, এক শ্রেণীর মানুষের জন্য হয় তা (গুনাহ্ থেকে) আবরণস্বরূপ এবং এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি তা হয় গুনাহর কারণ। যার জন্য তা সওয়াবের কারণ হয়, তারা সেসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে সে যা কিছু খায় তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসাবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজ স্থান অতিক্রম করে এক/দু উঁচু স্থানে চলে যায়, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি সওয়াব লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি কোন নহরের কিনারায় গিয়ে নিজে নিজেই পানি পান করে নেয়—মালিকের সেখানে থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ ঘোড়া এ ব্যক্তির জন্য তো হল সওয়াবের কারণ; আরেক শ্রেণীর লোক যাদের জন্য এ ঘোড়া (গুনাহ্ হতে) আবরণ, তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের থেকে মুখাপেক্ষী না থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা পালন করে থাকে। কিন্তু তাতে আল্লাহর যে হুক রয়েছে তা দিতে ভুলে যায় না। এ শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ঘোড়া হচ্ছে পর্দা। আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক যারা গর্ব প্রদর্শনীর মনোভাব ও দুষমনীর উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে। এ ঘোড়া হচ্ছে তাদের জন্য গুনাহর কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এইঃ “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।” (৯৯ : ৭-৮)

بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।” (৯৯ : ৭-৮)

৪৫৭৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ ، فَقَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَى فَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

৪৫৭৭ ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই আয়াতটি ব্যতীত আমার প্রতি আর কোন আয়াতই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি হচ্ছে এই : “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।” (৯৯ : ৭-৮)

سُورَةُ الْعَادِيَّاتِ

সূরা আদিয়াত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَنُودُ الْكَفُورُ ، يُقَالُ : فَاتَّرَنَ بِهِ نَقْعًا ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ، لَشَدِيدٍ لَبْخِيلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدٌ ، حُصِّلَ مُيزٌ -

মুজাহিদ (র) বলেন, الْكَنُودُ الْكَفُورُ অর্থ অকৃতজ্ঞ। فَاتَّرَنَ بِهِ نَقْعًا -সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। لِحُبِّ الْخَيْرِ মানে ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বতের কারণে। لَشَدِيدٍ মানে অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবী ভাষায় شَدِيدٌ বলা হয়। حُصِّلَ মানে مُيزٌ অর্থ পৃথক করা হবে।

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

সূরা কারি‘আ

كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوثِ كَغَوَاةٍ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَذَلِكَ النَّاسُ
يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، كَالْعِهْنِ كَالْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ
كَالصُّوفِ -

كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوثِ মানে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। পতঙ্গ যেমন একটি আরেকটির ওপর পতিত হয়,
ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ আরেকজনের ওপর পতিত হবে। كَالْعِهْنِ অর্থ كَالْوَانِ الْعِهْنِ মানে
বিভিন্ন রকমের তুলার মত। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) كَالصُّوفِ পড়েছেন।

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

সূরা তাকাহুর

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : التَّكْوِيْنُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, التَّكْوِيْنُ - ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

سُورَةُ الْعَصْرِ

সূরা ‘আসর

يَقُولُ الدَّهْرُ أَقْسَمَ بِهِ

বলা হয় عَصْرٌ অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

سُورَةُ الْهُمَزَةِ

সূরা হুমাযা

الْحُطْمَةُ أَسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرٍ وَلَظَى

‘হুমাযা’ ও ‘সাকার’ যেমন দোযখের নাম, তেমনি ‘হুতামা’ও একটি দোযখের নাম।

سُورَةُ الْفِيلِ

সূরা ফীল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَبَا بَيْلٍ مُتَتَابِعَةٌ مُجْتَمِعَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ
سَجِيلٍ هِيَ سَنَكٍ وَكِلَ

কিল থেকে কিল ও সেনক সজীল, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, سَجِيلٍ শব্দটি সেনক ও কিল থেকে আরবীকৃত অআরবী শব্দ (এর অর্থ হল পাথর ও মাটির টিল)।

سُورَةُ قُرَيْشٍ

সূরা কুরায়শ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِأَيِّلَافٍ الْفُؤَا ذَلِكْ ، فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ
وَالصَّيْفِ وَأَمْنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لِأَيِّلَافٍ
لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشٍ -

মুজাহিদ (রা) বলেন, لِأَيِّلَافٍ মানে তারা এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। ফলে, শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য

কষ্টকর হয় না। وَأَمْنَهُمْ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম শরীফের মাঝে তাদের সর্বপ্রকার শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন, (لَا يَلَا فِ قَرِيْشٍ) মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

سُورَةُ الْمَاعُونِ

সূরা মাউন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَدْعُ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَمْتُ ، يَدْعُوْنَ يَدْفَعُوْنَ ، سَاهُوْنَ لَاهُوْنَ ، وَالْمَاعُوْنَ الْمَعْرُوْفُ كُلُّهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْمَاعُوْنَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوْضَةُ ، وَأَدْنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, يَدْعُ সে তাকে হক না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বলা হয় এ শব্দটি دَعَمْتُ শব্দ থেকে উদ্গত। يَدْعُوْنَ অর্থ তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। سَاهُوْنَ অর্থ উদাসীন। - الْمَاعُوْنَ - সর্ব প্রকার কল্যাণকর কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ বলেন, الْمَاعُوْنَ অর্থ পানি। ইকরামা (রা) বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হচ্ছে যাকাত প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিস ধার দেয়া।

سُورَةُ الْكَوثرِ

সূরা কাউছার

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شَانِنِكَ عَدُوُّكَ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, شَانِنِكَ তোমার শত্রু।

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ٤٦٠.

لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ
الْلُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِئِيلُ؟ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ -

[৪৬০০] আদম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী ﷺ-এর মিরাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌছলাম, যার উভয় তীরে খোখলাকৃত মোতির তৈরি গল্পজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্রাইল! এটা কি? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার।

[৬.১] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي
إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ أَعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ
مُجَوَّفٌ أَنْيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ رَوَاهُ زَكَرِيَاءُ وَأَبُو الْأَحْوَسِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ
أَبِي إِسْحَقَ -

[৪৬০১] খালিদ ইবন ইয়াযীদ কাহিলী (র) আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ তা'আলার বাণী الْكَوْثَرُ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর যা তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো রয়েছে খোখলা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির অনুরূপ। (অন্য সনদে) যাকারিয়া (র) আবু ইসহাক (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[৬.২] حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ
الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرِ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ النَّاسَ
يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدُ النَّهْرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ
الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ أَيَّاهُ -

[৪৬০২] ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এ এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবু বিশর (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-কে বললাম, লোকেরা মনে করে যে, কাউছার হচ্ছে জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সাঈদ (র) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী ﷺ-কে দেয়া কল্যাণের একটি।

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

সূরা কাফিরুন

يُقَالُ لَكُمْ دِينُكُمْ الْكُفْرُ وَلِي دِينِ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَقُلْ دِينِي لِأَنَّ الْآيَاتِ
بِالنُّونِ فَحُذِفَتْ الْيَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ فَهُوَ يَهْدِيْن وَيَسْقِيْن وَقَالَ غَيْرُهُ لَا
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ الْآنَ وَلَا أُجِيبُكُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، وَلَا أَنْتُمْ
عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُورًا -

বলা হয়, لَكُمْ دِينُكُمْ - তোমাদের দীন তোমাদের, অর্থাৎ কুফর। আর وَلِي دِينِ - আমার দীন মানে
ইসলাম। এখানে دِينِي বলা হয়নি। কারণ, পূর্বের আয়াতগুলো نون অক্ষরের উপর যেহেতু শেষ করা
হয়েছে, তাই পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য يَا -কে حذف করে এ
আয়াতটিকেও نون অক্ষরের ওপর পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা يَا -কে
حذف করে এবং يَهْدِيْن وَيَسْقِيْن ব্যবহার করেছেন। (মুজাহিদ ব্যতীত) অপরাপর মুফাসসির
বলেছেন, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ -এর মর্মার্থ হচ্ছে : তোমরা বর্তমানে যার ইবাদত কর, আমি তার
ইবাদত করি না এবং অবশিষ্ট জীবনেও আমি তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দেব না। وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও- 'যাঁর ইবাদত আমি করি।' তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের
সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন : তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা
অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করবে।

سُورَةُ النَّصْرِ

সূরা নাসর

٤٦.٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ

صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي -

[৪৬০৩] হাসান ইব্ন রাবী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ সূরা নাযিল হবার পর নবী ﷺ যখনই সালাত আদায় করেছেন তখনই তিনি সালাতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করেছেন : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي - “হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নিধারিত। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।”

[৬.৪] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

[৪৬০৪] উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা নাস্র নাযিল হবার পর রাসূল ﷺ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।) দোয়াটি রুকু-সিজদার মধ্যে বেশি বেশি পাঠ করতেন।

بَابُ قَوْلِهِ : وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا -

অনুবাদ : “এবং তুমি - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا : আল্লাহ্র বাণী : মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।” (১১০ : ২)

[৬.৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، قَالُوا فَتَحُ
الْمَدَائِنِ وَالْقُصُورِ ، قَالَ مَا تَقُولُ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ أَجَلٌ أَوْ مَثَلٌ
ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ .

[৪৬০৫] আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) লোকদেরকে আল্লাহর বাণী **إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** -এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পর তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং প্রাসাদসমূহের বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, হে ইবন আব্বাস! তুমি কি বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মদ ﷺ -এর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর শান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا** - “যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবুলকারী।” (১১০ : ৩)

إِنَّ التَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ এ **تَوَّابٌ** মানে **الْعِبَادُ عَلَى تَوَّابٌ** অর্থ বান্দাদের তওবা কবুলকারী। ব্যক্তিকে বলা হয় যে গুনাহ থেকে তওবা করে।

[৬.৬] **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدَرٍ فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تَدْخُلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا ابْنَاءٌ مِثْلُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُؤِيتُ أَنَّهُ دَاعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَ لَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكْذَا لَكَ تَقُولُ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لَا ، قَالَ فَمَا تَقُولُ ، قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ، وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ ***

৪৬০৬ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। একজন বললেন, আপনি তাঁকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন। আমাদের তো তাঁর মত সন্তানই রয়েছে। উমর (রা) বললেন, এর কারণ তো আপনারাও জানেন। সুতরাং একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁদের সাথে বসালেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার প্রজ্ঞা তাঁদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন।

আল্লাহর বাণী : **وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ** -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হলে এবং আমরা বিজয় লাভ করলে। এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চূপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? উত্তরে আমি বললাম, “এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে তার ইস্তিকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে’ এটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবুলকারী।” এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, তুমি যা বলছ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তা-ই জানি।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডপ্রেস ডট কম।

سُورَةُ الْهَبِ

সূরা লাহাব

تَبَابٌ خُسْرَانٌ تَتَّبِيبٌ تَدْمِيرٌ

‘তাব’ অর্থ ‘খুসরান’ মানে ক্ষতি, ধ্বংস। ‘তত্বিব’ মানে ‘তদমির’ বিধ্বস্ত করা।

৪৬.৭ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بَنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ

الْمُخْلِصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَاصْبَاحَاهُ

، فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً

تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا
 قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا
 جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَانْزَلَتْ ، تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ وَقَدَّتْ بَ هُكَذَا
 قَرَاهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ *

[৪৬০৭] ইউসুফ ইবন মূসা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأَنْذِرُ
 عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - “তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও” আয়াতটি নাযিল হলে
 রাসূল ﷺ বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং يَاصْبَحَا (সকাল বেলায় বিপদ সাবধান) বলে
 উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল।
 তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের
 উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল,
 আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন
 কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ
 জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছে? অতঃপর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন। তারপর নাযিল হল: تَبَّتْ يَدَا
 أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ - “ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু’ হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।” আমাশ (র)
 আয়াতটিতে تَبَّ শব্দের পূর্বে قَدْ সংযোগ করে পড়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - “এবং ধ্বংস হোক সে
 নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।” (১১১ : ১-২)

[৬০৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ
 إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَاصْبَحَا ، فَاجْتَمَعَتِ إِلَيْهِ
 قُرَيْشٌ ، فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصْبِحُكُمْ أَوْ مُمَسِّكُمْ
 أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ

فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَّا تَبَالَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ
لَهَبٍ اِلَىٰ اٰخِرِهَا .

[৪৬০৮] মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী
বাত্হা প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পাহাড়ে আরোহণ করে **يَا صَبَاحًا** বলে উচ্চস্বরে
ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে এসে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, শত্রু
সৈন্যরা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা
আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন,
আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তুমি কি
এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছে? তোমার ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ
পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার
ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও,
যে ইক্ষন বহন করে তার গলদেশে পাকান রজ্জু।

بَابُ قَوْلِهِ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ** - “অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে।”
(১১১ : ৩)

[৬৭.৯] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي
عُمَرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَا
لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَّا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ .

[৪৬০৯] উমর ইবন হাফস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী
কে বললো, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছে? তখন **تَبَّتْ يَدَا**
সূরাটি নাযিল হলো।

بَابُ قَوْلِهِ وَاَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : حَمَالَةُ الْحَطَبِ
تَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ، فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ يُقَالُ مَسَدٌ لِّیْفِ الْمَقْلِ
وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِيْ فِي النَّارِ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : **وَاَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ** - “এবং তার স্ত্রীও যে ইক্ষন বহন করে।”
(১১১ : ৪)

মুজাহিদ (র) বলেন, **حَمَلَةَ الْحَطَبِ** মানে-এমন মহিলা যে পরনিন্দা করে বেড়ায়। **فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ** মানে- তার গলদেশে থাকবে পাকান দড়ি। বলা হয় **مَسَدٌ** মানে- পাকানো মোটা শক্ত দড়ি। (কারো কারো মতে) এর দ্বারা দোষখের ঐ শৃঙ্খলকে বোঝানো হয়েছে, যা তার গলদেশে লাগানো হবে।

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

সূরা ইখলাস

يُقَالُ لَا يُنَوَّنُ أَحَدٌ أَيْ وَاحِدٌ

বলা হয়, **أَحَدٌ** শব্দটি **أَحَدٌ** (যখন তৎপরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হবে তখন) **وَاحِدٌ** ও **أَحَدٌ** সমার্থবোধক।
তনুয়িন পড়া হয় না।

৬১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ ، فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْآحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ .

৪৬১০ আবুল ইয়ামন (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে; অথচ এরূপ করা তার জন্য সমীচীন হয়নি। বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ আমাকে যেমনিভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমতুল্য নয়।”

بَابُ قَوْلِهِ اللَّهُ الصَّمَدُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّيْ أَسْرَافَهَا الصَّمَدَ ، وَقَالَ أَبُو
وَأَيْلٍ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي أَنْتَهَى سُوْدُدُهُ -

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : اللَّهُ الصَّمَدُ - “আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন”, (১১২ : ২) আরবীয় লোকেরা তাদের নেতাদেরকে صَمَد বলে থাকেন। আবু ওয়াইল (র) বলেন, এমন নেতাকে বলা হয় যার নেতৃত্ব চূড়ান্ত বা যার উপর নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬১১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ
كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، أَمَّا
تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ
يَقُولَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ، كُفُوًا وَكَفِيئًا وَكَفَاءً وَاحِدٌ -

৪৬১১ ইসহাক ইবন মানসূর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে ; অথচ এরূপ করা তার জন্য উচিত হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে সমীচীন হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করার মানে হচ্ছে এই যে, সে বলে, আমি পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা’আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন ; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সন্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, كُفُوًا, كَفِيًا এবং كَفَاءً সম অর্থবোধক শব্দ।

سُورَةُ الْفَلَقِ

সূরা ফালাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : غَاسِقُ اللَّيْلِ ، إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَالُ هُوَ أَبْيَنُ

بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي
 بَنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ
 أَبِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي قِيلَ لِي قُلْ - فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ
 كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৪৬১৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) যির ইব্ন হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইব্ন মাসউদ (রা) তো এ ধরনের কথা বলে থাকেন। তখন উবায় (রা) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে। তাই আমি বলেছি। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

بَابُ كَيْفَ نَزُولِ الْوَحْيِ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُهِمِّنُ الْأَمِينُ
الْقُرْآنُ آمِينَ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ .

অনুচ্ছেদ : ওহী কিভাবে নাযিল হয় এবং সর্বপ্রথম কোন্ আয়াত নাযিল হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الْمُهِمِّنُ মানে- আমীন। কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থের জন্য আমীন স্বরূপ।

٤٦١٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ
عَشَرَ سِنِينَ ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا .

৪৬১৪ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা (র) আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে এবং মদীনাতেও তিনি দশ বছর অবস্থান করেন (এ সময়ও তাঁর প্রতি দশ বছর কুরআন নাযিল হয়েছে)।

٤٦١٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي
عَنْ أَبِي عُرْثَمَانَ قَالَ أَنْبِئْتُ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ
سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ
قَالَتْ هَذَا بِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا آيَاهُ حَتَّى سَمِعْتُ

خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِئِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبِي فَقُلْتُ
لَأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعَتْ هَذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

[৪৬১৫] মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, একদা জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। নবী ﷺ উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? অথবা তিনি এ ধরনের কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, ইনি দাহইয়া (রা)। তারপর জিব্রাইল (আ) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, নবী ﷺ-এর ভাষণে জিব্রাইল (আ)-এর খবর না শুনা পর্যন্ত আমি তাঁকে সে দাহইয়া (রা)-ই মনে করেছি। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কোন কথা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুতামির (র) বলেন, আমার পিতা সুলায়মান বলেছেন, আমি উসমান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইব্ন যায়দের কাছ থেকে।

[৬১১৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
الْمُقْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ
نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِثْلَهُ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحِيًّا
أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

[৪৬১৬] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের চাহিদা মুতাবিক কিছু মুজিয়া দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিয়া দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওহী- যা আল্লাহ পাক আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।

[৬১১৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى
تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ، ثُمَّ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ -

[৪৬১৭] আমর ইব্ন মুহাম্মদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ

তা'আলা নবী ﷺ-এর প্রতি ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল করতে থাকেন এবং তাঁর ইস্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সর্বাধিক পরিমাণ ওহী নাযিল করেন। এরপর তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

৬১৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَادِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتَكِي النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى -

৪৬১৮ আবু নু'আইম (র) জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে এক কি দু'রাত তিনি উঠতে পারেননি। জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, হে মুহাম্মদ! - وَالضُّحَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى - "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।"

২৩৭৭. بَابُ نَزْلِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ : কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : “সরল ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।”

৬১৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا -

৪৬১৯ আবুল ইয়ামন (রা) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়দ ইবন সাবিত (রা), সাঈদ ইবনুল 'আস (রা), আবদুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) এবং আবদুর রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম (রা)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোন শব্দের আরবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইবন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মত-বিরোধ হলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় নাথিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন।

৬৬২. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيَتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوَابٌ قَدْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مُتَضَمِّنٌ بِطَيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّنَ بِطَيْبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلَى فَادْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغْطُ كَذَلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ ، فَقَالَ آيُنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمَرَةِ أَنْفًا ، فَالْتُمَسَ الرَّجُلُ فَجِئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَّا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ -

৪৬২০ আবু নু'আয়ইম (রা) ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাথিল হওয়ার সময় যদি তাঁকে দেখতে পারতাম। যখন নবী জিয়িররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কতিপয় সাহাবী। এমতাবস্থায় সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুব্বা পরে ইহ্রাম বেঁধেছে? কিছু সময়ের জন্য নবী অপেক্ষা করলেন, এমনি সময় ওহী এলো। উমর (রা) ইয়ালা (রা)-কে ইশারা দিয়ে ডাকলেন। ইয়ালা (রা) এলেন এবং তাঁর মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। দেখলেন, রাসূল

-এর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রক্তিম বর্ণ এবং কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তাঁর থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। লোকটিকে তালাশ করে নবী করীম ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসা হল নবী ﷺ বললেন, যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছ, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর জুবাটি খুলে ফেলবে। তারপর তুমি তোমার উমরাতে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবে, যা তুমি হজ্জের মধ্যে করে থাক।

بَابُ جَمْعِ الْقُرْآنِ

কুরআন সংকলনের অনুচ্ছেদ

٤٦٢١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ مَقْتَلُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَأَنْتَهُمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعُهُ ، فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ

وَاللَّهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي
 شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُسْبِ
 وَاللِّخَافِ وَصِدُورِ الرَّجُلِ حَتَّى وَجَدْتُ أُخْرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي
 خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَتَّى خَاتِمَةَ بَرَاءَةٍ ، فَكَانَتْ الصُّحُفُ
 عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ
 بِنْتِ عُمَرَ -

৪৬২১। মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় উমর (রা)-ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি উমর (রা)-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল ﷺ করেন নি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? উমর (রা) এর জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। উমর (রা) এ কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে উমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়দ (রা) বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূল ﷺ-এর ওহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চাইতে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ পাক আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর এবং উমর (রা)-এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনসারী (রা) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এইঃ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়র্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি। (১২৮-১২৯) তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা উমর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা উমর-তনয়া হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

৬৬২২ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ
 أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ ، وَكَانَ
 يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذَارِبَيْجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ
 فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ
 الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ
 الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنَّ أُرْسِلِي إِلَيْنَا
 بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا
 حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ
 بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ فَنَسَخَوْهَا فِي
 الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ
 وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا
 نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ
 عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا
 نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ
 يَحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدُ
 بْنُ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمَصْحَفَ قَدْ كُنْتُ
 أَسْمَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ

بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ
فَأَلْحَقْنَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمَصْحَفِ -

৪৬২২ মুসা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) একবার উসমান (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য রণ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযায়ফাকে ভীষণ চিন্তিত করল। সুতরাং তিনি উসমান (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিভাবে সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারাদের মত মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার পূর্বে এই উষ্মতকে রক্ষা করুন। তারপর উসমান (রা) হাফসা (রা)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। হাফসা (রা) তখন সেগুলো উসমান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উসমান (রা) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবার (রা), সাঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন বিষয়ে যদি যায়দ ইব্ন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে তোমরা তা কুরাইশীদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিশুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন উসমান (রা) মূল লিপিশুলো হাফসা (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাসহাফ-সমূহের এক একখানা মাসহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এতদভিন্ন আলাদা আলাদা বা একত্রে সন্নিবেশিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন সাবিতের মাধ্যমে যায়দ ইব্ন সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমার থেকে হারিয়ে যায়; অথচ আমি তা রাসূল ﷺ-কে পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা তা খুযায়মা ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। আয়াতটি হচ্ছে এইঃ “মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাঁরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।” (৩৩ : ২৩)

তারপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরার সাথে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম।

২৩৭৯. بَابُ كَاتِبِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কাতিব

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ ٤٦٢٣

شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَتَّبِعْتَ حَتَّى وَجَدْتُ أُخْرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ إِلَى آخِرِهِ -

[৪৬২৩] ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) যায়দ ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রাসূল ﷺ -এর ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান কর। এরপর আমি অনুসন্ধান করলাম। শেষ পর্যায়ে সূরা তওবার শেষ দু'টো আয়াত আমি আবু খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি এর সন্ধান পায়নি। আয়াত দু'টো হচ্ছে এই : “তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ালু ও পরম দয়ালু। তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।” (৯ : ১২৮-১২৯)

[৬২২৬] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْعُ لِي زَيْدًا وَلِيَجِيَّ بِاللُّوْحِ وَالِدَوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوْ الْكَتِفِ وَالِدَوَاةِ ، ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

[৪৬২৪] উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতটি নাযিল হলে নবী ﷺ

বললেন, যায়দকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লিখ لَا يَسْتَوِي | এ সময় অন্ধ সাহাবী আমর ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ? এ কথার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নাযিল হল : لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - “মু’মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়।” (৪ : ৯৫)

২৩৯৯. بَابُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ

২৩৯৯. অনুচ্ছেদ : কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল হয়েছে

৬৬২৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِئِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَأَجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ -

৪৬২৫ সাঈদ ইবন উফায়র (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।

৬৬২৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ

لَمْ يُقَرِّئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ
 حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهِ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ
 تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ ، فَاَنْطَلَقْتُ بِهِ أَقْوَدُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ
 تُقَرِّئْنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسِلْهُ أَقْرَأْ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ
 الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ ،
 ثُمَّ قَالَ أَقْرَأْ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ كَذَلِكَ أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ -

[৪৬২৬] সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূল ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূল ﷺ -ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূল ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাও, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আব্বাহর রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর।

২৪০০. بَابُ تَالِيْفِ الْقُرْآنِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ : কুরআন সংকলন

৬২৭ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ، قَالَ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَيْنِي مُصْحَفَكَ، قَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّي أُولِّفَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ، قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةُ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَاتَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لَاتَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةُ الْعَبِّ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ. وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ، فَأَمَلْتُ عَلَيْهِ أَيُّ السُّورِ -

[৬২৭] ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ইউসুফ ইবন মাহিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ইরাকী ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ কোন্ ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! এতে তোমার কি ক্ষতি? তারপর লোকটি বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে আপনি আপনার কুরআন শরীফের কপি দেখান। তিনি বললেন, কেন? লোকটি বলল, এ তারতীবে কুরআন শরীফকে বিন্যস্ত করার জন্য। কারণ লোকেরা তাকে অবিন্যস্তভাবে পাঠ করে। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা এর যে অংশই আগে পাঠ কর না কেন, এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (মফصل) মুফাস্সাল সূরাসমূহের মাঝে প্রথমত ঐ সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। যদি সূচনাতেই এ

আয়াত নাযিল হত যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতেই নাযিল হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করব না। আমি যখন খেলাধুলার বয়সী একজন বালিকা তখন মক্কায় মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাযিল হয় : **بَلِّ السَّاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ** মানে, “অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।” বিধান সম্বলিত সূরা বাকারা ও সূরা নিসা আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে থাকাকালীন অবস্থায় নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়েশা (রা) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের কপি বের করলেন এবং সূরাসমূহ লেখালেন।

৬৬২৮ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَةَ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُمْ مِنَ الْعِتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي -

৪৬২৮ আদম (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহফ, সূরা মরিয়ম, সূরা তাহা এবং সূরা আযিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের মাঝে উন্নত এবং এগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৬২৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ ﷺ -

৪৬২৯ আবুল ওয়ালীদ (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদীনায়া আসার পূর্বে আমি **سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** সূরাটি শিখেছি।

৬৬৩০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ النُّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ مِنْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفْصَلِ عَلَى تَالِيفِ ابْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ حَمَّ الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ -

৪৬৩০ আবদান (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমপর্যায়ের ঐ সূরাগুলো সম্পর্কে আমি খুব অবগত আছি, যা নবী ﷺ প্রতি রাকআতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। তারপর

আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়ালেন এবং আলকামা (রা) তাকে অনুসরণ করলেন। যখন আলকামা (রা) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে মোট বিশটি সূরা, ইবন মাসউদ (রা)-এর সংকলন মুতাবিক মুফাস্সাল থেকে যার শুরু এবং যার শেষ হচ্ছে **حَوَامِيمُ** অর্থাৎ 'হামীম' 'আদদুখান' এবং 'আম্মা ইয়াতাসা আলুন।'

২৪.১. **بَابُ كَانَ جِبْرِئِيلُ يَعْزِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَسْرَأَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِئِيلَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلَى**

২৪০১. অনুচ্ছেদ : জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-এর সাথে কুরআন শরীফ দাওর করতেন। মাসরুক (র) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিব্রাইল (আ) আমার সাথে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সাথে দু'বার দাওর করেছেন। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন।

৬৩১ **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِئِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْزِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِئِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ -**

৪৬৩১ ইয়াহইয়া ইবন কাযা'আ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল, বিশেষভাবে রমযান মাসে। (তঁার দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রমযান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে জিব্রাইল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতে। যখন জিব্রাইল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণের ব্যাপারে প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

৬৬৩২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا ، فَأَعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ -

৪৬৩২ খালিদ ইবন ইয়াযীদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বছর জিব্রীল (আ) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দু'বার দাওর করেন। প্রতি বছর নবী ﷺ রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

২৪.২. بَابُ الْقُرْأَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪০২. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর যে সব সাহাবী ক্বারী ছিলেন

৬৬৩৩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ -

৪৬৩৩ হাফস ইবন উমর (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ সময় থেকে ভালবাসি, যখন নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর- আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা), সালিম (রা), মুআয (রা) এবং উবায় ইবন কা'ব (রা)।

৬৬৩৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا وَأَنَا بِخَيْرِهِمْ ،

قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحَلْقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَأْدًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ -

৪৬৩৪ উমর ইব্ন হাফস (র) শাকীক ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর শপথ। সত্তরেরও কিছু অধিক সূরা আমি রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর সাহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চাইতে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের চাইতে উত্তম নই। শাকীক (র) বলেন, সাহাবিগণ তাঁর বক্তব্য শুনে কি বলেন এ কথা শোনার জন্য আমি মজলিশে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে তার বক্তব্যে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে শুনি নি।

৬৩৫ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمَصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَا هَكَذَا أَنْزَلَتْ ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اتَّجَمِعُ أَنْ تُكْذِبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضْرَبَهُ الْحَدَّ -

৪৬৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্‌স শহরে ছিলাম। এ সময় ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ সূরা এ ভাবে নাযিল হয়নি। এ কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা এবং মদ পান করার মত জঘন্যতম অপরাধ এক সাথে করছ? এরপর তিনি তার ওপর হদ (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) জারি করলেন।

৬৩৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ آيْنَ أَنْزَلَتْ ، وَلَا أَنْزَلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَ أَنْزَلْتُ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ -

৪৬৩৬ উমর ইব্ন হাফস (র) মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছতাম।

৪৬৩৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَنِ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بَنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ * تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَقْدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ -

৪৬৩৭ হাফস ইব্ন উমর (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ -এর সময় কে কে কুরআন সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, চারজন এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনসারী সাহাবী। তাঁরা হলেনঃ উবায় ইব্ন কা'ব (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। (অন্য সনদে) ফাদল (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

৪৬৩৮ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْتَنَى قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ، قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ -

৪৬৩৮ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইত্তিকাল করেন। তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবুদ দারদা (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। আনাস (রা) বলেন, আমরা আবু যায়দ (রা)-এর উত্তরসুরি।

৪৬৩৯ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلَى أَقْضَانَا أَبِي أَقْرُونَا وَإِنَّا لَنَدْعُ مِنْ لَحْنِ أَبِي وَأَبَى يَقُولُ أَخَذْتُهُ

مِنْ فَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا -

৪৬৩৯ সাদাকা ইবন ফাদল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আলী (রা) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক এবং উবায় (রা) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম কারী। এতদসত্ত্বেও তিনি যা তিলাওয়াত করেছেন, আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করছি, অথচ তিনি বলছেন, আমি তা আল্লাহর রাসুলের যবান মুবারক থেকে শুনেছি, কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তা বর্জন করব না। আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিন্ধত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি।’

২৬.৩. بَابُ فَضْلِ قَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ : সূরা ফাতিহার ফযীলত

৬৬৪. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّيُ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّيُ قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ أُسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاخْذْ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُوتِيَتْهُ -

৪৬৪০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আবু সাঈদ ইবন মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালাতরত ছিলাম। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন; কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি সালাতরত ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, “হে মু'মিনগণ, আল্লাহ ও রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।” (৮ : ২৪)

তারপর তিনি বললেন, তোমার মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না? তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো বলেছেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরার কথা বলবেন। তিনি বললেন, তা হল : “আল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল ‘আলামীন”। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত (সাবআ মাহানী) এবং কুরআন আজীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

৬৬৮১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنْ نَفَرْنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَابِنُهُ بِرُقِيَّةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَلَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تَحْسِنُ رُقِيَّةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي؟ قَالَ لَا مَا رَقِيتُ إِلَّا بِأَمْرِ الْكِتَابِ ، قُلْنَا لَا تَحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ أَقْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ * وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ حَدَّثَنِي مَعْبُدُ بْنُ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا -

৪৬৮১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পথিমধ্যে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রপ্রধানকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুপস্থিত। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুক করল এবং গোত্রপ্রধান সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশী হয়ে তাকে ত্রিশটি বকরী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালভাবে ঝাড়-ফুক করতে জান (অথবা রাবীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুক করতে পার? সে উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব- সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছে

তাকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছে নবী ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরা ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একাংশ রেখো। আবু মা'মার ----- আবু সাসিদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারার ফযীলত

৬৬৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ
بِالْآيَتَيْنِ * وَحَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ * وَقَالَ
عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاتَانِي أَتِ فَجَعَلَ
يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَصَّ
الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ
مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ -

৪৬৪২ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আবু মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে.....।

আবু নু'আইম (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। উসমান ইবন হায়সাম (র)

..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানে প্রাপ্ত যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। এক সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্য-দ্রব্য উঠিয়ে নিতে উদ্যত হল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।^১ তখন লোকটি বলল, যখন আপনি ঘুমাতো যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। নবী ﷺ (এ ঘটনা শুনে) বললেন, (যে তোমার কাছে এসেছিল) সে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে বড় মিথ্যাবাদী শয়তান।

بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ : সূরা কাহ্ফের ফযীলত

৬৬৪৩ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَالْيَ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَاطْنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ بِالْقُرْآنِ -

- [৪৬৪৩] আমার ইব্ন খালিদ (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরা কাহ্ফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক খণ্ড মেঘ এসে তার উপর ছায়া বিস্তার করল। মেঘখণ্ড ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। ভোর বেলা যখন লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্‌সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ : সূরা আল্ ফাত্‌হর ফযীলত

৬৬৪৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

১. কিতাবুয্ যাকাতের হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
 يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ
 سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ثَكَلْتُكَ أَمْكَ نَزَرْتَ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ ، قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ
 بَعِيرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزَلَ فِي قُرْآنٍ فَمَا
 نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ
 نَزَلَ فِي قُرْآنٍ قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ
 أَنْزَلْتُ عَلَى الْيَلَّةِ سُورَةً لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ
 قَرَأَ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا -

8688 ইস্মাইল (র) আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফরে
 রাতের বেলায় চলছিলেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর কাছে
 কিছু জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞেস
 করলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন
 না। এমতাবস্থায় উমর (রা) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি
 রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওনি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি
 আমার উটকে দ্রুত চালিয়ে সকলের আগে চলে গেলাম এবং আমি শক্তিত হলাম, না জানি আমার সম্পর্কে
 কুরআন অবতীর্ণ হয়। কিছুক্ষণ পর কেউ আমাকে ডাকছে, এমন আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মনে
 আশংকা করলাম যে, হয়তো বা আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমি নবী ﷺ -এর
 নিকটে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা
 অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোক পতিত সকল স্থান হতেও উত্তম। এরপর তিনি পাঠ করলেন,
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا “নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।”

بَابُ فَضْلِ قُلِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অনুচ্ছেদ : কুল্লুহ আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)-এর ফযীলত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٤٦٤٥

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 نِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَرُدُّهَا ، فَلَمَّا
 أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا ،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ *
 وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ
 فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا ،
 فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ -

৪৬৪৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অন্য
 আরেক ব্যক্তিকে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। (তিনি
 মনে করলেন এভাবে বারবার পাঠ করা যথেষ্ট নয়।) পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে
 এসে এ সম্পর্কে বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন। এ
 সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন : আমার ভাই-
 কাতাদা ইব্ন নুমান আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এক ব্যক্তি শেষ রাতে সালাতে শুধুমাত্র
 "কুল হুআল্লাহু আহাদ" ছাড়া আর কোন সূরাই তিলাওয়াত করেননি। পরদিন সকালে কোন এক ব্যক্তি নবী
 ﷺ-এর কাছে আসলেন। বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

৪৬৪৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ
 قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ
 فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ
 الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلٌ وَعَنْ
 الضَّحَّاكِ الْمَشْرَقِيِّ مُسْنَدٌ -

[৪৬৪৬] উমর ইব্ন হাফস (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অসাধ্য মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এমনটি পারবে? তখন তিনি বললেন, "কুল হুআল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ।

بَابُ فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ

অনুচ্ছেদ : মু'আবিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস)
-এর ফযীলত

[৬৬৪৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا -

[৪৬৪৭] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখনই নবী ﷺ অসুস্থ হতেন তখনই তিনি 'সূরায় মু'আবিযাত' পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তখন বরকত লাভের জন্য আমি এই সকল সূরা পাঠ করে হাত দিয়ে শরীর মসেহ করিয়ে দিতাম।

[৬৬৪৮] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمَسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৪৬৩৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী ﷺ শয্যা গ্রহণকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ঝুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন।

২৬. ৪. بَابُ نَزُولِ السُّكَيْنَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ * وَقَالَ
الْلَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ
حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ الْبَقَرَةِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَقَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ
إِذْ جَالَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَ ، فَقَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ
وَسَكَتَ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَأَنْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى
قَرِيبًا مِنْهَا فَاشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ
حَتَّى مَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ
حُضَيْرٍ ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ ، قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَأَ
يَحْيَى ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَأَنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ
رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ ،
فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا ، قَالَ وَتَدْرِي مَا ذَاكَ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ تِلْكَ
الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِمَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لَا
تَتَوَارَى مِنْهُمْ * قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
حُبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِ الْحُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

২৪০৪. অনুচ্ছেদ ৪ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি নেমে আসে ও কেরেশতা নাযিল হয়। লায়িস (র) উসাইদ ইবন হুদায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখনই

ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি পূর্বের মত আচরণ করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ আরম্ভ করলে ঘোড়াটি পূর্বের মত করতে লাগল। এ সময় তার পুত্র ইয়াহইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ঘটনা শুনে নবী ﷺ বললেন : হে ইবন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে, হে ইবন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে। ইবন হুদায়র আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার ছেলেটি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়ত বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোকময় ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখলাম না। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান, ওটা কি ছিল? না। তখন নবী ﷺ বললেন, তারা ছিল ফেরেশতামণ্ডলী। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। এরপর হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

২৪০৫. بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرِكِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا مَا بَيْنَ الدُّفْتَيْنِ

২৪০৫. অনুচ্ছেদ : যারা বলে, দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তাছাড়া নবী ﷺ কিছু রেখে যাননি

[৬৬৭] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدُّفْتَيْنِ، قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدُّفْتَيْنِ -

[৪৬৪৯] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল আযীয ইবন রুফাইঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ ইবন মা'কিল হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইবন মা'কিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী ﷺ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে যাননি? হযরত ইবন আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, নবী ﷺ দুই মলাটের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে

যাননি। আবদুল আযীয বললেন, আমরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনিই বললেন যে, দুই মলাটের মাঝে ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি।

২৬.০৬. بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

২৪০৬. অনুচ্ছেদ : সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

৬৬০. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلَا رِيحَ لَهَا.

৪৬৫০ হুদ্বাত ইবন খালিদ (র) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায় যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান জাতীয় গুল্লোর মত, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিষাদযুক্ত (তিক্ত)। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিষাদ (তিক্ত) এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

৬৬০১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مَنْ خَلَا مِنَ الْأَمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَلًا، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ مَنْ

يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيَرَاتَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ ؟ قَالُوا لَا ، قَالَ فَذَاكَ فَضَلِّي أُتِيهِ مِنْ شَيْئٍ .

৪৬৫১ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরিবের সালাতের মধ্যবর্তী সময়কালের মত। তোমাদের এবং ইহুদী-নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে বলল, “তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে?” ইহুদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের^১ বিনিময়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলমানরা) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেক দু’ কীরাতের বিনিময় কাজ করেছে। তারা বলল, আমরা কম মজুরি নিয়েছি এবং বেশি কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেছি? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ বলবেন, এটা আমার দয়া, আমি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি।

২৪.৭. بَابُ الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৪০৭. অনুচ্ছেদ : কিতাবুল্লাহর ওসীয়াত

৬৫০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَمْرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصَ ، قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ -

৪৬৫২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আউফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কি কোন ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নবী ﷺ নিজে কোন ওসীয়াত করে যাননি, তখন কি করে মানুষের জন্য

ওসীয়াত করাকে (কুরআন মজীদে) বাধ্যতামূলক করা হল এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দেয়া হল।
জবাবে তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) আল্লাহর কিতাব (গ্রন্থ)-এর ওসীয়াত করে গেছেন।

২৪০৮. **بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى : اَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ .**

২৪০৮. অনুচ্ছেদ : যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়। আল্লাহর বাণী : তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়

৪৬০৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ .

৪৬০৩ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ কোন নবীকে ঐ অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন, আর তা হয়েছে কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা।

৪৬০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ .

৪৬০৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন নবীকে অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন যে, কুরআন তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট।

২৪০৯. **بَابُ اغْتَبَاطُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ**

২৪০৯. অনুচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা

৪৬০৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ إِنْاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِنْاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৪৬৫৫ আবুল ইয়ামান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান-খয়রাত করতে থাকেন।

৪৬৫৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ إِنْاءَ اللَّيْلِ وَإِنْاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لِيَتَنَّى أُوتِيَتْ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَلَانَ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِيَتَنَّى أُوتِيَتْ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فَلَانَ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ -

৪৬৫৬ আলী ইবন ইব্রাহীম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এরূপ জ্ঞান দেয়া হত, যে রূপ জ্ঞান অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলেঃ হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদশালী করা হত, তাহলে সে যে রূপ ব্যয় করছে, আমিও সে রূপ ব্যয় করতাম।

٢٤١٠. بَابُ خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

২৪১০. অনুচ্ছেদ ৪ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়

৪৬৫৭ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُلْقَمَةُ

بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ النَّبِيِّ رضي الله عنه قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ
وَأَقْرَأَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي امْرَأَةٍ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ
وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا -

৪৬৫৭ হাজ্জাজ ইবন মিন্‌হাল (র) উসমান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

৪৬৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -

৪৬৫৮ আবু নু'আয়ম (র) উসমান ইবন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

৪৬৫৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي فِي النِّسَاءِ حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ
زَوْجِنِيهَا قَالَ أَعْطَاهَا ثَوْبًا ، قَالَ لَا أَجِدُ ، قَالَ أَعْطَاهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ
حَدِيدٍ فَاغْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ
زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৬৫৯ আমর ইবন আউন (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, সে নিজেকে আল্লাহর রাসূলের জন্য উৎসর্গ করার ইচ্ছা করেছে। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, একে আমার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা কাপড় দাও। ঐ ব্যক্তি তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করল, তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা লোহার আংটি হলেও দাও। এবারেও লোকটি আগের মত অক্ষমতা প্রকাশ করল। তারপর নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন

করলেন, তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? লোকটি উত্তর করল, হাঁ। আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তখন নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তোমার নিকট এ মহিলাটিকে শাদী দিলাম।^১

২৬১১. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

২৪১১. অনুচ্ছেদ : মুখস্থ কুরআন পাঠ করা

৬৬৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَيْتُ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مُجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا ، عَدَّهَا ، قَالَ اتَّقَرُّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ

১. এটা মোহরানা নয়; বরং কুরআন মজীদেঁর তিলাওয়াতের পুরস্কার।

أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৬৬০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী ﷺ কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। হযরত সাহাল (রা) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনালেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হাঁ! তখন নবী ﷺ বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, উহার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে শাদী দিলাম।

٢٤١٢. بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

২৪১২. অনুচ্ছেদ : কুরআন শরীফ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা

৪৬৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْأَبْلِ الْمُعْقَلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ -

৪৬৬১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গোঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

৬৬৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بئس مالا أحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم -

৪৬৬২ মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে যায়।

৬৬৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عَقْلِهَا -

৪৬৬৩ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম! যার কবজায় আমার জীবন! কুরআন বন্ধনমুক্ত উটের চেয়েও দ্রুত বেগে দৌড়ে যায়।

২৬১৩. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

২৪১৩. অনুচ্ছেদ : জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা

৬৬৬৪ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ -

৪৬৬৪ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) আবদুল্লাহ্ ইবন মুগাফফাল (রা) বলেন, মককা বিজয়ের দিন আমি রাসূল ﷺ-কে (উটের পিঠে) সওয়ার অবস্থায় 'সূরা আল্ ফাত্হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

২৪১৪. بَابُ تَعْلِيمِ الصَّبْيَانِ الْقُرْآنَ

২৪১৪. অনুচ্ছেদ : শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান

৬৬৫ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُوْنَهُ الْمَفْصَلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ -

৪৬৬৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র) সাঈদ ইবন যুযায়র (রা) বলেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্সাল ^১ বলা, তা হচ্ছে মুহকাম। ^২ রাবী বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইত্তিকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বছর এবং আমি ঐ বয়সেই মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে নিয়েছিলাম।

৬৬৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمَفْصَلُ -

৪৬৬৬ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'মুহকাম সূরাসমূহ আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুখস্থ করেছিলাম। রাবী সাঈদ (র) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুহকাম' অর্থ কি? তিনি বলেন, মুফাস্সাল।

২৪১৫. بَابُ نَسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

২৪১৫. অনুচ্ছেদ : কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি? এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, অবশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত.....।

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়।

২. যে সকল আয়াতের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ নেই তাকে 'মুহকাম আয়াত' বলে।

৬৬৬৭ حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذًا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةِ كَذَا -

৪৬৬৭ রবী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

৬৬৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا * تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ -

৪৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মুন (র) হযরত হিশাম (র) থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, “যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সূরা থেকে।” আলী এবং আবদা হিশাম থেকে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন।

৬৬৬৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْبَائِلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذًا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَنْسِيْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا -

৪৬৬৯ আহমাদ ইব্ন আবু রজা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে রাতে কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমত করুন। কেননা, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসেছিলাম।

৬৬৭০ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِيٌّ -

৪৬৭০ আবু নু'আয়ম (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

২৬১৬. بَابٌ مِّنْ لَّمْ يَرِ بِأَسَا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ سُورَةٌ كَذًا وَكَذَا

২৪১৬. অনুচ্ছেদ : যারা সূরা বাকারার বা অমুক অমুক সূরা বলাতে দোষ মনে করেন না

৬৭১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -

৪৬৭১ উমর ইবন হাফস (র) হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

৬৭২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَأَنْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَقُوْدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تَقْرَأْنِيهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ أَقْرَأَهَا

فَقَرَأَهَا ، الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأْنِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ -

[৪৬৭২] আবুল ইয়ামান (র) হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিয়ামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'সূরা ফুরকান' তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরাআতে তা পাঠ করছে, যা আল্লাহর রাসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে তাকে সালাতের মধ্যেই ধরতে উদ্যত হলাম। অবশ্য আমি তার সালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাত শেষ হতেই তার গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এইমাত্র আমি তোমাকে যা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো! আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত করতে শোনেছি। এরপর আমি তাকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই ব্যক্তিকে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে 'সূরা ফুরকান' পাঠ করতে শোনেছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি। অথচ আপনি আমাকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, হে হিশাম! পাঠ করো! সুতরাং আমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শোনেছি, সে সেই পদ্ধতিতেই পাঠ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর। তুমি পাঠ করো, সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমি পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন, কুরআন এভাবেই নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, সাত কিরাআত বা পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ, সে পদ্ধতিতে পড়।

[৬৭৩] حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرْنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا -

[৪৬৭৩] বাশার ইব্ন আদাম (র) হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কারীকে রাতে মসজিদে কুরআন শরীফ পাঠ করতে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলতে বসেছিলাম।

২৬১৭. **بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَقَوْلِهِ : وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ، وَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَهُذَ كَهَذَا الشِّعْرِ ، يَفْرَقُ يَفْصِلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَقْنَاهُ فَصَلَّنَاهُ .**

২৪১৭. অনুচ্ছেদ : সুস্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী : কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন : আমি কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে। কবিতা পাঠের মতো দ্রুতগতিতে কুরআন পাঠ করা অপছন্দনীয়।

৬৭৪ [حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمَفْصَلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرْنَائَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمَفْصَلِ وَسُورَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرِ]

৪৬৭৪ আবু নু‘মান (র) আবু ওয়ায়িল (র) সূত্রে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু ওয়ায়িল (র) বলেন, আমরা একদিন সকালে আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, গতকাল সকালে আমি মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, এত তাড়াতাড়ি পাঠ করা যেন কবিতা পাঠ করার মতো; অথচ আমরা নবী ﷺ-এর পাঠ শুনেছি এবং তা আমার ভালভাবে স্মরণ আছে। নবী ﷺ থেকে যে সমস্ত সূরা পাঠ করতে আমি শুনেছি, তার সংখ্যা মুফাস্সাল হতে আঠারটি এবং ‘আলিফ-লাম হামিম’ হতে দু’টি।

৬৭৫ [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْرِفُ مِنْهُ ،]

فَأَنزَلَ اللَّهُ آيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ
لِتَعَجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا
أَنزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلسَانِكَ
قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِئِيلُ أَطْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ -

[৪৬৭৫] কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী : “হে নবী! আপনার জিহ্বাকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নাড়াবেন না।” আল্লাহর এই কালাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যখনই হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসতেন, তখন নবী ﷺ খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতে এবং তার জন্য খুব কষ্টের ব্যাপার হত। আর এ অবস্থা সহজেই অন্য একজন অনুমান করতে পারত। সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন। “আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি, হে নবী! তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এ মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি সে পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।” সুতরাং যখন জিবরাঈল (আ) পাঠ করেন আপনি তার অনুসরণ করুন। এরপর থেকে যখন জিবরাঈল (আ) বলে যেতেন তখন নবী ﷺ তা নীরবে শুনতেন। যখন তিনি চলে যেতেন, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতেন।

২৬১৮. بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

২৪১৮. অনুচ্ছেদ : ‘মদ’ অক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়া

[৬৭৬] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ الْأَزْدِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
كَانَ يَمُدُّ مَدًّا -

[৪৬৭৬] মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর ‘কিরাআত’ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন।

[৬৭৭] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ
أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُمَدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمَدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمَدُّ بِالرَّحِيمِ -

৪৬৭৭ আমর ইব্ন আসিম (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে নবী ﷺ-এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী ﷺ-এর 'কিরাআত' কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নবী ﷺ দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নবী ﷺ 'বিস্মিল্লাহ্', 'আর রাহমান', 'আর রাহীম' পড়ার সময় মদ করতেন।

২৪১৭. بَابُ التَّرْجِيعِ

২৪১৯. অনুচ্ছেদ : আত্‌তারজী'

৪৬৭৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَغْفَلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يَرْجِعُ -

৪৬৭৮ আদাম ইব্ন আবু ইয়াস (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) বলেন, নবী ﷺ উষ্ট্রের পিঠে অথবা উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যখন উষ্ট্রটি চলছিল, তখন আমি তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি 'সূরা ফাত্‌হ' এবং 'সূরা ফাত্‌হ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করছিলেন।

২৪২০. بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

২৪২০. অনুচ্ছেদ : সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা

৪৬৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ -

৪৬৭৯ মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ (র) হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু মূসা! তোমাকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

২৬২১. بَابٌ مِّنْ أَحَبِّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

২৪২১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে

৪৬৮০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَقْرَأْ عَلَى الْقُرْآنِ ، قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ ؟ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي -

৪৬৮০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, “আমার সামনে কুরআন পাঠ কর।” আবদুল্লাহ বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে ভালবাসি।

২৬২২. بَابٌ قَوْلُ الْمُقَرِّيِّ لِلْقَارِي "حَسْبُكَ"

২৪২২. অনুচ্ছেদ : তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য ‘তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট’

৪৬৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَقْرَأْ عَلَى ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ ، فَالْتَفَتْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ -

৪৬৮১ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব? অথচ তা তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি ‘সূরা নিসা’ পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত আসলাম ‘চিন্তা করো আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কি করবে।’ নবী ﷺ বললেন, আপাতত এটুকুই যথেষ্ট। আমি তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরছে।

২৪২৩. بَابٌ فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَاقْرَؤْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

২৪২৩. অনুচ্ছেদ : কতটুকু সময় কুরআন আর পাঠ করা যায়? এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ তা‘আলার কালাম : “যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার, ততটাই পড়”

৪৬৮২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ ، أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، قَالَ سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ عُلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيَّتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ -

৪৬৮২ আলী (র) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না (র) বলেন, আমাকে ইবন সুবরুমা (র) বললেন, আমি দেখতে চাইলাম, সালাতে কি পরিমাণ আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরার চেয়ে ছোট কোন সূরা পাইনি। সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য তিন আয়াতের কম সালাতে পড়া উচিত নয়। হযরত আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পাঠ করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

৪৬৮৩ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ

يَتَعَاهَدُ كُنْتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ نَعَمْ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ
لَنَا فَرَاشًا وَلَمْ يُفْتَسْ لَنَا كَنْفَامُذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْقَنَى فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ
قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَأَقْرَأِ
الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ أَفْطِرُ يَوْمَيْنِ
وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصُّومِ صَوْمَ
دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَأَفْطَارَ يَوْمٍ وَأَقْرَأِ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيَّتَنِي
قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ إِنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ
عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السَّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرُؤُهُ يَعْزُضُهُ مِنْ
النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخْفَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا
وَأَحْضَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيُّ ﷺ
عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ
عَلَى سَبْعٍ -

৪৬৮৩ মূসা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার সাথে শাদী দেন এবং প্রায়ই তিনি আমার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী বলত, সে কতইনা ভাল মানুষ যে, সে কখনও আমার বিছানায় আসেনি এবং শাদীর পর থেকে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবরও নেয়নি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার সম্পর্কে অবগত করালেন। তখন নবী ﷺ আমার পিতাকে বললেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। এরপর আমি নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রকম রোযা পালন কর? আমি উত্তর দিলাম, প্রতিদিন রোযা পালন করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থায় পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতে তোমার কত সময় লাগে? আমি উত্তর দিলাম, প্রত্যেক রাতেই এক খতম করি। তিনি বললেন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা পালন করবে এবং কুরআন এক মাসে এক খতম দেবে।” আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার

সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা পালন করবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, দুদিন পর এক দিন রোযা রাখ। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতির রোযা পালন কর। তা হল, হযরত দাউদ (আ)-এর সওমের পদ্ধতি। তিনি এক দিন অন্তর একদিন রোযা পালন করতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার আল্লাহর কিতাব খতম করতেন। আহা! আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম! যেহেতু এখন আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) প্রত্যেক দিন তার পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কুরআনের সপ্তমাংশ পাঠ করে শোনাতে। দিবা ভাগে পাঠ করে দেখতেন, তার স্মরণশক্তি সঠিক আছে কিনা? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয় এবং যখনই তিনি শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করতেন তখন কয়েক দিন রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ক’দিনের হিসাব করে রোযা পালন করতেন। কেননা, তিনি রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে নিয়ম পালন করতেন পরে সে নিয়ম বর্জন করাটা অপছন্দ মনে করতেন। আবু আবদুল্লাহ বলেন কেউ তিন দিনে, কেউ পাঁচ দিনে এবং অধিকাংশ লোক সাত দিনে কুরআন খতম করতেন।

৬৮৪ ৬৮৪ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ -

৬৮৪ ৬৮৪ সা’দ ইব্ন হাফস (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সমগ্র কুরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?

৬৮৫ ৬৮৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسَبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَأَقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ -

৬৮৫ ৬৮৫ ইসহাক হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, “এক মাসে কুরআন খতম কর।” আমি বললাম, “আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি।” তখন নবী ﷺ বললেন, “তাহলে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।”

২৬২৬. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

২৪২৪. অনুচ্ছেদ : কুরআন পাঠ করা অবস্থায় ক্রন্দন করা

৪৬৮৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ، وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْرَأْ عَلَىَّ، قَالَ قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، قَالَ فَقَرَأَتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسَكَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذَرِفَانِ -

৪৬৮৬ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করবো; অথচ আপনারই ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন পাঠ শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম : “তারপর চিন্তা করো, আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব।” তখন তারা কি করবে।” তখন তিনি আমাকে বললেন, “থাম!” আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর (নবী ﷺ -এর) দু’চোখ মুবারক থেকে অশ্রু ঝরছে।

৪৬৮৭ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَىَّ، قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي -

৪৬৮৭ কায়স ইবন হাফস (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি বললাম, আমি আপনার নিকট কুরআন পাঠ করব; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।

২৬২৫. بَابٌ مِّنْ رَّايَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأْكُلٍ بِهِ أَوْ فَخْرِهِ

২৪২৫. অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে

৬৮৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَّتْ أَسْنَانُ سُفْهَاءِ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৪৬৮৮ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) হযরত আলী (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং যাদের বুদ্ধি হবে স্বল্প। ভাল ভাল কথা বলবে; কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশের নীচে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমরা তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর। এদের হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতে পুরস্কার রয়েছে।

৬৮৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقَدَحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرَّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ -

৪৬৮৯ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কঠিনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিষ্কিণ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়, তাতে কোনো চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।

৬৭৯. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَظَلَّةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرٌّ -

৪৬৯০ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবু মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তাঁর উদাহরণ ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে মন মাতানো। আর ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে আমল করে। তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু গন্ধ নেই। আর সকল মুনাফিক যারা কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের ন্যায়, যার মন মাতানো খুশবু গন্ধ আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ (তিক্ত)। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জাল (মাকাল) ফলের ন্যায়, যা খেতেও বিস্বাদ এবং তা দুর্গন্ধযুক্ত।

২৪২৬. بَابُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ مَا اِثْتَلَفْتَ قُلُوبَكُمْ

২৪২৬. অনুচ্ছেদ : যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা

৬৭৯. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْرَأُ الْقُرْآنَ مَا اسْتَلَفْتَ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ -

৪৬৯১ আবু নু'মান (র) হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ মন চায় তিলাওয়াত কর এবং মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ছেড়ে দাও।

৪৬৯২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ خِلَافَهَا فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ فَقَرَأَ أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ فَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمْ -

৪৬৯২ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আয়াত পাঠ করতে শুনলেন। নবী ﷺ -কে যেভাবে পাঠ করতে শুনতেন, তার থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে সে পাঠ করছিল। তখন ঐ ব্যক্তিকে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা উভয়ই সঠিকভাবে পাঠ করেছ। সুতরাং এভাবে কুরআন পাঠ করতে থাক। নবী ﷺ আরও বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের পরস্পরের বিভেদের কারণে।

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিয়ে-শাদী অধ্যায়

الْتُرْغِيبُ فِي النِّكَاحِ

শাদী করতে উৎসাহ দান

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'তোমরা শাদী করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।'

৬৭৯৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا أَكَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّيَ اللَّيْلَ أَبَدًا ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَآتَقَاكُمُ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

৪৬৯৩ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তার আগে ও পরের সকল

গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব—কখনও শাদী করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছে? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাহের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।

৬৭৭৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَمْعٍ حَسَّانَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَى أَنْ لَا تَعُولُوا ، قَالَتْ يَا ابْنَ أُمِّ خَتَمٍ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةٍ صَدَاقُهَا فَتَنْهَوُا أَنْ يَنْكِحُوا هُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمَلُوا الصَّدَاقَ ، وَأَمِرُوا بِنِكَاحٍ مِنْ سِوَا هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ -

৪৬৯৪ আলী (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে শাদী কর নারীদের মধ্য যাকে তোমাদের ভাল লাগে—দুই, তিন অথবা চার। কিন্তু তোমাদের মনে যদি ভয় হয় যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।”

আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে! একটি ইয়াতীম বালিকা এমন একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছিল, যে তার সম্পদ ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাকে তার সমকক্ষ মহিলাদের চেয়ে কম মোহর দিয়ে শাদী করার ইচ্ছা করে তখন লোকদেরকে নিষেধ করা হলো ঐসব ইয়াতীমের শাদী করার ব্যাপারে; তবে যদি তারা তাদের ব্যাপারে সুবিচার করে ও পূর্ণ মোহর আদায় করে (তাহলে পারবে)। (যদি না পারে) তাহলে তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার আদেশ করা হলো।

২৬২৭. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرْبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ

২৪২৭. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী “তোমাদের মধ্যে যাদের শাদীর সামর্থ্য আছে, সে যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখতে সাহায্য করবে এবং তার লজ্জাস্থান রক্ষা করবে।” এবং যার দরকার নেই সে শাদী করবে কি না?

৬৭৯০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

৪৬৯৫ উমর ইবন হাফস (র) আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সাথে ছিলাম, উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে দেখা করে বলেন, হে আবদুর রহমান! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এরপর তারা উভয়েই এক পার্শ্বে গেলেন। তারপর উসমান (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আপনার সাথে এমন একটি কুমারী মেয়ের শাদী দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত দিনকে স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ যখন দেখলেন, তার এ শাদীর প্রয়োজন নেই তখন তিনি আমাকে ‘হে আলকামা’ বলে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুনলাম, আপনি যখন আমাকে এ কথা বলছেন (তখন আমার স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আসছে আর তা হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে শাদীর সামর্থ্য রাখে, সে যেন শাদী করে এবং যে শাদীর সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ‘রোযা’ পালন করে। কেননা, রোযা যৌন ক্ষমতাকে অবদমন করবে।

২৪২৮. بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

২৪২৮. অনুচ্ছেদ : যে শাদী করার সামর্থ্য রাখে না, সে সওম পালন করবে

৬৭৬ [حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَانَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ -

৬৬৯ [উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (রা) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা যুবক বয়সে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোন কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা শাদী করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের শাদী করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।

২৪২৯. بَابُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ

২৪২৯. অনুচ্ছেদ : বহুবিবাহ

৬৭৭ [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرَفٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعِّرُوهَا وَلَا تَزْلِزُوهَا وَارْفُقُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ -

৬৯৭ [ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) আতা (র) বলেন, আমরা ইবন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইবন আব্বাস

(রা) বলেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণী। সুতরাং যখন তোমরা তাঁর জানাযা উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, নবী ﷺ-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তিনি আট জনের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু একজনের সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।

৬৭৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسَوَةٍ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৬৯৮ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই রাতে নবী ﷺ তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন'জন স্ত্রী ছিল। অন্য সনদে 'মুসাদ্দাদ' এর স্থলে খলীফা এর নাম উল্লেখ আছে।

৬৭৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ لَا ، قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً -

৪৬৯৯ আলী ইবন হাকাম (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, তুমি শাদী করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, শাদী কর। কেননা, এই উম্মতের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর অধিক সংখ্যক বিবি ছিল।

২৪৩. ۲۴۳. بَابُ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

২৪৩০. অনুচ্ছেদ ৪ : যদি কেউ কোন নারীকে শাদী করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎ কাজ করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে (ফল) পাবে।

৬৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ،

فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 ﷺ وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ
 إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ -

[৪৭০০] ইয়াহুইয়া ইবন কাযা'আ (র) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী
 ﷺ বলেছেন, নিয়্যাতের ওপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যাত অনুযায়ী
 প্রতিফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তার হিজরত আল্লাহ্ এবং
 তাঁর রাসূলের জন্যই। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থের জন্য অথবা কোন মহিলাকে শাদী করার জন্য, সে
 তাই পাবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

২৪৩১. بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهْلٌ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৪৩১. অনুচ্ছেদ : এমন দরিদ্র ব্যক্তির সাথে শাদী যিনি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে
 অবহিত। সাহল ইবন সা'দ নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৪৭০১] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا
 إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ
 ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ
 ذَلِكَ -

[৪৭০১] মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী
 ﷺ-এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা
 বলেছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কি খাসি হয়ে যাব ? তিনি আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার
 আদেশ দিলেন।

২৪৩২. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيُّ زَوْجَتِي شِئْتَ حَتَّى أَنْزَلَ
 لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَوْفٍ -

২৪৩২. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, আমার স্ত্রীগণের মধ্যে যাকে তুমি চাও, আমি তোমার জন্য তাকে তালাক দেব। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৭.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ مَهَيْمُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزَنَ نَوَآةً مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৪৭০২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) মদীনায়ে এলে নবী ﷺ তাঁর এবং সা'দ ইব্ন রাবী আল আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দেন। এ আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আপনি আমার স্ত্রী এবং সম্পদের অর্ধেক নিন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আপনার স্ত্রী ও সম্পদের বরকত দিন। আপনি আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে পনির ও মাখনের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করলেন। কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ তাঁর শরীয়ে হলুদ রং-এর ছিটা দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুর রহমান। তোমার কি হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জনৈকা আনসারী রমণীকে শাদী করেছি। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কত মোহর দিয়েছ। তিনি উত্তরে বললেন, একটি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজ) ব্যবস্থা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।

২৪৩৩. ২৪৩৩. অনুচ্ছেদ : শাদী না করা এবং খাসি হয়ে যাওয়া অপছন্দনীয়

৪৭.৩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَاهِيْمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعِدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أذنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا۔

৪৭০৩ আহমদ ইবন ইউনুস (র) সা'দ ইবন আবী ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইবন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

৪৭.৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلُ لَأَخْتَصَيْنَا۔

৪৭০৪ আবুল ইয়ামন (র) সা'দ ইবন আবী ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইবন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে, আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

৪৭.৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي، فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرَاةَ بِالثُّوبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَقَالَ أَصْبَغُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي رَجُلٌ شَابٌ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنْتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي

ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا
أَنْتَ لَاقٍ فَأَخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرُ -

৪৭০৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে জিহাদে অংশ নিতাম; কিন্তু আমাদের কোন কিছু ছিল না। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললাম, আমরা কী খাসি হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে খাসি হতে নিষেধ করলেন এবং কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময়ে হলেও শাদী করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন : হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

আসবাগ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন যুবক। আমার ভয় হয় যে, আমার দ্বারা না জানি কোন গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়ে যায়; অথচ আমার শাদী করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। এই কথা শুনে নবী ﷺ চুপ রইলেন। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি চুপ রইলেন। আমি আবারও অনুরূপভাবে বললাম। তিনি চুপ থাকলেন। আবারও অনুরূপভাবে বললে তিনি উত্তর করলেন, হে আবু হুরায়রা! যা কিছু তোমার ভাগ্যে আছে, তা লেখার পর কলমের কাগি শুকিয়ে গেছে। তুমি খাসি হও বা না হও, তাতে কিছু আসে যায় না।^১

২৪৩৬. بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا غَيْرَكَ -

২৪৩৬. অনুচ্ছেদ : কুমারী মেয়ের শাদী সম্পর্কে। ইবন আবী মুলায়কা (র) বলেন, ইবন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আপনাকে ছাড়া নবী ﷺ আর কোন কুমারী মেয়ে শাদী করেননি।

৬. ৭৭. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَتْ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكَلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ
يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تَرْتَعُ بَعِيرَكَ ، قَالَ فِي الَّذِي لَمْ يَرْتَعْ مِنْهَا

১. খাসি হও বা না হও তোমার ভাগ্যে যা আছে, তা অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং খাসি হওয়ার দরকার নেই।

تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَكْرًا غَيْرَهَا -

৪৭০৬ ইসমাসীল ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মনে করুন আপনি এমন একটি ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে একটি গাছের কিছু অংশ খাওয়া হয়ে গেছে। আর এমন আর একটি গাছ পেলেন, যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন গাছের পাতা আপনার উটকে খাওয়াবেন। নবী ﷺ উত্তরে বললেন, যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এ কথার দ্বারা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল- নবী ﷺ তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারীকে শাদী করেননি।

৪৭.৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَاکْشِفْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ، فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِهِ -

৪৭০৭ উবায়দুল্লাহ ইবন ইসমাসীল (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'বার করে আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে বলল, এই হচ্ছে তোমার স্ত্রী। তখন আমি পর্দা খুলে দেখি, সে তুমিই। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি বাস্তবে পরিণত করবেন।

২৪৩৫. بَابُ الثِّبَاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ -

২৪৩৫. অনুচ্ছেদ : তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা রমণীকে শাদী করা (প্রসঙ্গে)। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তোমাদের কন্যা বা বোনকে আমার সঙ্গে প্রস্তাব দিও না।

৪৭.৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَحَسَ

بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَاَنْطَلَقَ بِعَيْرِي كَاْجُودٍ مَا اَنْتَ رَاءِ مِنْ الْاِبِلِ
فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعْجَلُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ
بِكْرًا اَمْ ثِيْبًا قُلْتُ ثِيْبٌ ، قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا
زَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، قَالَ اُمْهَلُوْا حَتَّى تَدْخُلُوْا لَيْلًا اَيَّ عِشَاءٍ لِكَي تَمْتَشِطَ
الشَّعْثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ -

৪৭০৮ আবু নু'মান (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরছিলাম। আমি আমার দুর্বল উটটি দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় কে একজন আরোহী আমার পিছন থেকে এসে আমার উটটিকে ছড়ি দ্বারা ঝোঁচা দিলে উটটি দ্রুত চলতে লাগল। পিছনে ফিরে দেখি নবী ﷺ। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, জাবির, তোমার এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কী? আমি উত্তর দিলাম, আমি নতুন শাদী করেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুমারী শাদী করেছ, না বিধবাকে? আমি উত্তর দিলাম বিধবাকে। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না? যার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সাথে খেল-তামাসা করত। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা মদীনায প্রবেশ করব এমন সময় নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, যেন (তোমার মহিলাটি স্ত্রী) (যার স্বামী এতদিন কাছে ছিল না) নিজের অগোছালো কেশরাশি বিন্যাস করে নিতে পারে এবং ক্ষৌর কার্য করতে পারে।

৪৭.৭ حَدَّثَنَا اَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا تَزَوَّجْتُ ؟ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثِيْبًا ، فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ،
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلَّا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ -

৪৭০৯ আদাম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন মেয়ে শাদী করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা রমণীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুকের প্রতি তোমার আশ্রয় নেই? (রাবী বলেন) আমি এ ঘটনা আমার ইবন দীনার (রা)-কে অবগত করালে তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত?

২৪৩৬. بَابُ تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

২৪৩৬. অনুচ্ছেদ : বয়স্ক পুরুষের সাথে অল্প বয়স্কা মেয়ের শাদী

৪৭১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ -

৪৭১০ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবু বকর (রা)-এর কাছে আয়েশা (রা)-এর শাদীর পয়গাম দিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, আমি আপনার ভাই। নবী ﷺ বললেন, তুমি আমার আব্দুল্লাহর দীনের এবং কিতাবের ভাই। তবে, সে আমার জন্য হালাল।

২৪৩৭. بَابُ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَآى النِّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

২৪৩৭. অনুচ্ছেদ : কোন্ প্রকৃতির মেয়ে শাদী করা উচিত এবং কোন্ ধরনের মেয়ে উত্তম এবং নিজের ঔরসের জন্য কোন্ ধরনের মেয়ে পছন্দ করা মুস্তাহাব।

৪৭১১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْأَيْلَ صَالِحُونَ نِسَاءً قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ -

৪৭১১ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, উষ্টারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয়া মহিলারা সর্বোত্তম। তারা শিশুদের প্রতি স্নেহশীলা এবং স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম হেফাজতকারিণী।

২৪৩৮. بَابُ إِتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

২৪৩৮. অনুচ্ছেদ ৪ দাসী গ্রহণ এবং আপন দাসীকে মুক্ত করে শাদী করা

৪৭১২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلِمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنْ بَنِيهِ وَأَمِنْ بِيٍّ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيهَا دُونَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا -

৪৭১২ মুসা ইবন ইসমাসীল (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আপন ক্রীতদাসীকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। এরপর তাকে মুক্ত করে শাদী করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। ঐ আহলে কিতাব, যে তার নবীর ওপর ঈমান আনে এবং আমার ওপরে ঈমান এনেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর ঐ গোলাম, যে তার প্রভুর হক আদায় করে এবং আল্লাহরও হক আদায় করে তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।

৪৭১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرٌّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجِرًا ، قَالَتْ كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي أَجْرًا ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ -

[৪৭১৩] সাঈদ ইবনে তালীদ (র) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কোন মিথ্যা কথা বলেন নি।^১ অত্যাচারী বাদশাহর দেশে তাকে যেতে হয়েছিল এবং তার সাথে 'সারা' (রা) ছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (সেই বাদশাহ) হাজেরাকে তাঁর সেবার জন্য তাঁকে দান করেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ কাকের থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং আমার খেদমতের জন্য আজেরা (হাজেরা)-কে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, “হে আকাশের পানির সন্তানগণ (কুরাইশ)! এ হাজেরাই তোমাদের মা।”

[৪৭১৪] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حُيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَحْدَى أُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا، فَهِيَ مِنْ أُمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلْ وَطِئَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ -

[৪৭১৪] কুতায়বা (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর এবং মদীনার মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং ছায়ার কন্যা সাফীয়ার সাথে রাতে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করলেন। আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত দিলাম। নবী ﷺ দস্তুরখানা বিছাবার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে গোশত ও রুটি ছিল না। খেজুর, পনির, মাখন ও ঘি রাখা হল। এটাই ছিল রাসূল ﷺ -এর ওয়ালীমা। উপস্থিত মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। তিনি (সাফীয়া) রাসূল ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে গণ্য হবেন অথবা ক্রীতদাসীদের মধ্যে গণ্য হবেন। এরপর তাঁরা ধারণা করলেন যে, যদি নবী ﷺ সাফীয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন, তাহলে নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি পর্দা না করা হয়, তাহলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসাবে মনে করা হবে। যখন নবী ﷺ সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন সাফীয়ার জন্য উটের পিছনে জায়গা করলেন এবং তাঁর ও লোকদের মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

২৪৩৭. بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا -

২৪৩৯. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসীকে আযাদ করাকে মোহর হিসাবে গণ্য করা

১. প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আ) মিথ্যা বলেননি ; বরং প্রয়োজনবশত দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

৪৭১৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا -

৪৭১৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সাফীয়াকে আযাদ করলেন এবং এই আযাদীকে তার শাদীর মোহরানা হিসাবে ধার্য করলেন।

২৪৬. بَابُ تَزْوِيجِ الْمَعْسِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .

২৪৬০. অনুচ্ছেদ : দরিদ্র ব্যক্তির শাদী করা বৈধ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তারা দরিদ্র হয়, আল্লাহ তার মেহেরবানীতে সম্পদশালী করে দেবেন

৪৭১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَطَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّطْرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ اذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدِ شَيْئًا فَذَهَبِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ

بِإِزَارِكَ إِن لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرَوْنَهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭১৬ কুতায়বা (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখলেন, নবী ﷺ তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছে না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার শাদীর কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সাথে একে শাদী দিয়ে দিন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তর করলো- না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ। কিছু পাও কিনা। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাও পেলাম না, কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ (গুপ্ত আছে)। (রাবী) সাহল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার কোন কাজে আসবে না আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সে যেতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে হিসাব করল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এই মহিলাটিকে (শাদী) দিলাম।

٢٤٤١. بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

২৪৪১. অনুচ্ছেদ : স্বামী এবং স্ত্রীর একই দীনভুক্ত হওয়া। আল্লাহর বাণী, “এবং তিনিই পানি

থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।”

৬৭১৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رَيْيَعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنَ رَيْيَعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِمَرْأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ، زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيَكُمْ، فَرُدُّوهُ إِلَى آبَائِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَآخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

৪৭১৭ আবুল ইয়ামান (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযায়ফা (রা) ইবন উত্বা ইবন রাবিয়া ইবন আবদে শামস, যিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সালিমকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তার সাথে তিনি তাঁর ভাতিজী, ওয়ালাদ ইবন উত্বা ইবন রাবিয়ার কন্যা হিন্দাকে শাদী দেন। সে ছিল জনৈক আনসারী মহিলার আযাদকৃত দাস। যেমন নাকি যায়দকে নবী ﷺ পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের রীতি ছিল যে, কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসাবে ডাকত এবং মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত। যতক্ষণ না পর্যন্ত আব্দাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন : তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের জন্মদাতা পিতার নামে ডাক তারা তোমাদের মুক্ত করা গোলাম। এরপর থেকে তাদেরকে পিতার নামেই শুধু ডাকা হত। যদি তাদের পিতা সম্পর্কে জানা না যেত, তাহলে তাকে মাওলা বা দীনী ভাই হিসাবে ডাকা হত। তারপর আবু হুযায়ফা ইবন উত্বা (রা)-এর স্ত্রী সাহ্লা বিনতে সুহায়ল ইবন আমর আল কুরাইশী আল আমিরী নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সালিমকে আমাদের পুত্র হিসাবে মনে করতাম; অথচ এখন আব্দাহ যা নাযিল করেছেন তা তো আপনিই ভাল জানেন। এরপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা কবলেন।

৪৭১৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتَ الْحَجَّ ، قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي قَوْلِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ -

৪৭১৮ উবায়দা ইবন ইসমাইল (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যুবায়রা আ বিনতে যুবায়র-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহর কসম! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি (তবে হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।) তার উত্তরে বললেন, তুমি হজ্জের নিয়্যতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহর কাছে এই শর্ত আরোপ করে বল, হে আল্লাহ! যেখানেই আমি বাধ্যস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহ্রাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব। সে ছিল মিকদাদ ইবন আসওয়াদের স্ত্রী।

৪৭১৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِرَبْعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدَيْنِهَا ، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ -

৪৭১৯ মুসাদ্দাদ (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাদী করা যায়- তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪৭২০ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟ قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خُطِبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ

لَا يُشْفَعُ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلِّ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا -

[৪৭২০] ইব্রাহীম ইবন হামযা (র) হযরত সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করছিল, তখন তিনি (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, তোমাদের এর সম্পর্কে কি ধারণা? তারা উত্তর দিলেন, “যদি কোথাও কোন মহিলার প্রতি এ লোকটি শাদীর প্রস্তাব করে, তার সাথে বিয়ে দেয়া যায়। যদি সে সুপারিশ করে, তাহলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়, যদি কথা বলে, তবে কান লাগিয়ে শোনা উচিত। এরপর সেখান দিয়ে একজন গরীব মুসলমান অতিক্রম করতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তারা জবাব দিলেন, যদি এ ব্যক্তি কোথাও শাদীর প্রস্তাব করে, তো বিবাহ দেয়া ঠিক হবে না। যদি কারও সুপারিশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন কথা বলে, তবে তা শোনার প্রয়োজন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির চেয়ে এ উত্তম (ধনীদেবের চেয়ে গরীবরা উত্তম)।

٢٤٤٢. بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَرْوِجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرَى

২৪৪২. অনুচ্ছেদ ৪ : শাদীর ব্যাপারে ধন-সম্পদের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে এবং ধনী মহিলার সাথে গরীব পুরুষের শাদী

[৪৭২১] حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَإِنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ يَا ابْنُ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنَهَوْا عَنْ نِكَاحِهَا ، إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا فِي أَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبُهَا فِي أَكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ،

تَرْكُوهَا وَآخِذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَكَمَا يَتْرَكُونَهَا حِينَ
يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَاغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ
يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ -

[৪৭২১] ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র) হযরত ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে উরওয়া (র) বলেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে ‘তোমরা যদি ভয় কর যে ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না’-এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে! এই আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত; কিন্তু শাদীর পর মোহর দিতে অনিচ্ছুক। এই রকম অভিভাবককে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইনসাফের সাথে পূর্ণ মোহর তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং এদেরকে ছাড়া অন্যদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেন, “লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে এই হুকুমগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা অনেক পূর্ব থেকেই তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। সেই হুকুমগুলো যা এই ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে। যাদের হক তোমরা সঠিক মত আদায় কর না। যাদেরকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার কোন আশ্রয় তোমাদের নেই।” ইয়াতীম বালিকারা যখন সুন্দরী এবং ধনবতী হয়, তখন অভিভাবকগণ তার বংশমর্যাদা রক্ষা এবং শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আশ্রয় প্রকাশ করতঃ তারা এদের পূর্ণ মোহর আদায় না করা পর্যন্ত শাদী করতে পারে না। আর তারা যদি এদের ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অভাবের কারণে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে আশ্রয়ী না হত, তাহলে তারা এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের শাদী করত। সুতরাং যখন তারা এদের মধ্যে স্বার্থ পেতো না তখন তাদের বাদ দিত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ মোহর আদায় করা ব্যতীত শাদী করতে নিষেধ করা হয়।

۲۴۴۳. بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّالْكُفْرِ

২৪৪৩. অনুচ্ছেদ : অশুভ স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে

[৪৭২২] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ
وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ : الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْدَّارِ ، وَالْفَرَسِ -

৪৭২২ ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভিতরে অশুভের লক্ষণ আছে।

৪৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ -

৪৭২৩ মুহাম্মদ ইবন মিনহাল (র) হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট লোকেরা অশুভ স্ত্রীলোক সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, কোন কিছুর মধ্যে যদি অপয়া থাকে, তা হলো : বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া।

৪৭২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ -

৪৭২৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকে, তা হচ্ছে, ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং বাসগৃহ।

৪৭২৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৪৭২৫ আদাম (র) হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিতনা আমি রেখে গেলাম না।

২৬৬৬. بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

২৪৪৪. অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের সঙ্গে মুক্ত মহিলার শাদী

৪৭২৬

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ عَتَقْتُ فَخَيْرْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقَرِبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدَمٌ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ أَرِ الْبُرْمَةَ ، فَقِيلَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৭২৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বারীরা' থেকে তিনটি বিষয় জানা গেছে যে, যখন তাকে মুক্ত করা হয় তখন তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় (সে ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কিনা) ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রীতদাসের আল ওয়ালার^১ অধিকার মুক্তকারী ব্যক্তির। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে চুলার ওপরে ডেকচি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাকে রুটি এবং তরকারী দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, চুলার ওপরের ডেকচির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? উত্তর দেয়া হল, ডেকচিতে বারীরার জন্য দেয়া সাদকার গোশত রয়েছে। আর আপনি তো সাদকার গোশত খান না। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্য সাদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

২৪৪৫. بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبْعَ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : أَوْلَىٰ أَجْنَعَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبْعَ

২৪৪৫. অনুচ্ছেদ : চারের অধিক শাদী না করা সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা শাদী কর দু'জন, তিনজন অথবা চারজন। আলী ইবন হুসায়ন (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (ফেরেশতাদের) দু' অথবা তিন অথবা চারখানা পাখা আছে -এর অর্থ দু' দু'খানা, তিন তিনখানা এবং চার চারখানা।

৪৭২৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

১. মুক্ত দাস-দাসীর ব্যাপারে যে অধিকার জন্মে তাকে 'ওয়ালার' বলা হয়।

عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ قَالَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَىٰ مَالِهَا وَيُسَيِّ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ -

[৪৭২৭] মুহাম্মদ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ কয়েম করতে পারবে না'-এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আয়াত ঐ সমস্ত ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের অভিভাবক তাদের সম্পদের লোভে শাদী করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্পত্তিকে ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তার জন্য সঠিক পছন্দ এই যে, ঐ বালিকাদের ব্যতীত মহিলাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে শাদী করতে পারবে।

২৪৬. بَابُ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْتِكُمْ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ৪ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দুধমাতাকে হারাম করা হয়েছে। রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে শাদী হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে শাদী হারাম

[৪৭২৮] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَاهُ فَلَانًا لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا ، لِعِمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ نَعَمْ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ -

[৪৭২৮] ইসমাইল (র) হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে ছিলেন। এমন সময় শোনলেন এক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর

ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, আমি জানি, সে ব্যক্তি হাফসার দুধের সম্পর্কে চাচা। আয়েশা (রা) বলেন, যদি অমুক ব্যক্তি বেঁচে থাকত সে দুধ সম্পর্কের থেকে আমার চাচা হত (তাহলে কি আমি তার সাথে দেখা করতে পারতাম) ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হাঁ, রক্তের সম্পর্কের কারণে, যাদের সাথে যাদের শাদী নিষিদ্ধ, দুধের সম্পর্কের কারণে তাদের সঙ্গে শাদী নিষিদ্ধ।

৬৭২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلَا تَزَوِّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ، وَقَالَ بَشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ -

৪৭২৯ মুসাদ্দাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলল, আপনি কেন হামযা (রা)-এর মেয়েকে শাদী করছেন না ? তিনি বললেন, সে আমার দুধ সম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে। পরে হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

৬৭৩. حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَوْ تَحِبِّينَ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نَحَدِّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لِابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ وَثَوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ ، لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حَبِيبَةَ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ ، قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقِ

بَعْدُكُمْ غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ بَعْتَا قَتِي ثَوْبَةً -

৪৭৩০ হাকাম ইব্ন নাফি উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর? তিন উত্তর করলেন, হ্যাঁ। এখন তো আমি আপনার একা স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে উত্তম কাজে অংশীদার হোক। তখন নবী ﷺ উত্তর দিলেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেলাম, আপনি নাকি আবু সালমার মেয়েকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, আমি উম্মে সালমার মেয়েকে শাদী করতে চাই। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার প্রতিপালিতা কন্যা না হত, তাহলেও তাকে শাদী করা হালাল হত না। কেননা, সে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার ভতিজী। কেননা, আমাকে এবং আবু সালমাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগিনীদেরকে শাদীর জন্য পেশ করো না। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, সুওয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুধ পান করায়। আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার একজন আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখল যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিপতিত আছে। তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আবু লাহাব বলল, যখন তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি, তখন থেকেই ভীষণ কষ্টে আছি। কিন্তু সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে কিছু পানি পান করতে পারছি।

٢٤٤٧. بَابُ مَنْ قَالَ لَارْضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَةَ ، وَمَا يُحْرَمُ مِنْ قَلِيلِ الرُّضَاعِ وَكَثِيرِهِ

২৪৪৭. অনুচ্ছেদ : যারা বলে দু'বছরের পরে দুধপান করলে দুধের সম্পর্ক স্থাপন হবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “পিতামাতা যারা সন্তানের দুধ পান করানো পুরা করতে চায়, তাদের সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর।” কম-বেশি যে পরিমাণ দুধ পান করুক না কেন, তাতে সম্পর্ক হারাম হবে না।

৪৭৩১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ

فَاتِمَا الرُّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ -

[৪৭৩১] আবুল ওয়ালীদ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে এলেন। সে সময় একজন লোক তার কাছে বসা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল, যেন তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যাচাই করে দেখ, তোমাদের ভাই কারা? যখন দুধই একমাত্র পানীয়, যা খেয়ে শিশুরা প্রাণ রক্ষা করে।^১

٢٤٤٨. بَابُ لَبْنِ الْفَحْلِ

২৪৪৮. অনুচ্ছেদ : যে সন্তান যে মহিলার দুধ পান করে, সে সন্তান ঐ মহিলার স্বামীর দুধ-সন্তান হিসাবে গণ্য হবে

[৪৭৩২] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَذِنَ لَهُ -

[৪৭৩২] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর তাঁর (আয়েশা (রা)) দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবুল কু'আয়াসের ভাই 'আফলাহ' তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। এরপর রাসূল ﷺ এলেন। আমি তার সাথে যে ব্যবহার করেছি, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য আমাকে বললেন।

٢٤٤٩. بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

২৪৪৯. অনুচ্ছেদ : দুধমাতার সাক্ষ্য গ্রহণ

[৪৭৩৩] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي

১. সন্তানের দু'বছর বয়সের মধ্যে যদি দুধপান করে থাকে, তবে দুধের সম্পর্ক হবে, নতুবা হবে না।

مَرِيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيثِ
عُبَيْدٍ أَحْفَظُ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ
أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ
فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ،
فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ
زَعَمْتَ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعَهَا عَنْكَ وَأَشَارَ اسْمُعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ
السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ -

[৪৭৩৩] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) উক্বা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে শাদী করেছি। এরপর জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এই কথা শোনার পর নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কেমন করে তোমার সাথে শাদী হল; অথচ তোমাদের উভয়কে ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে— এ কথা বলছে। অতএব, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। রাবী ইসমাইল শাহাদাত এবং মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় উত্তোলন করে ইশারা করেছে যে, তার উদ্ভ্রতন রাবী আইউব এইরূপ করে দেখিয়েছেন।

২৪৫. بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا -
وَقَالَ أَنَسٌ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَامِ حَرَامٌ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِبَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ .
وَقَالَ : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا زَادَ
عَلَىٰ أَنْ يَحِلَّ فَهُوَ حَرَامٌ كَأَمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأَخْتِهِ . وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : حَرِّمَتْ
 عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ الْآيَةَ وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَتِهِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةٍ
 عَلِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ
 لَا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّ فِي لَيْلَةٍ
 وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
 وَأَحْلَ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكَ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى
 بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنْ
 الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، فَلَا
 يَتَزَوَّجَنَّ أُمُّهُ ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ لَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي
 نَصْرِ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَذَا لَمْ يَعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ بَعْضُ أَهْلِ
 الْعِرَاقِ تُحْرَمُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تُحْرَمُ عَلَيْهِ . حَتَّى يُلْزَقَ بِالْأَرْضِ
 يَعْنِي تَجَامِعَ وَجُوزَةً ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ
 قَالَ عَلِيٌّ لَا تُحْرَمُ وَهَذَا مُرْسَلٌ .

২৪৫০. অনুচ্ছেদ : কোন্ কোন্ মহিলাকে শাদী করা হালাল এবং কোন্ কোন্ মহিলাকে
 শাদী করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে
 তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা-ভাতিজী-ভাগ্নি এবং ঐ সমস্ত মা, যারা তোমাদের
 দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধবোন, তোমাদের শাশুড়ি এবং তোমাদের স্ত্রীদের
 কন্যা যারা তোমাদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

আনাস (রা) বলেছেন, "وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ" এই কথা দ্বারা সখবা স্বাধীনা মহিলাদেরকে শাদী করা হারাম বোঝানো হয়েছে; কিন্তু ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা হারাম নয়। যদি কোন ব্যক্তি বাদীকে তার স্বামী থেকে তালাক নিয়ে পরে ব্যবহার করে, তাহলে দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আব্বাহর বাণীঃ “কোন মুশরিক মহিলাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা পূর্ণ ইমান আনে।” ইবন আব্বাস (রা) বলেন, চারজনের বেশি শাদী করা ঐরূপ হারাম বা অবৈধ যেহেতু তার গর্ভধারিণী মা, কন্যা এবং ভগিনীকে শাদী করা হারাম। রাবী বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রক্তের সম্পর্কের সাতজন ও বৈবাহিক সম্পর্কের সাতজন নারীকে শাদী করা হারাম। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, “তোমাদের জন্যে তোমাদের মায়েদের শাদী করা হারাম করা হয়েছে।” আবদুল্লাহ ইবন জা‘ফর (র) একসাথে হযরত আলী (রা)-এর স্ত্রী^১ ও কন্যাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করেন (তারা উভয়েই সৎ-মা ও সৎ-কন্যা ছিল) ইবন শিরীন বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান বসরী (র) প্রথমত এই মত পছন্দ করেননি; কিন্তু পরে বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান ইবন হাসান ইবন আলী একই রাতে দুই চাচাত বোনকে একই সাথে শাদী করেন। জাবির ইবন যায়দ সম্পর্কহেদের আশংকায় এটা মাকরুহ মনে করেছেন; কিন্তু এটা হারাম নয়। যেমন আব্বাহ তা‘আলা বলেন, এসব ছাড়া আর যত মেয়ে লোক রয়েছে তা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যদি কেউ তার শালীর সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলন করে তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায় না। শা‘বী (রা) এবং আবু জা‘ফর (রা) বলেন, যদি কেউ কোনো বালকের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হয়, তবে তার মা তার জন্য শাদী করা হারাম হয়ে যাবে। ইকরামা (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি শাওড়ির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার স্ত্রী হারাম হয় না। আবু নসর (রা) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম হয়ে যাবে। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) জাবির ইবন যায়দ (রা) আল হাসান (রা) এবং কতিপয় ইরাকবাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ না কেউ তার শাওড়ির সাথে অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। ইবন মুসাইয়িব, উরওয়া (রা) এবং যুহরী এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ বলেছেন। যুহরী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, হারাম হয় না। এখানে যুহরীর কথা মুরসাল অর্থাৎ এই কথা যুহরী হযরত আলী (রা) থেকে শোনেননি।

১. হযরত ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রা) কাউকে শাদী করেননি। পরে তিনি শাদী করেন। আলোচ্য মহিলার নাম লায়লা মাসউদ।

২৪৫১. **بَابُ وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتٌ وَلَكِدِهَاهُنَّ مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا مَحَبَبَةَ لَاتَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا إِخْوَاتِكُنَّ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجَرِهِ ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رِبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا .**

২৪৫১. অনুচ্ছেদ : আব্বাস তা'আলার বানীঃ “এবং (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।” এ প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, ‘দুখুল’ ‘মাসীস’ ও ‘লিমাস’ শব্দত্রয়ের অর্থ হচ্ছে, যৌন মিলন। যে ব্যক্তি বলে যে, স্ত্রীর কন্যা কিংবা তার সন্তানের কন্যা হারামের ব্যাপারে নিজ কন্যার সমান, সে দলীল হিসাবে নবী ﷺ-এর হাদীসখানা পেশ করে। আর তা হচ্ছেঃ নবী ﷺ উম্মে হাবীবা (রা)-কে বলেন, তোমরা তোমাদের কন্যাদের ও বোনদের আমার সঙ্গে শাদীর প্রস্তাব করো না। একইভাবে নাতবৌ এবং পুত্রবধু শাদী করা হারাম। যদি কোন সৎ-কন্যা কারো অভিভাবকের আওতাধীন না থাকে তবে তাকে কি সৎ-কন্যা বলা যাবে? নবী ﷺ তার একটি সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়ে দিলেন। নবী ﷺ স্বীয় দৌহিত্রকে পুত্র সম্বোধন করেছেন।

৪৭৩৪ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ تَنْكِحُ ، قَالَ أَتُحِبِّينَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكْنِي فِيكَ أُخْتِي ، قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ ، بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ،

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتِنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ
فَلَا تَعْرِضْنِ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامُ دُرَّةُ
بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ -

[৪৭৩৪] হুমায়দী (র) উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে আমার কি হবে? আমি বললাম, তাকে আপনি শাদী করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মে সালামার কন্যা? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যেদিন আমার প্রতিপালিতা সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিল। সুতরাং শাদীর জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে পেশ করো না। লাইছ বলেন, হিশাম দুরবা বিনত আবী সালামার নাম বলেছেন।

২৪৫২. بَابُ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

২৪৫২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : দুই বোনকে একত্রে শাদী করা (হালাল নয়) তবে অতীতে যা হয়ে গেছে

[৬৩৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي
سُفْيَانَ، قَالَ وَتَحِبِّينَ؟ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكْنِي
فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي، قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ . فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ،
قَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا
حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لِابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا

تَعْرِضُنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ -

৪৭৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। তিনি বলেন, তুমি কি তা পছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি যাকে সবচেয়ে ভালবাসি, তার সাথে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী ﷺ বললেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা শুনেছি যে আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার কন্যার কথা বলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যদি সে আমার সং কন্যা নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে হচ্ছে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভাইয়ের কন্যা। সুওয়াইবা আমাকে এবং তার পিতা আবু সালামাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। সুতরাং তোমাদের কন্যা বা বোনদের শাদীর পয়গাম আমার কাছে পেশ করো না।

২৬৫৩. بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

২৪৫৩. অনুচ্ছেদ : আপন ফুফু যদি কোন পুরুষের স্ত্রী হয়, তবে যেন কোন মহিলা উক্ত পুরুষকে শাদী না করে

৪৭৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عُثْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

৪৭৩৬ আবদান (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে এবং ভাগ্নীকে শাদী না করে। অপর এক সূত্রে এই হাদীসখানা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

৪৭৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا -

৪৭৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে শাদী না করে।

৪৭৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ ابْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَتَرَى خَالَهَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ -

৪৭৩৮ আবদান (র) আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ কাউকে একসাথে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধস্তন রাবী যুহরী বলেছেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি, কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রা) বলেছেন, রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম, দুধ পানের কারণেও এসব তোমরা হারাম মনে করো।

২৪৫৪. بَابُ الشِّغَارِ

২৪৫৪. অনুচ্ছেদ : আশ্-শিগার বা বদল বিবাহ

৪৭৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -

৪৭৩৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশ্-শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। ‘আশ্-শিগার’ হলো : কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন কনেই মোহর পাবে না।

২৪৫৫. بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

২৪৫৫. অনুচ্ছেদ : কোন মহিলা কোন পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে কিনা ?

৪৭৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبَتْ أَنْفُسَهُنَّ

لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةَ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ تَرَجَّيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ - رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ -

[৪৭৪০] মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) হিশামের পিতা উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে সব মহিলা নিজেদেরকে নবী ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, খাওলা বিনতে হাকীম তাদেরই একজন ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজেদের পুরুষের কাছে সমর্পণ করছে? কিন্তু যখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল - হে মুহাম্মাদ! তোমাকে অধিকার দেয়া হল যে নিজ জীবনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আলাদা রাখতে পার....।” আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার মনে হয়, আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ত্বরিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। উক্ত হাদীসটি আবু সাঈদ মুয়াদ্দিব, মুহাম্মাদ ইব্ন বিশর এবং আবদাহু হিশাম থেকে আর হিশাম তার পিতা হতে একে অপরের চেয়ে কিছু বেশ-কমসহ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৪৫৬. بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

২৪৫৬. অনুচ্ছেদ : ইহরামকারীর বিবাহ

[৪৭৪১] حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ -

[৪৭৪১] মালিক ইব্ন ইসমাইল (র) জাবির ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ বিবাহ করেছেন।

২৪৫৭. بَابُ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ اخِيرًا

২৪৫৭. অনুচ্ছেদ : অবশেষে রাসূল ﷺ মুতা'আ বিবাহ নিষেধ করেছেন

[৪৭৪২] حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ

أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ -

৪৭৪২ মালিক ইবন ইসমাইল (র) হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ তাঁদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) ইবন আব্বাস বলেছেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে মুতা'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষেধ করেছেন।

৪৭৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوُهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ -

৪৭৪৩ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি মহিলাদের মুতা'আ বিবাহ সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বললেন, যে এরূপ হুকুম অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, মহিলাদের স্বল্পতা ইত্যাদির কারণেই ছিল? তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ।

৪৭৪৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَتَا رَكَاتَتَا رَكَا فَمَا أَدْرَى أَشَى كَانَ لَنَا خَاصَّةٌ ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَبَيْنَهُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ -

৪৭৪৪ আলী (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ এবং সালামা আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা কোন এক সেনাবাহিনীতে ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ -এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে

বললেন, তোমাদেরকে মুতা'আ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুতা'আ করতে পার। ইবন আবু যিব বলেন, আয়াস ইবন সালামা ইবন আকওয়া তার পিতা সুত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে কোন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে (মুতা'আ করতে) একমত হলে তাদের পরস্পরের এই সম্পর্ক তিন রাতের জন্য গণ্য হবে। এরপর তারা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা জানি না এ ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, মুতা'আ বিবাহ প্রথা রহিত হয়ে গেছে।

২৪৫৪. بَابُ عَرَضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

২৪৫৮. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকের সৎ পুরুষের কাছে নিজেকে (বিবাহের জন্য) পেশ করা

৪৭৬৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَهُ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَأَسْوَأَ أَتَاهُ وَأَسْوَأَ أَتَاهُ ، قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا -

৪৭৪৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) সাবিত আল বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর কাছে তাঁর কন্যাও ছিলেন। আনাস (রা) বললেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে সমর্পণ করতে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? এ কথা শুনে আনাস (রা)-এর কন্যা বললেন, সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম, সে নবী ﷺ-এর সাহচর্য পেতে আকৃষ্ট হয়েছিল। এ কারণেই সে নবী ﷺ-এর কাছে নিজেকে পেশ করেছে।

৪৭৬৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ

سَهْلٌ وَمَالُهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ أَوْ دَعَى لَهُ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا لِسُورٍ يُعَدُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَلَكْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৪৬ সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র) সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে নিজকে পেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল্লাহ! তাকে আমার সঙ্গে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, তালাশ কর, কোন কিছু পাও কিনা? যদিও একটি লোহার আংটিও পাও (তা নিয়ে এসো)। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, একটি কিছুই পেলাম না এমনকি একটি লোহার আংটিও না; কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। এর অর্ধেকাংশ তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। অতএব নবী ﷺ বললেন, তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান কর, মহিলার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর যদি সে এটা পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি অনেকক্ষণ বসে রইল। এরপর নবী ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন বা ডাকানো হল এবং বললেন, তুমি কুরআন কতটুকু জান? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে সূরাগুলোর উল্লেখ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তোমাকে এর সাথে শাদী দিলাম।

২৪৫৭. بَابُ عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

২৪৫৯. অনুচ্ছেদ : নিজের কন্যা অথবা বোনকে শাদীর জন্য কোন নেক্কার পরহেজগার ব্যক্তির সামনে পেশ করা

৪৭৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حِذَافَةَ السُّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَفَّيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي
فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ لَقِينِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ
عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ
عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي
عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ
فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ
أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ
أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ قَبْلَتْهَا -

৪৭৪৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনায়েস ইব্ন হুযায়ফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় ইত্তিকাল করেন। উমর ইবনুল খত্তাব (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব দিলাম; তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যেন এখন আমি তাকে শাদী না করি। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, যদি আপনি চান, তাহলে আপনার সাথে উমরের কন্যা হাফসাকে শাদী দেই। আবু বকর (রা) নীরব থাকলেন এবং প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি উসমান (রা)-এর চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হলাম, তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফসাকে আমি তার সাথে শাদী দিলাম। এরপর আবু বকর (রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি যখন হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেন তখন আমি কোন উত্তর দেইনি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবে সাড়া না দিতে কোন কিছুই আমাকে বিরত করেনি; বরং আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসার বিষয় উল্লেখ করেছেন, কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন ভেদ প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে প্রত্যাহার করতেন তাহলে আমি হাফসাকে গ্রহণ করতাম।

٤٧٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْلَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي إِنْ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ -

৪৭৪৮ কুতায়বা (র) ইরাক ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাব বিনতে আবু সালামা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলেছেন, আপনি দুররাহ বিনতে আবু সালামাকে শাদী করতে যাচ্ছেন- এ কথা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি উম্মে সালামা থাকতে তাকে শাদী করব? যদি আমি উম্মে সালামাকে শাদী নাও করতাম, তবুও সে আমার জন্য হালাল হত না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

٢٤٦٠. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غُفُورٌ حَلِيمٌ. أَكْنَنْتُمْ أَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتُهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ. وَقَالَ لِي طَلْقُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا عَرَّضْتُمْ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيْسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَى كَرِيمَةٍ وَإِنِّي فِيكَ لَرَاغِبٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَانِقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُعْرِضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنْ لِي حَاجَةٌ وَأَبْشِرِي وَأَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ وَلَا تَعْدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلَيْهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تُوَاعِدُهُنَّ سِرًّا الزَّيْنَا وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكِتَابُ أَجَلُهُ تَنْقُضِي الْعِدَّةَ .

২৪৬০. অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যদি তোমরা শাদীর ইচ্ছা কর প্রকাশ্যে অথবা অন্তরে গোপন রাখ, উভয় অবস্থা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী এবং ধৈর্যশীল। اَكْنَنْتُمْ আরবী অর্থ - তোমরা গোপনে মনে পোষণ কর, প্রত্যেক বস্তু যা তুমি গোপনে রাখ তা হলো 'মাকনুন'। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত পালনকারী কোন মহিলাকে বলে যে, আমার শাদী করার ইচ্ছা আছে। আমি কোন নেক্কার মহিলাকে পেতে ইচ্ছা পোষণ করি। কাসিম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেন কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমাকে পছন্দ করি। আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ বর্ষণ করুন। অথবা এই ধরনের উক্তি। আতা (র) বলেন, শাদীর ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত- খোলাখুলি এই ধরনের কোন কথা বলা ঠিক নয়। কেউ এ ধরনের বলতে পারে, আমার এ সকল গুণের প্রয়োজন আছে। আর তোমার জন্য সুখবর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আপনি পুনঃ শাদীর উপযুক্ত। সে মহিলাও বলতে পারে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু এর বেশি ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার অজ্ঞাতে কোন প্রকার ওয়াদা দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্দতের মাঝে কাউকে শাদীর কোন প্রকার ওয়াদা করে এবং ইদ্দত শেষে সে ব্যক্তি যদি তাকে শাদী করে তবে সেই শাদী বিচ্ছেদ করতে হবে না। হাসান (র) বলেছেন, (লা তুয়াঈদু হুনা সিররান) এর অর্থ হল : ব্যভিচার। ইবন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথা বলা হয় যে, কিতাবু আজালাহ্ তানকাদী ইদ্দাতা অর্থ হল- ইদ্দত পূর্ণ হওয়া।

٢٤٦١. بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

২৪৬১. অনুচ্ছেদ : শাদী করার পূর্বে মেয়ে দেখে নেয়া

٤٧٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِيهِ -

৪৭৪৯ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী চাদরে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। এরপর আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর খুলে

ফেলে তোমাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, যদি স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

৪৭৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَاهِبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ اذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَيْتُ ، قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِذَا رَأَيْتُ أَنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عِدْدُهَا قَالَ أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৫০ কুতায়বা (র) হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে দেখলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃষ্টি দিলেন। আপাদমস্তক দেখা শেষ করে তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলা দেখতে পেল, নবী ﷺ তার সম্পর্কে

কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। তারপর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি আপনার এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে তাকে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কোন সম্পদ আছে কি? সে বলল-না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কাছে কোন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কিনা? তারপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কিছুই পেলাম না। তখন তিনি বললেন, দেখ, একটি লোহার আংটি পাও কিনা! এরপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, ন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই আমার তহবন্দ আছে। [বর্ণনাকারী সাহল (রা) বলেন, তার অন্য কোন চাদর ছিল না] এর অর্ধেক তাকে দিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার এ তহবন্দ দ্বারা কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তার ওপর কিছুই থাকবে না, আর যদি সে পরিধান করে তাহলে তোমার জন্যও কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ পরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন এবং ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআন কতটুকু জানা আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার অমুক, অমুক, অমুক সূরা জানা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এগুলো মুখস্থ পড়তে পার? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, যাও, যে পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ জান, এর বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার সাথে শাদী করিয়ে দিলাম।

২৪৬২. بَابٌ مِّنْ قَالَ لَانِكَاحَ الْاَبْوَلِيَّ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ فَدْخَلَ فِيْهِ الثَّيِّبُ ، وَكَذٰلِكَ الْبَكْرُ ، وَقَالَ : وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَقَالَ : وَاَنْكِحُوْا الْاَيَّامٰى مِنْكُمْ

২৪৬২. অনুচ্ছেদ : যারা বলে, ওলী বা অভিভাবক ব্যতীত শাদী শুদ্ধ হয় না, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম দলীল হিসাবে পেশ করে : “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের নির্দিষ্ট ইচ্ছা পূর্ণ করে তখন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বামীর সাথে বিবাহে বাধা দিও না” -এ নির্দেশের আওতায় বয়স্ক বিবাহিতা মহিলারা যেমন, তদ্রূপ কুমারী মেয়েরাও এসে গেছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে কখনও বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে।” আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, “তোমাদের ভিতরে যারা অবিবাহিতা আছে তাদের শাদী দিয়ে দাও”

৪৭০১ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ * حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِّلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْأَسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَادُونُ الْعَشِيرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ أَحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ الْحَقُّوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَأَطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ -

[৪৭৫১] ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান ও আহমদ ইবন সালিহ (র) উরওয়া ইবন যুবার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগে

চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌন মিলন কর। এরপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সাথে স্ত্রীর যৌন মিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে ‘নিকাছুল ইস্তিবদা’ বলা হত। তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জান- তোমরা কি করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন এ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যা-শায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবনিতা (পতিতা), যার চিহ্ন হিসাবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সকল কাফাহ পুরুষ এবং একজন ‘কাফাহ’ (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত- অমুকের গুঁরসজাত সন্তান)-কে ডেকে আনা হত সে সন্তানটির যে লোকটির সাথে এ সাদৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং লোকে ঐ সন্তানকে তার সন্তান হিসাবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্য দীনসহ পাঠানো হল তখন তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত শাদী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ٤٧٥٢

عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قَالَتْ هَذِهِ فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا وَلَا يَنْكِحَهَا

غَيْرُهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يُشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا -

৪৭৫২ ইয়াহুইয়া (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম নারী সম্পর্কে তোমরা যাদের প্রাপ্য পরিশোধ কর না এবং যাদের তোমরা শাদী করতে আগ্রহী” তিনি বলেন, এই আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের আওতাধীন রয়েছে এবং তার ধন-সম্পদে সে শরীকানা রাখে কিন্তু তাকে শাদী করা পছন্দ করে না এবং তার সম্পদের জন্য অন্যের কাছে শাদী দিতে আগ্রহীও নয়, যাতে করে অন্য লোক এ সম্পত্তিতে তাদের সাথে অংশীদার হয়ে না বসে (উক্ত আয়াতে অভিভাবকদেরকে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে)।

৪৭৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوْفِيَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةَ -

৪৭৫৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) যখন তার স্বামী খুনায়েস ইবন হযাফা আস্‌সাহ্মীর মৃত্যুর ফলে বিধবা হল, ইনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইস্তিকাল করেন। উমর (রা) বলেন, আমি উসমান ইবন আফফান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁর কাছে হাফসার শাদীর প্রস্তাব করলাম এই বলে যে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হাফসাকে আপনার সঙ্গে শাদী দিব। তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি বর্তমানে শাদী না করার জন্য মনস্থির করেছি। উমর (রা) আরো বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি যদি চান, তাহলে হাফসাকে আপনার সাথে শাদী দেব।

৪৭৫৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي

إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ
يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ
فَطَلَّقَتْهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا * لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا
بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا
تَعْضَلُوهُنَّ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ -

[৪৭৫৪] আহমদ ইবন আবু আমর (র) আল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি “তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না”-এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা) বলেছেন যে, উক্ত আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে শাদী দেই, সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। যখন তার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং তাকে পুনরায় শাদীর পয়গাম দেয়। কিন্তু আমি তাকে বলে দিই, আমি তাকে তোমার সাথে শাদী দিয়েছিলাম এবং তোমরা মেলামেশা করেছ এবং আমি তোমাকে মর্যাদা দিয়েছি। তারপরেও তুমি তাকে তালাক দিলে? পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছ? আল্লাহর কসম, সে আবার কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। মা'কিল বলেন, সে লোকটি অবশ্য খারাপ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “তাদেরকে বাধা দিও না,” এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমি আমার বোনকে তার কাছে শাদী দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে তার সাথে পুনঃ শাদী দিলেন।

٢٤٦٣. بَابُ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْحَاطِبُ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةَ بِنْتُ شُعْبَةَ
امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَوْفٍ لَأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ قَدْ
زَوَّجْتُكَ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدَ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكَ أَوْ لِيَأْمُرَ رَجُلًا مِنْ
عَشِيرَتِهَا ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتْ امْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا

২৪৬৩. অনুচ্ছেদ : ওলী বা অভিভাবক নিজেই যদি শাদীর প্রার্থী হয়। মুগীরা ইবন ও'বা (রা) এমন এক মহিলার সাথে শাদীর প্রস্তাব দেন, যার নিকটতম অভিভাবক তিনিই ছিলেন। সুতরাং তিনি অন্য একজনকে তার সাথে শাদী বন্ধনে আদেশ দিলে সে ব্যক্তি তার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) উম্মে হাকীম বিনতে কারিয় (রা)-কে বললেন, তুমি কি তোমার শাদীর ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি তোমাকে শাদী করলাম। আতা (রা) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে শাদী করলাম, অথবা ঐ মহিলার নিকটতম আত্মীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে শাদী দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, একজন মহিলা এসে নবী ﷺ-এর কাছে বলল, আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। এরপর একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন

৬৭৫৫ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يَزُوجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيُحْبِسُهَا ، فَنَهَا هُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

৬৭৫৫ ইবন সালাম (রা) হযরত আয়েশা (রা) আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে “তারা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফয়সালা চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।”

এই আয়াত হচ্ছে ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীনে আছে এবং তারা ঐ অভিভাবকের ধন-সম্পদেও অংশীদার; অথচ সে নিজে ওকে শাদী করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাদেরকে শাদী করুক এবং ধন-সম্পদে ভাগ বসাক তাও পছন্দ করে না। তাই সে তার শাদীতে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

৬৭৫৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا

فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
 قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ
 حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النِّصْفَ ، وَأَخْذُ النِّصْفَ ، قَالَ
 لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا
 مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৫৬ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র) সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ-এর নিকট একজন মহিলা এসে নিজকে পেশ করল। নবী ﷺ তার আপাদমস্তক সুন্দর করে দেখলেন; কিন্তু তার কথার কোন প্রতি-উত্তর দিলেন না। একজন সাহাবী আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি উত্তর করল, না, আমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই? লোকটি উত্তর করল, না, একটি লোহার আংটিও নেই। কিন্তু আমি আমার পরিধানের তহবন্দের অর্ধেক তাকে দেব আর অর্ধেক নিজে পরব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তোমার কুরআন মজীদের কিছু জানা আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার পরিবর্তে তাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

٢٤٦٤. بَابُ انْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاللَّائِي
 لَمْ يَحْضَنْ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ

২৪৬৪. অনুচ্ছেদ ৪ কার জন্য ছোট শিশুদের শাদী দেয়া বৈধ। আল্লাহ তা'আলার কালাম “এবং যারা ঋতুমতী হয়নি” -এই আয়াতকে দলীল হিসাবে ধরে নাবালগার ইদত তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে

٤٧٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
 وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا -

৪৭৫৭ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন তাঁকে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর এবং নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন এবং তিনি তাঁর সান্নিধ্যে নয় বছরকাল ছিলেন।

২৬৬০. بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْأِمَامِ ، قَالَ عُمَرُ خُطْبَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى حَفْصَةَ فَأَنْكَحَتْهُ

২৪৬৫. অনুচ্ছেদ : আপন পিতা কর্তৃক নিজ কন্যাকে কোন ইমামের সঙ্গে শাদী দেয়া।
উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার কন্যা-হাফসার সাথে শাদীর প্রস্তাব দিলে আমি তাকে তাঁর সাথে শাদী দেই

৪৭০৪ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، قَالَ هِشَامٌ : وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعِ سِنِينَ -

৪৭৫৮ মু'আল্লা ইবন আসাদ (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তাঁর ছয় বছর বয়স তখন নবী ﷺ তাঁকে শাদী করেন। তিনি তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন নয় বছর বয়সে। হিশাম (রা) বলেন, আমি জেনেছি যে, আয়েশা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে নয় বছর ছিলেন।

২৬৬১. بَابُ السُّلْطَانِ وَلِيِّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوْجَنَاكِ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

২৪৬৬. অনুচ্ছেদ : সুলতানই ওলী বা অভিভাবক (যার কোন ওলী নেই)। এর প্রমাণ নবী ﷺ-এর হাদীস : আমি তাকে তোমার কাছে জানা কুরআনের বিনিময়ে শাদী দিলাম

৪৭০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فِقَامَتَ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي ، فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَا

أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ الَّتِمْسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ
مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا لِسُورٍ سَمَاهَا فَقَالَ
زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৫৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (রা) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করলাম। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার প্রয়োজন না থাকলে, আমার সঙ্গে এর শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে মোহরানা দেয়ার মতো কি কিছু আছে? লোকটি বলল, আমার এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি তহবন্দখানা তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার কিছু থাকবে ন্ন। সুতরাং তুমি অন্য কিছু তালাশ কর। লোকটি বলল, আমি কোন কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, তালাশ কর, যদি একটি লোহার আংটিও পাও। সে কিছুই পেল না। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন শরীফের কিছু অংশ তোমার জানা আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ! অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে এবং সে সূরাগুলোর নাম একে একে উল্লেখ করল। নবী ﷺ বললেন, কুরআনের যে যে অংশ তোমার জানা আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার নিকট শাদী দিলাম।

২৪৬৭. بَابُ لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْثِيْبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

২৪৬৭. অনুচ্ছেদ : পিতা বা অভিভাবক কুমারী অথবা বিবাহিতা মেয়েকে তাদের সম্মতি ব্যতীত শাদী দিতে পারে না

৪৭৬. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى
تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ -

৪৭৬০ মু'আয বিন ফদালা (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া শাদী দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া শাদী দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি।

৪৭৬১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رِضَاهَا صَمَتُهَا -

৪৭৬১ আমর ইব্ন রবী (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েরা লজ্জাশীলা। নবী ﷺ বলেন, তার চূপ থাকাটাই তার সম্মতি।

২৬৬৮. بَابُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

২৪৬৮. অনুচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি তার কন্যার অনুমতি ব্যতীত তাকে শাদী দেয়, সে শাদী বাতিল বলে গণ্য হবে

৪৭৬২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنَسَاءَ بِنْتِ خِزَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَآتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَردَّ نِكَاحَهُ -

৪৭৬২ ইসমাইল (র) হযরত খান্সা বিনতে খিয়াম আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন তখন তার পিতা তাকে শাদী দেন। এ শাদী তার পছন্দ ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলে তিনি এ শাদী বাতিল করে দেন।

৪৭৬৩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خِزَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ -

৪৭৬৩ ইসহাক (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইব্ন ইয়াযীদ উভয়েই বর্ণনা করেন যে, ‘খিয়ামা’ নামক এক ব্যক্তি একটা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া অন্যের সঙ্গে শাদী দেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনার ন্যায়।

২৬৬৯. بَابُ تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي

الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوْجِنِي فُلَانَةٌ فَمَكَثَ
سَاعَةً أَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثًا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُهَا
فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৬৯. অনুচ্ছেদ ৪ ইয়াতীম বালিকার শাদী দেয়া। আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ “যদি তোমরা ভয় কর যে ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাক করতে পারবে না, তাহলে তোমার পছন্দ মতো অন্য কাউকে শাদী কর।” কেউ কোন অভিভাবককে যদি বলে, অমুক মহিলাকে আমার সঙ্গে শাদী দিন এবং সে যদি চুপ থাকে অথবা তাকে বলে তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তরে বলে, আমার কাছে এই এই আছে অথবা নীরব থাকে। এরপর অভিভাবক বলেন, আমি তাকে তোমার কাছে শাদী দিলাম, তাহলে তা বৈধ। এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ
الْلَيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنُ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ
حَجَرٍ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا
فَنُهِوْا عَنْ نِكَاحِهَا إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُمْ فِي أَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا
بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى وَتَرْغَبُونَ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ
وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا
فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكَوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا

يَتَرَكُونَهَا حِينَ يَرِغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَاغِبُوا فِيهَا
إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوا حَقَّهَا الْآوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ -

৪৭৬৪ আবুল ইয়ামান (র) হযরত উরওয়া ইবন আবু যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, খালাম্মা, “যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক। এই আয়াত কোন্ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এই আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সেই অভিভাবক তার রূপ ও সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে তাকে শাদী করতে চায়; কিন্তু তার মোহরানা কম দিতে চায়। এই আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বালিকাদের শাদী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য যদি সে এদের পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেয় তবে সে শাদী করতে পারবে। আয়েশা (রা) আরো বলেন, পরবর্তী সময় লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ “তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এবং তোমরা যাদের শাদী করতে চাও” আল্লাহ তা‘আলা এদের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন; যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে শাদী করতে চায় এবং এদের স্বীয় অভিজাত্যের ব্যাপারেও ইচ্ছা পোষণ করে এবং মোহর কম দিতে চায়। কিন্তু সে যদি তাদের পসন্দমতো পাত্রী না হয়, তার সম্পদ ও রূপ কম হওয়ার কারণে এদেরকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ে শাদী করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমনিভাবে এদের প্রতি অনীহার সময় এদের পরিত্যাগ করতে চায় তদ্রূপ যে সময় আকর্ষণ থাকবে, সে সময়েও যেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে পূর্ণ মোহর আদায় করে।

২৬৭. بَابُ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوْجِنِي فَلَا تَنْتَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ
بِكَذَا وَكَذَا جَزَا النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرْضَيْتَ أَوْ قَبِلْتَ

২৪৭০. অনুচ্ছেদ ৪ : যদি কোন শাদী প্রার্থী পুরুষ অভিভাবককে বলে, অমুক মেয়েকে আমার কাছে শাদী দিন এবং মেয়ের অভিভাবক বলে, তাকে এত মোহরানার বিনিময়ে তোমার সাথে শাদী দিলাম, তাহলে এই শাদী বৈধ হবে যদিও সে জিজ্ঞেস না করে, তুমি কি রাযী আছ ? তুমি কি কবুল করেছ

৬৭৬০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ
مَالِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ يَأْرَسُوهُ اللَّهُ

زَوْجِنِيهَا ، قَالَ مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا
مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذًا
وَكَذًا ، قَالَ فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৬৫ আবু নু'মান হযরত সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এলো এবং নিজকে শাদীর জন্য তাঁর কাছে পেশ করল। তিনি বললেন, এখন আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এরপর উপস্থিত একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাকে আমার সাথে শাদী দিন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি আছে? লোকটি বলল, আমার কিছু নেই। নবী ﷺ বললেন, তাকে একটি লোহার আংটি হলেও দাও। লোকটি বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি পরিমাণ কুরআন আছে? লোকটি বলল, এ পরিমাণ কুরআন শরীফ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন শরীফ জান, তার বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিলাম।

٢٤٧١ بَابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ -

২৪৭১. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শাদী হবে অথবা আপন প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে

٤٧٦٦ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ
نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى
يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ -

৪৭৬৬ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দাম করলে অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের শাদী প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে।

٤٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ،

وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ -

[৪৭৬৭] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, এক অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা রেখো না; বরং পরস্পর ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবিত মহিলার কাছে শাদীর প্রস্তাব করো না; বরং ঐ পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না সে তাকে শাদী করে অথবা বাদ দেয়।

২৬৭২. بَابُ تَفْسِيرِ تَرَكَ الْخِطْبَةَ

২৪৭২. অনুচ্ছেদ : শাদীর প্রস্তাব বাতিলের ব্যাখ্যা

[৪৭৬৮] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ، قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَكَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتُ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا تَابِعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

[৪৭৬৮] আবুল ইয়ামান (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) বিধবা হলে আমি আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি যদি চান তবে হাফসা বিন্ত উমরকে আপনার কাছে শাদী দিতে পারি। আমি কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার শাদীর পয়গাম পাঠালেন। পরে আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনার প্রস্তাবে উত্তর দিতে কোন কিছুই আমাকে বাধা দেয়নি; তবে আমি জেনেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আমি কখনও নবী ﷺ-এর গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম। ইউনুস, মুসা ইবন উকবা এবং ইবন আকিকে যুহরীর সূত্রে উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

২৪৭৩. بَابُ الْخُطْبَةِ

২৪৭৩. অনুচ্ছেদ : শাদীর খুতবা

৪৭৬৭ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سَحَرًا -

৪৭৬৯ কাবিস (রা) ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন, পূর্বদিক থেকে দু'ব্যক্তি এসে বক্তৃতা দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, কোন কোন বক্তৃতা জাদুমন্ত্রের মতো।

২৪৭৪. بَابُ ضَرْبِ الدَّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ -

২৪৭৪. অনুচ্ছেদ : বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ ভোজে দফ বাজানো

৪৭৭. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ قَالَتِ الرَّبِيعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَى، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي فَجَعَلْتُ جَوِيرِيَّاتٍ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالْأَفْ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ -

৪৭৭০ মুসাদ্দাদ (রা) হযরত রুবাই বিনত মুআক্কিয ইবন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী ﷺ এলেন এবং আমার চাদরের ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের কচি মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ কথা বলে ফেলল যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথা বলা ছেড়ে দাও এবং পূর্বে যা বলেছিলে, তাই বল।

২৪৭৫. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ،

وَكثْرَةِ الْمَهْرِ وَأَذْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمْ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ .

২৪৭৫. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে সমস্ত ঋচিতে মোহরানা পরিশোধ কর।” আর অধিক মোহরানা এবং সর্বনিম্ন মোহরানা কত—এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, “এবং তোমরা যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।” এবং আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, “অথবা তোমরা তাদের মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও।” সাহল (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মোহরানা হিসাবে যোগাড় করে দাও

٤٧٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ .

৪৭৭১ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) কোন এক মহিলাকে শাদী করলেন এবং তাকে মোহরানা হিসাবে খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। যখন নবী ﷺ তার মুখে শাদীর আনন্দের ছাপ দেখলেন তখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; তখস সে বলল : আমি একজন নারীকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে শাদী করেছি। কাতাদা আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান খেজুরের দানা পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে দিয়ে কোন মহিলাকে শাদী করেন।

٢٤٧٦ . بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبَغَيْرِ صَدَاقٍ

২৪৭৬. অনুচ্ছেদ : কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময় এবং কোন মোহরানা ব্যতীত বিবাহ প্রদান

٤٧٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا

حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَا فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَا فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا
شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَا فِيهَا
رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ
شَيْءٍ قَالَ لَا ، قَالَ أَذْهَبُ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ
فَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ
هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا قَالَ
أَذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ -

৪৭৭২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) সাহল ইবন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি অন্যান্য লোকের
সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্!
আমি নিজেকে আপনার কাছে পেশ করছি, এখন আপনার মতামত দিন। নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন
না। এরপর মহিলাটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ
করেছি। এতে আপনার মতামত কি? তিনি কোন প্রতি উত্তর করলেন না। তারপর তৃতীয় বারে দাঁড়িয়ে
বলল, আমি আমার জীবন আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনার মতামত কি? এরপর একজন লোক
দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই মহিলাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,
তোমার কাছে কিছু আছে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, যাও তালাশ কর, একটি লোহার আংটি
হলেও নিয়ে এসো। লোকটি চলে গেল এবং খুঁজে দেখল। এরপর এসে বলল, আমি কিছুই পেলাম না;
এমনকি একটি লোহার আংটিও না। নবী ﷺ বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন জানা আছে? সে
বলল, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ পার,
তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

২৪৭৭. بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ -

২৪৭৭. অনুচ্ছেদ : মোহরানা হিসাবে দ্রব্যসামগ্রী এবং লোহার আংটি

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ

৪৭৭৩

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ -

৪৭৭৩ ইয়াহুইয়া (র) হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি শাদী কর একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

٢٤٧٨. بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ مَقَاتِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَقَالَ الْمِسُورُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَتْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي

২৪৭৮. অনুচ্ছেদ : শাদীতে শর্ত আরোপ করা। হযরত উমর (রা) বলেছেন, কোন চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসুওয়ার (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন যে, যখন সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে। যখন সে ওয়াদা করেছে, তখন ওয়াদা রক্ষা করেছে

٤٧٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ ، أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ -

৪৭৭৪ আবুল ওয়ালীদ (র) হযরত উক্বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে শাদীর শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য এই জন্য যে, এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে মহিলাদের বিশেষ অংশ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

٢٤٧٩. بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

২৪৭৯. অনুচ্ছেদ : শাদীর সময় মেয়েদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, একজন নারীর জন্য তার হবু স্বামীর কাছে এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) বোনকে (অর্থাৎ হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার কথা বলে

৪৭৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا -

৪৭৭৫ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, শাদীর সময় কোন নারীর জন্য এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, তার বোনের তালাক দাবি করবে, যাতে সে তার পাত্র পূর্ণ করে নেয় (সব কিছুর ওপরে তার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে) কেননা, তার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

২৪৮০. بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৮০. অনুচ্ছেদ : বরের জন্য সুফরা (হলুদ রঞ্জের সুগন্ধি) ব্যবহার করা। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

৪৭৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ كَمْ سَقَتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ زِنَةَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৪৭৭৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার সুফরার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। রাসূল ﷺ তাকে চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারী নারীকে শাদী করেছেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালামার ব্যবস্থা কর যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।

৪৭৭৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَتَى حُجْرَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ أَوْ أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا -

৪৭৭৭ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর শাদীতে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। তারপর তার অভ্যাস মত তিনি বাইরে আসেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের গৃহে প্রবেশ করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাঁরাও তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপরে ফিরে এসে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দু'জন লোক বসে আছে। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাকে ঐ লোক দু'টি চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম, না তিনি নিজেই কারু দ্বারা খবর পেয়েছিলেন।

২৪৮১. بَابُ كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

২৪৮১. অনুচ্ছেদ ৪ বরের জন্যে কিভাবে দোয়া করতে হবে

৪৭৭৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ ، قَالَ مَا هَذَا ؟ قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৪৭৭৮ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর দেহে সুফরার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কি ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি একজন মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে শাদী করেছি। নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ শাদীতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

২৪৮২. بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِيْنَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ

২৪৮২. অনুচ্ছেদ ৪ ঐ নারীদের দোয়া যারা কনেকে সাজায় এবং বরকে উপহার দেয়

৪৭৭৭ حَدَّثَنَا فَرُوةٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكََةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ -

৪৭৭৯ ফারওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ আমাকে শাদী করেন তখন আমার মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করালেন, আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম। তারা মঙ্গল, বরকত ও সৌভাগ্য কামনা করে দোয়া করছিলেন।

২৪৮৩. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

২৪৮৩. অনুচ্ছেদ : জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী

৪৭৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعُ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا *

৪৭৮০ মুহাম্মাদ ইবন আলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আশ্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য থেকে কোন একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন এবং নিজ লোকদেরকে বললেন, এ ব্যক্তি যেন আমার সাথে জিহাদে না যায়, যে শাদী করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছা করে; অথচ এখনও মিলন হয়নি।

২৪৮৪. بَابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

২৪৮৪. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নয় বছরের মেয়ের সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করে

৪৭৮১ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا -

৪৭৮১ কাবিসা ইব্ন উকবা (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আয়েশা (রা)-কে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন বাসর করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর এবং (মোট) নয় বছর তিনি নবী ﷺ-এর সাথে জীবন যাপন করেন।

২৪৮৫. بَابُ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

২৪৮৫. অনুচ্ছেদ : সফরে স্ত্রীর মিলন সম্পর্কে

৪৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حَبِيبٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ -

৪৭৮২ মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনদিন পর্যন্ত মদীনা এবং খায়বরের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়ায়া (রা)-এর সাথে শাদীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালামার জন্য দাওয়াত করি, তাতে রুটি ও গোশত ছিল না। নবী ﷺ চামড়ার দস্তুরখান বিছাবার জন্য আদেশ করলেন এবং তাতে খেজুর, পনির এবং মাখন রাখা হল। এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওয়ালামা। মুসলমানেরা একে অপরকে বলতে লাগল, সাফিয়া কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন, না ক্রীতদাসী হিসাবে। সকলে বলল, নবী ﷺ যদি তাকে পর্দার ভিতরে রাখেন তাহলে তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যদি পর্দায় না রাখেন, তাহলে ক্রীতদাসী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর যখন নবী ﷺ রওয়ানা হলেন তখন লোকজন এবং তার মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২৪৮৬. بَابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نَيْرَانٍ

২৪৮৬. অনুচ্ছেদ : দিনের বেলায় শাদীবন্ধনের পর বাসর করা এবং আন্তন জ্বালানো ও সওয়াবী ব্যতীত

৪৭৮৩ حَدَّثَنِي فَرَوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحًى .

৪৭৮৩ ফারওয়া ইবনে আবু মাগরা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে শাদী করার পর আমার আত্মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে নবী ﷺ-এর ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সময় আমার কাছে তাঁর আগমন ছাড়া আর কিছুই আমাকে অবাক করেনি।

২৪৮৭. بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوَهَا لِلنِّسَاءِ

২৪৮৭. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের জন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়ার ব্যবহার করা

৪৭৮৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْتَى لَنَا أَنْمَاطٌ ؟ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ .

৪৭৮৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি বিছানার চাদর ব্যবহার করেছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোথায় বিছানার চাদর পাব? নবী ﷺ বললেন, অতি সত্ত্বর তুমি এগুলো পেয়ে যাবে।

২৪৮৮. بَابُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِيْنَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

২৪৮৮. অনুচ্ছেদ : যেসব নারী কনেকে বরের কাছে সাজিয়ে পাঠায় তাদের প্রসঙ্গ

৪৭৮৫ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوَ ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ .

৪৭৮৫ ফযল ইয়াকুব (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে শাদীর কনে হিসাবে সাজালে নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এই শাদী উপলক্ষে তুমি কি কোন রকম আনন্দ ফুটির ব্যবস্থা করনি? আনসারদের নিকট এটা খুবই পছন্দনীয়।

২৪৮৯. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُمَانَ ،
وَأَسَمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرُّنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَابَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا
فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ
سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً ، فَقُلْتُ لَهَا أَفَعَلَيْ ، فَعَمَدَتْ
إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِيَ
إِلَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي ضَعُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ ادْعُ
رَجُلًا سَمَاهُمْ ، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ
فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ
الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشْرَةَ عَشْرَةً يَأْكُلُونَ
مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ ، قَالَ
حَتَّى تَصْدَعُوا كُلَّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ
قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي
آثَرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَآرَخَى السِّتْرَ وَأَنَّى
لِفِي الْحُجْرَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ

ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، قَالَ أَبُو عَثْمَانَ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ

২৪৮৯. অনুচ্ছেদ : দুলহীনকে উপঢৌকন প্রদান। আবু উসমান বলেন, একদিন আনাস ইবন মালিক (রা) আমাদের বনী রিফা'আর মসজিদের নিকট গমনকালে তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখনই উম্মে সুলায়মের নিকট দিয়ে নবী ﷺ যেতেন, তাঁকে সালাম দিতেন। আনাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ-এর যখন যয়নাব (রা)-এর সাথে শাদী হয়, তখন উম্মে সুলায়ম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে কিছু হাদীয়া পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমার মারফত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যে ভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেই ভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। নবী ﷺ তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা বললেন। তারপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু কর এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবর্তী বলতে থাকল। যা দেখে আমি বিরক্তি বোধ করলাম। তারপর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন : মু'মিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার তৈরির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে খাবার জন্য প্রবেশ করো না। তবে যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবর্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এরূপ আচরণ নবীর মনে কষ্ট হয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। আবু উসমান (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন যে, তিনি দশ বছর নবী ﷺ-এর খেদমত করেছেন।

২৪৭. بَابُ اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعُرُوسِ وَغَيْرِهَا

২৪৯০. অনুচ্ছেদ : দুলহীনের জন্যে কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধার করা

৪৭৮৬ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا فَأَذْرَكَهُمْ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوُ النَّبِيَّ ﷺ شَكَّوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمِمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ ، إِلَّا جَعَلَ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ -

৪৭৮৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি আসমা (রা) থেকে গলার একছড়া হার ধার হিসাবে এনেছিলেন। এরপর তা হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে তা খোঁজ করে বের করার জন্য পাঠালেন। এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা ওযুতে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করলেন, তখন তায়াশ্বুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইব্ন হযায়র (রা) বললেন, [হে আয়েশা (রা)!] আল্লাহ্ আপনার উত্তম পুরস্কার দান করুন! কারণ যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা আসে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তা আপনার জন্য বিপদমুক্তির ও উম্মতের জন্য বরকতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৪৭১. بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

২৪৯১. অনুচ্ছেদ : স্বামীর কাছে গমনকালে কি বলতে হবে ?

৪৭৮৭ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قَضَى وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

৪৭৮৭ সা'দ ইবন হাফস (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করে, তখন যেন সে বলে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুমা জান্নিবিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'- আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

২৪৯২. بَابُ الْوَلِيْمَةِ حَقٌّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৪৯২. অনুচ্ছেদ : ওয়ালীমা একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর, যদি একটি মাত্র বকরীর দ্বারাও হয়।

৪৭৮৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمّهَاتِي يُوَاطِبُنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرَيْنَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبَتَّنَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَزِيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لَكِي يَخْرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةُ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ عَتَبَةُ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ
مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضْرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِنِي وَبَيْنَهُ بِالْسِّتْرِ
وَأَنْزَلَ الْحَجَابُ -

[৪৭৮৮] ইয়াহিয়া ইব্ন বুকাযর (র) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনায় আসেন তখন আমার বয়স দশ বছর ছিল। আমার মা, চাচী ও ফুফুরা আমাকে রাসূল ﷺ-এর খাদেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এরপর আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী ﷺ-এর ইত্তিকাল হয় তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। আমি পর্দা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-এর সাথে নবী ﷺ-এর বাসর রাত যাপনের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন সকাল বেলা নবী ﷺ দুলহা ছিলেন এবং লোকদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলেন। সুতরাং তাঁরা এসে খানা খেলেন। কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই চলে গেলেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ নবী ﷺ-এর সাথে কাটালেন। তারপর নবী ﷺ উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু চলে এলাম, যাতে করে অন্যেরাও বের হয়ে আসে। নবী ﷺ সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গেলেন, এরপরে বাকি লোকগুলো হয়ত চলে গেছে এ কথা ভেবে তিনি ফিরে এলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো বসে রয়েছে- চলে যায়নি। সুতরাং নবী ﷺ পুনরায় বাইরে বেরুলেন এবং আমি তাঁর সাথে এলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গিয়েছে। তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। এরপর নবী ﷺ আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

২৪৭২. بَابُ الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৪৯৩. অনুচ্ছেদ ৪ ওয়ালীমা বা বিবাহ-ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত, যদিও তা একটি বকরীর দ্বারা হয়

[৪৭৮৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسًا قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ
الْأَنْصَارِ كَمْ أَصْدَقْتُهَا ، قَالَ وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ
أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَنَزَلَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي
وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحَدِي امْرَأَتِي، قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ،
فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ
فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৪৭৮৯ আলী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) একজন আনসারী মহিলাকে শাদী করলেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি উত্তর করলেন, একটি খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) আরও বলেন, যখন নবী ﷺ -এর সাহাবিগণ মদীনায়ে আগমন করলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের গৃহে অবস্থান করতেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) সা'দ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি দু'ভাগ করে আমরা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেব এবং আমি আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন তোমাকে দেব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে বরকত দান করুন। তারপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন এবং লাভ হিসাবে কিছু পনির ও ঘি পেলেন এবং শাদী করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, একটি ছাগল দ্বারা হলেও ওয়ালালীমার ব্যবস্থা কর।

৪৭৯০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ
بِشَاةٍ -

৪৭৯০ সুলায়মান ইবন হার্ব (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন শাদী করেন, তখন ওয়ালালীমা করেন, কিন্তু যয়নাব (রা)-এর শাদীর সময় যে পরিমাণ ওয়ালালীমার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অন্য কারো বেলায় করেননি। সেই ওয়ালালীমা ছিল একটি ছাগল দিয়ে।

৪৭৯১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا
بِحَيْسٍ -

৪৭৯১ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

সাফিয়া (রা)-কে আযাদ করে শাদী করেন এবং এই আযাদ করাকেই তাঁর মোহরানা নির্দিষ্ট করেন এবং 'হাইস' বা এক প্রকার সুস্বাদু হালুয়ার দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

৪৭৭২ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رَجُلًا إِلَى الطَّعَامِ -

৪৭৯২ মালিক ইবন ইসমাইল (র) হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক সহধর্মিণীর সাথে বাসর ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং ওয়ালীমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন।

২৪৭৬. بَابٌ مِّنْ أَوَّلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ

২৪৯৪. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর শাদীর সময় অন্যদের শাদীর সমন্বয়কার ওয়ালীমার চেয়ে বড় ধরনের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা

৪৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ -

৪৭৯৩ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাবের শাদীর আলোচনায় আনাস (রা) উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, যয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে নবী ﷺ-এর শাদীর সময় যে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ওয়ালীমার ব্যবস্থা আর কারো শাদীর সময় করতে আমি দেখিনি। এই শাদী অনুষ্ঠানে তিনি একটি ছাগল দ্বারা ওয়ালীমা করেন।

২৪৭৫. بَابٌ مِّنْ أَوَّلَمَ بِأَقْلٍ مِّنْ شَاةٍ

২৪৯৫. অনুচ্ছেদ : একটি ছাগলের চেয়ে কম কিছু দ্বারা ওয়ালীমা করা

৪৭৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِّنْ شَعِيرٍ -

[৪৭৯৪] মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (র) হযরত সাফিয়া বিন্তে শায়বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীর শাদীতে দুই মুদ (চার সের) পরিমাণ যব দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

২৬৭৬. بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالِدَعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوقِتِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ

২৪৯৬. অনুচ্ছেদ ৪ ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি কেউ একাধারে সাত দিন অথবা অনুরূপ বেশি দিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে, কেননা নবী ﷺ ওয়ালীমার সময় এক বা দুই দিন ধার্য করেননি

[৪৭৯৫] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا -

[৪৭৯৫] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

[৪৭৭৬] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَكُؤُا الْعَانِي ، وَاجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ -

[৪৭৯৬] মুসাদ্দাদ (র) হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বন্দীদেরকে ক্ষুজি দাও, দাওয়াত কবুল কর এবং রোগীদের সেবা কর।

[৪৭৭৭] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِجَابَةِ

الدَّاعِي : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ انِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنْ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِيَّةِ ، وَالْأَسْتَبْرَقِ ، وَالذِّيْبَاجِ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ -

[৪৭৯৭] হাসান ইব্ন রবী (র) বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে বলেছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীর সেবায়ত্ব করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, হাঁচি দিলে তার জবাব দেয়া, কসম পুরা করায় সহযোগিতা করা, মজলুমকে সাহায্য করা, সালামের বিস্তার করা এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা— এইসব করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন স্বর্ণের আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, ঘোড়ার পিঠের ওপরে রেশমী গদি ব্যবহার করতে এবং ‘কাস্‌সিয়া’ বা পাতলা রেশমী কাপড় এবং দ্বীবাজ ব্যবহার করতে। আবু আওয়ানা এবং শায়বানী আশ্‌আস সূত্রে সালামের বিস্তারের কথা সমর্থন করে বর্ণনা করেন।

[৪৭৯৮] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ -

[৪৭৯৮] কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ আস্ সাঈদী (রা) নবী ﷺ-কে তার শাদী উপলক্ষে ওয়ালামায় দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধু সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। সাহল বলেন, তোমরা কি জান, সে দিন নবী ﷺ -কে কি পানীয় সরবরাহ করা হয়েছিল? সারারাত ধরে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে তা থেকে তৈরি পানীয়। নবী ﷺ যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তাঁকে ঐ পানীয়ই পান করতে দেয়া হয়।

٢٤٩٧. بَابٌ مِّنْ تَرْكِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

২৪৯৭. অনুচ্ছেদ ৪ যে দাওয়াত কবুল করে না, সে যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে নাফরমানী করল

[৪৭৯৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ
الْوَلِيْمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ -

[৪৭৯৯] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় শুধুমাত্র ধনীদেবকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে নাফরমানী করে।

২৪৭৮. بَابٌ مِّنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

২৪৯৮. অনুচ্ছেদ : বকরীর পায়া খাওয়ানোর জন্যও যদি দাওয়াত করা হয়

[৪৮০০] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَّاجَبْتُ ، وَلَوْ
أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَّاقَبَلْتُ -

[৪৮০০] আবদান (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি কেউ পায়া খেতে দাওয়াত দেয় আমি তা কবুল করব এবং আমাকে যদি কেউ পায়া হাদীয়া দেয়, তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব।

২৪৭৯. بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

২৪৯৯. অনুচ্ছেদ : শাদী বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা

[৪৮০১] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا
دُعِيتُمْ لَهَا ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ
وَهُوَ صَائِمٌ -

৪৮০১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যদি তোমাদেরকে শাদী অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ কর। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি রোযাদার হলেও শাদী বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে সে দাওয়াত রক্ষা করতেন।

২৫০০. بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ إِلَى الْعُرْسِ

২৫০০. অনুচ্ছেদ : বরযাজীদের সাথে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ

৪৮.২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبْصَرُ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً وَصَبِيَّانًا مُقْبِلَيْنِ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مَنْ أَحَبَّ النَّاسُ إِلَى -

৪৮০২ আবদুর রহমান ইব্নুল মুবারক (র) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুকে শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি আব্বাহর নামে বলছি, তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে প্রিয়।

২৫০১. بَابُ هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدُّعْوَةِ ، وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ -

২৫০১. অনুচ্ছেদ : যদি কোন অনুষ্ঠানে দীনের খেলাফ বা অপছন্দনীয় কোন কিছু নজরে আসে, তা হলে ফিরে আসবে কি? ইব্ন মাসউদ (রা) কোন এক বাড়িতে (প্রাণীর) ছবি দেখে ফিরে এলেন। ইব্ন উমর (রা) আবু আইয়ুব (রা)-কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে গেলেন। এরপর হযরত ইব্ন

উমর (রা) এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। হযরত আবু আইয়ূব (রা) বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশংকা করেছিলাম, আপনি তাদের মধ্যে হবেন না বলেই মনে করেছিলাম। আল্লাহর কসম, আমি আপনার ঘরে কোন খাদ্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি চলে গেলেন।

৪৮.৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَيْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَبَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ، قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔

৪৮০৩ ইসমাইল (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালিশ বা গদি কিনে এনেছিলাম, যার মধ্যে ছবি ছিল। যখন রাসূলুছাঃ ﷺ সেই ছবিটি দেখলেন, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন; ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চোখে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুছাঃ! আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি এবং তাঁর রাসূলের কাছে ফিরে আসছি। আমি কী অন্যায় করেছি? তখন রাসূলুছাঃ ﷺ বললেন, এই বালিশ কিসের জন্য? আমি বললাম, এটা আপনার জন্য খরিদ করে এনেছি, যাতে আপনি বসতে পারেন এবং হেলান দিতে পারেন। তখন রাসূলুছাঃ ﷺ বললেন, এই ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, যা তুমি সৃষ্টি করেছ তার প্রাণ দাও এবং তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

২৫.২. بَابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

২৫০২. অনুচ্ছেদ : নববধু কর্তৃক শাদী অনুষ্ঠানে খেদমত করা

৪৮.৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي

أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا أَمْرَاتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تَحْفَةً بِذَلِكَ -

[৪৮০৪] সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র) হযরত সাহুল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালামায় নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তাঁর নববধু উম্মু উসায়দ ছাড়া আর কেউ উক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করেনি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারা রাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন ﷺ খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন, তখন সেই তোহফা ﷺ -কে পান করান।

২৫০৩. بَابُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسَكَّرُ فِي الْعُرْسِ

২৫০৩. অনুচ্ছেদ : আন্-নাকী বা অন্যান্য শরবত বা পানীয়, যার মধ্যে মাদকতা নেই। এই রকম শরবত ওয়ালামাতে পান করানো

[৪৮০৫] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتْ أَمْرَاتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ -

[৪৮০৫] ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) সাহুল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালামায় নবী করীম ﷺ -কে দাওয়াত দেন। তাঁর নববধু সেদিন নবী করীম ﷺ -কে খাদ্য এবং পানীয় পরিবেশন করেন। সাহুল (রা) বলেন, তোমরা কি জান সেই নববধু রাসূল করীম ﷺ -কে কি পান করিয়েছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর জন্য একটি পানপাত্রে কিছু খেজুর সারারাত ধরে ভিজিয়ে রেখেছিলেন।

২৫০৪. بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

২৫০৪. অনুচ্ছেদ : নারীদের প্রতি সদ্যবহার, আর এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, নারীরা পাজরের হাড়ের মত

৪৮.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ -

৪৮০৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, নারীরা হচ্ছে পাজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

২৫০৫. بَابُ الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

২৫০৫. অনুচ্ছেদ : নারীদের প্রতি সদ্যবহার করার ওসীয়াত

৪৮.৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৪৮০৭ ইসহাক ইব্ন নসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে

বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সে ভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়াত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।

৪৮.৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالْإِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ فَلَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَأَنْبَسْنَا -

৪৮০৮ নুআয়ম (র) হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সময় আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা-বার্তা ও হাসি-ঠাট্টা থেকে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়ে যায়। নবী ﷺ-এর ইত্তিকালের পর আমরা তাদের সাথে অবাধে কথাবার্তা বলতাম ও হাসি-ঠাট্টা করতাম।

২৫.৬. بَابُ قَوْلِهِ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

২৫০৬. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে দোষের আগুন থেকে বাঁচাও

৪৮.৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ -

৪৮০৯ আবু নু'মান (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।

২৫০৭. بَابُ حُسْنِ الْعَاشِرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

২৫০৭. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার

৪৮১. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ أَحَدَى عَشْرَةِ امْرَأَةٍ فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقِدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ إِنْ أَذْكَرَهُ أَذْكَرُ عَجْرَهُ وَبُجْرَهُ قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي الْعَشَنُّقُ إِنْ أَنْطَقَ أَطْلُقَ وَإِنْ أَسْكُتَ أَعْلَقُ ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تِهَامَةٍ لَاحِرٌ وَلَا قَرٌّ وَلَا مَخَافَةٌ وَلَا سَامَةٌ ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسَدَ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ ، قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفٌ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَ ، وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفَّ ، وَلَا يُوَلِّجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَا أَوْ غَيَايَا طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكَ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كَلَالِكَ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ، وَالرَّيْحُ رِيحُ زَرْئَبٍ ، قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ ، طَوِيلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا أَسْمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيَقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ ، قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ فَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَاسٌ مِنْ حُلِيِّ أَدْنَى ،

وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدِي وَبَجَجِي فَبَجَّحَتْ إِلَى نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ
 غَنِيْمَةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، وَدَأَسَ وَمُنَقٍ ، فَعِنْدَهُ
 أَقُولُ فَلَا أَقْبَحُ ، وَارْقُدْ فَاتَّصَبِحْ ، وَاشْرَبْ فَاتَّقْنَحْ ، أُمُّ أَبِي زَرَعٍ ، فَمَا
 أُمُّ أَبِي زَرَعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ، ابْنُ أَبِي زَرَعٍ ، فَمَا ابْنُ
 أَبِي زَرَعٍ ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلٍ شَطْبَةٍ ، وَتَشْبِيعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي
 زَرَعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرَعٍ طَوْعُ أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمَلِ كَسَاءِهَا ،
 وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرَعٍ ، لَا تَبْتُ
 حَدِيثُنَا تَبْثِيثًا ، وَلَا تُنْقِثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا ، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا
 قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرَعٍ وَالْأَوْطَابُ تُمَخَّصُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا
 كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَانَتَيْنِ ، فَطَلَّقْنِي وَنَكَحَهَا ،
 فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِيًّا ، وَأَرَا حَ عَلَى
 نَعْمًا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَيْحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِّي أُمُّ زَرَعٍ ،
 وَمِيَرِي أَهْلِكَ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيَهُ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ
 أَنْيَةِ أَبِي زَرَعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ لَكَ كَأَبِي
 زَرَعٍ لَأُمُّ زَرَعٍ -

৪৮১০ সুলায়মান ইবন আবদুর রহমান (র) ও আলী ইবন হুজর (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসল এবং সকলে মিলে এই কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন তথ্যই গোপন রাখবে না। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের ন্যায় যেন কোন পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মতো ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি— অতি গরমও না, অতি ঠাণ্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের ন্যায় থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের ন্যায় তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না। ষষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না। সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল-এর মত)। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অন্ধারিত। লোকজন তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কি প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে উর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে। একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবু যার'আ। তার কথা আমি কি বলব। সে আমাকে এত বেশি গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেবী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যার'আর আমার কথা কি বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবু জার'আর পুত্রের কথা কি বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। আর আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্যগত সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবু যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা

বাঘের মতে খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে শাদী করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে শাদী করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবু যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবু যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “আবু যার'আ তার স্ত্রী উম্মে যার'আর প্রতি যেকোন (আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ (পার্থক্য এতটুকুই) আমি তোমাকে তালাক দেব না এবং তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করব)।

৪৮১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِجَرَابِهِمْ فَسَتَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَأَقْدِرُ قَدَرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةُ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ -

৪৮১১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) হযরত উরওয়া, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিয়ে পর্দা করে তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি সেই খেলা দেখছিলাম। যতক্ষণ আমার ভাল লাগছিল ততক্ষণ আমি দেখছিলাম। এরপর আমি স্বেচ্ছায় সেস্থান ত্যাগ করলাম। সুতরাং তোমরা অনুমান করতে পারলে যে, অল্প বয়স্কা মেয়েরা কী পরিমাণ আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে।

২৫০৮. بَابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

২৫০৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দান করা

৪৮১২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا حَتَّى حَجَّ وَحَجَّجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ ، بِإِذَاوَةٍ

فَتَبَرَزَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبَتْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ
 الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَّاتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 أَنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، قَالَ وَأَعْجَبًا لَكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ
 هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسْأَلُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا
 وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بَنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي
 الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ
 يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَّثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ
 غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ،
 فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا
 يَأْخُذْنَ مِنْ أَدْبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخَبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَأَجَعْتَنِي
 فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرْجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجَ
 النَّبِيِّ ﷺ لِيُرَاجِعْنَهُ وَإِنْ أَحَدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى الْيَلِ ،
 فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى
 ثِيَابِي ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ حَفْصَةَ اتُّغَاضِبُ
 أَحَدَاكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى الْيَلِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خَبْتُ
 وَخَسِرْتُ أَفْتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِيغْضِبَ رَسُولَهُ فَتَهْلِكِي
 لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرْجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَسَلِّطِي
 مَابَدَا لَكَ وَلَا يَغُرَّنْكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْ ضَامِنُكَ وَأَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ
 ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنْ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ
 لِيُغْزَوْنَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً

فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتُمْ هُوَ فَفَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ،
فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ ؟ قَالَ لَا ،
بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ ، فَقُلْتُ خَابَتْ
حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَى
ثِيَابِي ، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً
لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ مَا
يُبْكِيكَ أَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ هَذَا أَطْلَقَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ
ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ
يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ
الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ ،
فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ
وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ
الْمَنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنَ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ
ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ
الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنَ
لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ
مُنْصَرِفًا ، قَالَ إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ قَدْ آذَنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَا الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ آدَامٍ
حَشَوْهَا لَيْفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَقْتَ

نِسَائِكَ فَرَفَعَ إِلَى بَصَرِهِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ
 أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ
 فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا
 يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْ ضَامِنُكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ
 عَائِشَةَ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً أُخْرَى ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ
 تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ
 الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ
 أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسًا وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ
 لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَوْفِي هَذَا أَنْتَ يَا
 ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ أَوْلِيكَ قَوْمٌ عَجَلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي ، فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ
 ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ،
 وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتْهُ عَلَيْهِنَّ حِينَ
 عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ،
 فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا
 تَدْخُلَ عَلَيْهَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعَدُّهَا عَدًّا
 ، فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
 ، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِأَوَّلِ امْرَأَةٍ مِنْ
 نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيْرَ نِسَائِهِ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

৪৮১২ আবুল ইয়ামান (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণের মধ্যে কোন দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন : “তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর (তবে এটা উত্তম) কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।” এরপর একবার তিনি [হযরত উমর (রা)] হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। (ফিরে আসার পথে) তিনি ইস্তিনজার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি ইস্তিনজা করে ফিরে এলে আমি ওয়ূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওয়ূ করছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে কোন দু'জন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।” জবাবে তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)। এরপর হযরত উমর (রা) এই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, “আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্রের লোক এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে পালানুগমে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী ﷺ -এর দরবারে যেত, আমি আর একদিন যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে ওহী অবতীর্ণ হত যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজদের স্ত্রীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে এলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি নারাজ ছিলাম এবং তাকে উচ্চস্বরে কিছু বললাম, সেও প্রতি-উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি-উত্তর দেয়াটা অপছন্দ হল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাশ্চাৎ উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম, নবী ﷺ -এর বিবিগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাশ্চাৎ উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এক দিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান। [হযরত উমর (রা) বলেন], এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরিধান করলাম এবং আমার কন্যা হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম : হাফসা! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল ﷺ কী সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেননি? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং তুমি নবী ﷺ -এর কাছে অতিরিক্ত কোন জিনিস দাবি করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি-উত্তর করবে না এবং তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিক প্রিয়- তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে হযরত আয়েশা (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত উমর (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাস্‌সানের শাসনকর্তা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের

ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কিনা? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাসসানিরা কি এসে গেছে? সে বলল, না, তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শীগগীরই এরকম একটা কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের সালাত নবী ﷺ-এর সাথে আদায় করলাম। নবী ﷺ ওপরের কামরায় (মাশরুফা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেইনি? নবী ﷺ কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে ওপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিশ্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং যে ওপরের কামরায় নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন আমি সেই ওপরের কামরায় গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদেমকে বললাম, তুমি কি উমরের জন্য নবী ﷺ-এর কাছে যাওয়ার অনুমতি এনে দেবে? খাদেমটি গেল এবং নবী ﷺ-এর সাথে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম! তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। সুতরাং আমি আবার ফিরে এসে মিশ্বরের কাছে ঐ লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে আসল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় খাদেমটি আমাকে ডেকে বলল, নবী ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইর ওপর চাদরবিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে পরিষ্কার চাটাইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না (অর্থাৎ তালাক দেইনি)। আমি বললাম, আব্দুল্লাহ আকবার। এরপর আলাপটা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি শোনে তাহলে বলি: আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের ওপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম; কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবী ﷺ মুচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু নজর দেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশা (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা

হয়েছে। নবী ﷺ পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহর কসম, শুধুমাত্র তিনটি চামড়া ছাড়া আমি আর তাঁর ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যাতে আপনার উম্মতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার আরাম প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে; অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। একথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নবী ﷺ সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাতাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণা পোষণ করছ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। হাফসা (রা) কর্তৃক আয়েশা (রা)-কে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নবী ﷺ ঊনত্রিশ দিন তার বিবিগণ থেকে আলাদা থাকেন। নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি গোস্বার কারণে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভৎসনা করেন। সুতরাং যখন ঊনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নবী ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো ঊনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী ﷺ বললেন, ঊনত্রিশ দিনেও এক মাস হয়। নবী ﷺ বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ারের আয়াত নাযিল করেন^১ এবং তিনি তাঁর বিবিগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য বিবিগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

২৫০৯. بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

২৫০৯. অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীদের নফল রোযা রাখা

৪৮১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

৪৮১৩ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না।

২৫১০. بَابُ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

২৫১০. অনুচ্ছেদ : যদি কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা বাদ দিয়ে আলাদা বিছানায় রাত কাটায়

১. সূরা আহযাবের ২৮ নং আয়াত নাযিল হয়।

৪৮১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

৪৮১৪ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (রা) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।

৪৮১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ -

৪৮১৫ মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।

২৫১১. بَابُ لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

২৫১১. অনুচ্ছেদ : স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে স্বামীগৃহে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়

৪৮১৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ -

৪৮১৬ আবুল ইয়ামান (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি সিয়াম অধ্যায়ে আবু যুযানাদ মূসা থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

৪৮১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةٌ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةٌ مَن دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৪৮১৭ মুসাদ্দাদ (র) হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি জানাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। বিপরীতে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, অধিকাংশই নারী।

২৫১২. بَابُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمَعَاشِرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫১২. অনুচ্ছেদ : ‘আল-আশীর’ অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। ‘আল-আশীর’ বলতে সাধী-সঙ্গী বা বন্ধুকে বোঝায়। এ শব্দ মু‘আশারা থেকে গৃহীত। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন

৪৮১৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا

وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَامَ قِيَامَ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَاذْ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكْتَ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ ، قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ -

[৪৮১৮] আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একদিন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল খুসুফ বা সূর্যগ্রহণের সালাত পড়লেন এবং লোকেরাও তার সাথে অংশগ্রহণ করল। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, যাতে সূরা বাকারার সমপরিমাণ কুরআন পাঠ করা যায়। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন এবং মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন; এ প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম সময়ের ছিল। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করলেন, পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন। কিন্তু এবারের রুকুর পরিমাণ পূর্বের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি কিয়াম করলেন, কিন্তু এবারের সময় ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর পুনরায় তিনি রুকুতে গেলেন, কিন্তু এবারের রুকুর সময় পূর্ববর্তী রুকুর সময়ের চেয়ে কম ছিল। এরপর পুনরায় তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু এবারে দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়েও কম। এরপরে রুকুতে গেলেন; এবারের রুকুর সময় পূর্ববর্তী রুকুর চেয়ে কম ছিল। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এরপর নবী ﷺ বললেন, চন্দ্র এবং সূর্য এ দু'টি আল্লাহর নিদর্শনের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তাই

তোমরা যখন প্রথম গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর। এরপর তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি কিছু নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, এরপর আবার আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি পিছনের দিকে সরে এলেন। নবী ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে এবং আমি সেখান থেকে আসুরের থোকা ছিঁড়ে আনার জন্য হাত বাড়িলাম এবং তা যদি আমি ধরতে পারতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। এরপর আমি দোযখের আগুন দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি এবং আমি আরও দেখতে পেলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর কারণ কি? তিনি বললেন, এটা তাদের অকৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ। লোকেরা বলল, তারা কি আল্লাহ তা'আলার সাথে নাফরমানী করে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখানো হয়, তার জন্য তাদের শোকর নেই। তোমরা যদি সারা জীবন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর; কিন্তু তারা যদি কখনও তোমার দ্বারা কষ্টদায়ক কোন ব্যবহার দেখতে পায়, তখন বলে বসে, আমি তোমার থেকে জীবনে কখনও ভাল ব্যবহার পেলাম না।

৪৮১৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَأَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابِعَهُ أَيُّوبُ وَسَلَّمَ بْنُ زَرِيرٍ -

৪৮১৯ উসমান ইব্ন হায়সাম (র) হযরত ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলাম, দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে গরীব এবং দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে নারী। আইউব এবং সালম বিন যরীর উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

২৫১৩. بَابُ لِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ قَالَ أَبُو جُعَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫১৩. অনুচ্ছেদ ৪ তোমার জীবন তোমার ওপর অধিকার আছে। হযরত আবু হুযায়ফা (রা) এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

৪৮২০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْعْبُدُ اللَّهَ أَلَمْ أُخْبَرَ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ،
قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ
لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا -

৪৮২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ্! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি এরূপ করো না, বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদত কর এবং নিদ্রাও যাও। তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে।

২৫১৬. بَابُ الْمَرْءِ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

২৫১৬. অনুচ্ছেদ : স্ত্রী স্বামীগৃহের রক্ষক

৪৮২১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

৪৮২১ আবদান (র) হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকই নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর রক্ষক, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষক, একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকই রক্ষক, আর তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

২৫১৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

২৫১৭. অনুচ্ছেদ : পুরুষ মহিলাদের ওপর কর্তৃত্বকারী এবং দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠ

৪৮২২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ -

৪৮২২ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি নিজস্ব একটি উঁচু কামরায় অবস্থান করছিলেন। ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে কোন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

২৫১৬. بَابُ هَجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بَيُوتِهِنَّ ، وَيَذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

২৫১৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর আপন স্ত্রীদের সাথে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত এবং তাদের কক্ষের বাইরে অন্য কক্ষে অবস্থানের ঘটনা

৪৮২৩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْرَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ؟ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا -

৪৮২৩ আবু আসিম (র) উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ শপথ গ্রহণ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাঁর কতিপয় বিবির নিকট তিনি গমন করবেন না; কিন্তু যখন ঊনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাঁদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাঁকে বললেন,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন বিবির কাছে যাবেন না। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।

৪৮২৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى ، فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا هُوَ مَلَانُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي غُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَتَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ لَا ، وَلَكِنْ أَلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ -

৪৮২৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন প্রত্যুষে দেখতে পেলাম নবী ﷺ-এর বিবিগণ কাঁদছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গেলাম এবং সেখানকার অবস্থা ছিল জনাকীর্ণ। হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) সেখানে এলেন এবং নবী ﷺ-এর উপস্থিতি কক্ষে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন, কিন্তু নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় তিনি সালাম দিলেন; কিন্তু কেউ কোনরূপ সাড়া দিল না। আবার তিনি সালাম দিলেন; কিন্তু কেউ কোনরূপ জবাব দিল না। এরপর খাদেমকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, তাদের কাছে এক মাস পর্যন্ত যাব না। নবী ﷺ উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁর বিবিগণের কাছে গমন করেন।

২৫১৭. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

২৫১৭. অনুচ্ছেদ : স্ত্রীদের প্রহার করা নিন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন : (প্রয়োজনে) তাদেরকে মৃদু প্রহার কর

৪৮২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ -

৪৮২৫ মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে।

২৫১৮. بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

২৫১৮. অনুচ্ছেদ : অবৈধ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না

৪৮২৬ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِهَا ، فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُؤَصِّلَاتُ -

৪৮২৬ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে শাদী দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, আমার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। তখন নবী ﷺ বললেন, না তা করো না, কারণ, আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।

২৫১৯. بَابُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

২৫১৯. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর পক্ষ থেকে অশোভন ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে

৪৮২৭ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ هِيَ

الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

[৪৮২৭] ইবন সালাম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, “যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে নির্ভরতা বা উপেক্ষার আশংকা করে” এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে শাদী করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ না-ও দিতে পার আর আমাকে শয্যাঙ্গিনী না-ও করতে পার। আল্লাহ তা‘আলার উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই এবং সন্ধি করা উত্তম।

২৫২. بَابُ الْعَزْلِ

২৫২০. অনুচ্ছেদ : আয়ল প্রসঙ্গে

[৪৮২৮] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ -

[৪৮২৮] মুসাদ্দাদ (র) হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমরা ‘আয়ল’ করতাম।

[৪৮২৯] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ -

[৪৮২৯] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘আয়ল’ করতাম, তখন কুরআন নাযিল হত। অন্য সূত্র থেকেও হযরত জাবির (রা) এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৪৮৩০] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ -

[৪৮৩০] আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময় গনীমত হিসাবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে আয়ল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন : আরে! তোমরা কি এমন কাজও কর? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যে রূহ পয়দা হবার, তা অবশ্যই পয়দা হবে।

২৫২১. بَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

২৫২১. অনুচ্ছেদ : যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে নেবে

[৪৮৩১] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيُّمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِأَيْلٍ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَكَبِينَ الْيَلَةَ بَعِيرِي وَارْكَبُ بَعِيرَكَ تَنْظُرِينَ وَانْظُرُ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلٍ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجُلَيْهَا بَيْنَ الْأَذْخَرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حِيَةً تَلْدَغُنِي وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا -

৪৮৩১ আবু নু'আয়ম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই নবী ﷺ সফরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই বিবিগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিল যখন রাত হত তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হযরত হাফসা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাখি আছি। সে হিসাবে হযরত আয়েশা (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর উটে এবং হযরত হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর উটে সওয়ারী হলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হযরত হাফসা (রা) বসা ছিলেন। তিনি সালাম করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা (রা) নিজ পদযুগল 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কিছু বলতে পারব না।

২৫২২. بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرْتِهَا ، وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

২৫২২. অনুচ্ছেদ : যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের পালার দিন সতীনকে দিয়ে দেয় এবং এটা কিভাবে ভাগ করতে হবে

৪৮৩২ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ -

৪৮৩২ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা বিনতে যাম'আ (রা) তাঁর পালার রাত আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য দু'দিন বরাদ্দ করেন- একদিন আয়েশা (রা)-এর জন্য নির্দিষ্ট দিন এবং সওদা (রা)-এর দিন।

২৫২৩. بَابُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ : وَاسْعًا حَكِيمًا

২৫২৩. অনুচ্ছেদ : আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসার করা। আল্লাহ বলেন, “স্ত্রীদের মধ্যে পুরাপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে বস্তুত আল্লাহ বিশাল ক্ষমতার মালিক এবং মহাজ্ঞানী”

২৫২৪. بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

২৫২৪. অনুচ্ছেদ : যদি বিধবা বিবাহিতা স্ত্রী'র উপস্থিতিতে কুমারী মেয়ে শাদী করে

৪৮৩৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا -

৪৮৩৩ মুসাদ্দাদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সুন্যত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে শাদী করে, তবে তার সাথে সাত দিন-রাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তার সাথে যেন তিন দিন অতিবাহিত করে।

২৫২৫. بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

২৫২৫. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় শাদী করে কোন বিধবাকে

৪৮৩৪ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৪৮৩৪ ইউসুফ ইবনে রাশিদ (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সুন্যত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী শাদী করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন

অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে শাদী করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালাক্রমে। হযরত আবু কিলাবা (র) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, হযরত আনাস (রা) এ হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। হযরত আবদুর রায়যাক বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, খালেদ এই হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

২৫২৬. بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

২৫২৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়

৪৮৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمٌ تِسْعُ نِسْوَةٍ -

৪৮৩৫ আবুল আলা ইব্ন হাম্মাদ (র) হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ একই রাতে সকল বিবির সাথে মিলিত হয়েছেন। ঐ সময় তাঁর সর্বমোট ন'জন বিবি ছিল।

২৫২৭. بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

২৫২৭. অনুচ্ছেদ : দিবাভাগে স্ত্রীদের নিকট গমন করা

৪৮৩৬ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ أَحَدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ -

৪৮৩৬ ফারওয়া (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আসরের সালাত শেষ করতেন, তখন স্বীয় স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের নিকট গমন করতেন। একদিন তিনি বিবি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাটালেন।

২৫২৮. بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُ

২৫২৮. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার সময় স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে এক স্ত্রীর কাছে সেবা-শুশ্রূষার জন্য থাকে এবং তাকে যদি সবাই অনুমতি দেয়

৪৮৩৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنْ رَأَيْتَهُ لَبِينَ نَحْرِي وَسَحَرِي ، وَخَالَطَ رِيقَهُ رِيقِي -

৪৮৩৭ ইসমাঈল (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর যে অসুখে ইস্তিকাল করেছিলেন, সেই অসুখের সময় জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা? তিনি আয়েশা (রা)-এর পালার জন্য এরূপ বলতেন। সুতরাং উম্মাহাতুল মুমিনীন তাঁকে যার ঘরে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি ওফাত পর্যন্ত আয়েশা (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁর স্বাভাবিক পালার দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে থাকার পালার দিনই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর বুক ও মাথা ছিল এবং তাঁর মুখের লালার আমার মুখের লালার সঙ্গে মিশেছিল।^১

২৫২৯. بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ

২৫২৯. অনুচ্ছেদ : এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালবাসা

৪৮৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَ

১. হযরত আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন এবং তিনি নিজ দস্ত দ্বারা চিবালালেন, এমনি করে একজনের মুখের লালার অন্যের মুখে গেল।

يَابُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنْكَ هَذِهِ اللَّتَىٰ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
إِيَّاهَا، يُرِيدُ عَائِشَةُ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ -

৪৮৩৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আমার কন্যা! তার আচরণ-ব্যবহার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে না, কারণ সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স) -এর ভালবাসার কারণে গর্ব অনুভব করে। এ কথার দ্বারা তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, আমি এ ঘটনা আব্বাহর রাসূলের কাছে বললাম। তিনি এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

২৫৩. بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنْلُ وَمَا يَنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَةِ

২৫৩০. অনুচ্ছেদ : কোন নারী কর্তৃক কৃত্রিম সাজ-সজ্জা করা এবং সতীনের মুকাবিলায় আত্মগরিমা প্রকাশ করা নিষেধ

৪৮৩৯ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ
امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَى جَنَاحٍ أَنْ تَشَبَّعْتُ
مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ
بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسَ ثَوْبِي زُورٍ -

৪৮৩৯ সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র) হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কোন একজন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগানোর জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে? রাসূল (স) বললেন : যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দু প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল।

২৫৩১. بَابُ الْغِيَرَةِ وَقَالَ وَرَادُّ عَنِ الْمَغِيَرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرِهِ سَعْدٍ ، لَا نَا غَيْرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي

২৫৩১. অনুচ্ছেদ ৪ আত্মমর্যাদাবোধ। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই; তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব অর্থাৎ হত্যা করব। নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আশ্চর্যবিত্ত হচ্ছ? (আল্লাহর কসম!) আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়েও অনেক বেশি এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশি

৪৮৪. حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ -

৪৮৪০ উমর ইব্ন হাফস (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল কেউ নয় এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন আর (আল্লাহর) প্রশংসার চেয়ে আল্লাহর অধিক প্রিয় কিছু নেই।

৪৮৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا -

৪৮৪১ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। তিনি তার কোন বান্দা নর হোক কি নারী হোক তার ব্যভিচার তিনি দেখতে চান না। হে উম্মতে মুহাম্মদী! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।

৪৮৪২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَشْيَ غَيْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ -

৪৮৪২ মুসা ইবন ইসমাঈল (র) হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। ইয়াহুইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে অনুরূপ হাদীস বলতে শুনেছেন।

৪৮৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ -

৪৮৪৩ আবু নুআয়ম (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়।

৪৮৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرٍ نَاصِحٍ وَغَيْرِ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرَزُ غَرَبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أَحْسَنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنْتُ نِسْوَةَ صَدِيقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِئِي عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ أَخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي قَدْ

اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِرَكْبٍ ،
فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكَ النَّوَى كَانَ أَشَدُّ
عَلَى مَنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ ، قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ
تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأْنَمَا أَعْتَقَنِي -

[৪৮৪৪] মাহমুদ (রা) হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুবায়র (রা) আমাকে শাদী করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোন স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু মাত্র কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম; কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী। রাসূল ﷺ যুবায়র (রা)-কে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ঐ জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দু'মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত হল, তখন রাসূল ﷺ-এর সাথে কয়েকজন আনসারও ছিল। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য তাঁর উটকে আখ্! আখ্! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তাঁর পিঠে আরোহণ করতে পারি। আমি পরপুরুষের সাথে একত্রে যাওয়ায় লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবায়র (রা)-এর আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কেননা, সে ছিল খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝতে পারলেন, আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন। আমি যুবায়র (রা)-এর কাছে পৌছলাম এবং বললাম, আমি খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে রাসূল ﷺ-এর সাথে আমার দেখা হয় এবং তাঁর সাথে কিছুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, যেন আমি তাতে সওয়ার হতে পারি। কিন্তু আমি তোমার আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করে লজ্জা অনুভব করলাম। এ কথা শুনে যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করা তাঁর সাথে উটে চড়ার চেয়ে আমার কাছে বেশি লজ্জাজনক। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘোড়া দেখান্তনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই আমি যেন রেহাই পেলাম।

[৪৮৪৫] حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ

فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ هُوَ فِي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى النَّبِيِّ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ كُسِرَتْ -

৪৮৪৫ আলী ইবন মাদানী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল ﷺ তার জনৈক বিবির কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে বিবির ঘরে নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন সে বিবি খাদ্যের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আত্মাঙ্গীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদ্যকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে বিবির কাছে ছিলেন তাঁর কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার কাছেই রাখলেন।

٤٨٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ ادْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ -

৪৮৪৬ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এই প্রাসাদটি হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত হযরত উমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার ক্ষেত্রেও আমি (উমর) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব?

৪৮৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ -

৪৮৪৭ আবদান (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় জান্নাতে একটি প্রাসাদের পার্শ্বে একজন মহিলাকে ওয়ু করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার? আমাকে বলা হলো, এটা উমর (রা)-এর। তখন আমি উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করে পিছন ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) সেই মজলিসেই কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথেও কি আমি আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখব?

২৫৩২. بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجَدِهِنَّ

২৫৩২. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের বিরোধিতা এবং তাদের ক্রোধ

৪৮৪৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتُ عَلَى غَضَبِي ، قَالَتْ فَقُلْتُ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَمَا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَأَنْتِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ قُلْتُ أَجَلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ -

৪৮৪৮ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।” আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মদ

-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইবরাহীম (আ)- এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম মুবারক উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।

৪৮৪৭ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ -

৪৮৪৯ আহমদ ইবন আবু রাজা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণের মধ্য থেকে খাদীজা (রা)-এর চেয়ে অন্য কোন বিবির প্রতি বেশি ঈর্ষা-পোষণ করিনি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে [খাদীজা (রা)]-কে জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দেবার জন্য জ্ঞাত করানো হয়েছিল।

২৫৩৩. بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْفِتْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

২৫৩৩. অনুচ্ছেদ : কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান এবং ইনসাফমূলক কথা

৪৮৫০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَاذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَلَا أَذْنُ ، ثُمَّ لَا أَذْنُ ، ثُمَّ لَا أَذْنُ ، الْإِذَا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُونِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا هُكَذَا -

৪৮৫০ কুতায়বা (র) হযরত মিসওয়্যার ইবন মখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিন্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, বনি হিশাম ইবন মুগীরা, আলী ইবন আবু তালিবের

কাছে তাদের মেয়ে শাদী দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে ; কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী ইবন আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে শাদী করতে পারে। কেননা, ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

২৫৩৪. **بَابٌ يَقُلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذَنَ بِهِ مِنْ قِبَلَةِ الرِّجَالِ ، وَكَثِيرَةَ النِّسَاءِ**

২৫৩৪. অনুচ্ছেদ : পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আবু মুসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (এমন একটা সময় আসবে যখন) একজন পুরুষ দেখতে পাবে, তার পেছনে চল্লিশজন নারী অনুসরণ করছে আশ্রয়ের জন্য। কেননা, তখন পুরুষের সংখ্যা অনেক কমে যাবে আর নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে

৪৮৫১ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَتَقُلُّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدُ -

৪৮৫১ হাফস ইবন উমরুল হাওদী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ সে হাদীস বলতে পারবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে ইল্ম গুণে যাবে, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্য পানের মাত্রা বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা এত অধিক হারে বেড়ে যাবে যে, একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন নারীর দেখাস্তনা করতে হবে।

২৫৩৫. **بَابٌ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ وَالْخُؤُلُ عَلَى الْمُغَيَّبَةِ**

২৫৩৫. অনুচ্ছেদ : ‘মাহরম’ অর্থাৎ যার সাথে শাদী হারাম সে ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে দেখা করবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে কোন পুরুষের গমন (হারাম)

৪৮৫২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوُ قَالَ الْحَمَوُ الْمَوْتُ -

৪৮৫২ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) হযরত উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।

৪৮৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا كَذَا ، قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ -

৪৮৫৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহরমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সাক্ষাত করবে না। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, ফিরে যাও এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে হজ্জ সমাপন কর।

২৫৩৬. بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

২৫৩৬. অনুচ্ছেদ : লোকজনের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষের কথা বলা বৈধ

৪৮৫৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

هَشَامٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلَابَهَا ، فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ -

[৪৮৫৪] মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এলে, তিনি তাকে ডেকে এক পার্শ্বে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার কাছে সকল লোকের চেয়ে অধিক প্রিয়।

২৫৩৭. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

২৫৩৭. অনুচ্ছেদ : যে পুরুষ মহিলার মত সাজ-গোজ করে, তার সাথে কোন নারীর চলাফেরা নিষেধ

[৪৮৫৫] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّازٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخْنِثٌ فَقَالَ الْمُخْنِثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةٍ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بَارِعَ وَتُدْبِرُ بِثَمَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ -

[৪৮৫৫] উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে থাকাকালে সেখানে একজন মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষ ছিল। ঐ মেয়েলী পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আপনাদেরকে আল্লাহ তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গায়লানের মেয়েকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা, সে এত মেদবহুল যে, সে সম্মুখ দিকে আগমন করলে তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে আর পিছু ফিরে যাওয়ার সময় আট ভাঁজ পড়ে। একথা শোনার পর নবী ﷺ বললেন, (এ মেয়েলী পুরুষ হিজড়া) সে যেন কখনো তোমাদের কাছে আর না আসে।

২৫৩৮. بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَتَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِبَّةٍ

২৫৩৮. অনুচ্ছেদ : হাবশী বা অনুরূপ লোকদের প্রতি মহিলাদের সন্দেহজনক না হলে দৃষ্টি দেয়া যায়

৪৮৫৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرْنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسَاءُ فَأَقْدَرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ -

৪৮৫৬ ইসহাক ইবন ইববাহীম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা খেলছিল। আমি খেলা দেখে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তোমরা অনুমান কর যে, অল্পবয়সী মেয়েরা খেলাধুলা দেখতে কি পরিমাণ আগ্রহী।

২৫৩৭. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

২৫৩৯. অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া

৪৮৫৭ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَأَاهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكَ وَاللَّهِ يَأْسُودَةُ مَا تَخْفَيْنِ عَلَيْنَا ، فَرَجَعْتَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَإِنْ فِي يَدِهِ لَعَرَقًا فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ -

৪৮৫৭ ফারওয়া ইবন আবুল মাগরা (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে উম্মেহাতুল মু'মিনীন সওদা বিন্ত জামাআ (রা) কোন কারণে বাইরে গেলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! হে সাওদা (রা) তুমি নিজেকে আমাদের কাছে থেকে লুকাতে পারনি। এতে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে গেলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বললেন। তিনি তখন আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে গোশতপূর্ণ একখানা হাড় ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে ওই নাযিল হল। যখন ওই নাযিল হওয়া শেষ হল, তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনে তোমাদের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

২৫৪০. **بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ**

২৫৪০. অনুচ্ছেদ : মসজিদে অথবা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ

৪৮৫৮ **حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا -**

৪৮৫৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) সালিমের পিতা [ইবন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।

২৫৪১. **بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ ، وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرِّضَاعِ**

২৫৪১. অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়

৪৮৫৯ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكَ فَأُذِنِي لَهُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ -**

[৪৮৫৯] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি নেয়া ছাড়া প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আসার পর তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন তোমার চাচা। সুতরাং তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছেন; কিন্তু কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তোমার চাচা, সুতরাং তাঁকে তোমার কাছে আসার অনুমতি দাও। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। তিনি আরও বলেন, জনসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

২৫৪২. بَابُ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

২৫৪২. অনুচ্ছেদ : এক মহিলা আর এক মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার বর্ণনা যেন নিজের স্বামীর কাছে না দেয়

[৪৮৬.] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا -

[৪৮৬০] মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ঐ নারীকে) দেখতে পাচ্ছে।

[৪৮৬১] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا -

[৪৮৬১] উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে দেখতে পাচ্ছে।

২৫৪৩. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَطُوفَنُ الْيَلَّةَ عَلَى نِسَائِهِ

২৫৪৩. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব

৪৮৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطُوفَنُ الْيَلَّةَ بِمَاءَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ -

৪৮৬২ মাহমুদ (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশত বিবির সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি 'ইনশাআল্লাহ' বলুন; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার বিবিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন বিবি একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী ﷺ বলেন, যদি হযরত সুলায়মান (আ) 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর আশা পূর্ণ করতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য উত্তম।

২৫৪৪. بَابُ لَا يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْلًا إِذَا اطَّالَ الْغَيْبَةُ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَشْرَتَهُمْ

২৫৪৪. অনুচ্ছেদ : যদি কোন লোক দূরে থাকে অথবা পরিবার থেকে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বাড়ি আসার পর সঙ্গে সঙ্গেই রাতে ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে করে সে এমন কিছু পায় যা তাকে আপন পরিবার সম্পর্কে সন্দেহান করে তোলে, অথবা তাদের কোন ক্রটি আবিষ্কার করে।

৪৮৬৩ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا -

৪৮৬৩ আদম হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফর থেকে এসে রাতে ঘরে প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন।

٤٨٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا -

৪৮৬৪ মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল (র) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকে রাতে আকস্মিকভাবে তার ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

২৫৬০. بَابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

২৫৪৫. অনুচ্ছেদ : সন্তান কামনা করা

٤٨٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثِيْبًا ؟ قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا ، قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أُمَهْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَىْ عِشَاءَ لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسُ الْكَيْسُ يَا جَابِرُ ، يَعْنِي الْوَلَدَ -

৪৮৬৫ মুসাদ্দাদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আমি আমার মস্তুর গতি উটের পিঠে ত্বরা করত

লাগলাম। তখন আমার পিছনে একজন আরোহী এসে মিলিত হলেন। তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, তোমার এ ব্যস্ততার কারণ কি? আমি বললাম, আমি সদ্য শাদী করেছি। তিনি বললেন, কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা বিয়ে করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। (রাবী) বলেন, আমরা মদীনায পৌঁছে নিজ নিজ বাড়িতে যাইতে চাইলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর- পরে রাতে অর্থাৎ এশা নাগাদ ঘরে যাবে, যাতে এলোকেশী নারী তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে। (রাবী) বলেন, আমাকে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এও বলেছেন যে, হে জাবির। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। (কোন রাবী বলেন) অর্থাৎ সন্তান কামনা কর, সন্তান কামনা কর।

৪৮৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطُ الشَّعْثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ تَابِعُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَيْسِ -

৪৮৬৬ মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালীদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সফর থেকে রাতে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে এবং রক্ষকেশী স্ত্রী চিরুণী করে নিতে পারে। (রাবী), বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমর কর্তব্য সন্তান কামনা করা, সন্তান কামনা করা। উবায়দুল্লাহ (র) ওয়াহাব (র) থেকে জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'সন্তান অন্ত্রেষণ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

২৫৬৬. بَابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطُ

২৫৬৬. অনুচ্ছেদ : স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করবে এবং রক্ষকেশী নারী (মাথায়) চিরুণী করে নেবে

৪৮৬৭ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي لِي

قَطُوفٍ فَلَحِقْنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ
فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْأَيْلِ ، فَأَلْتَفْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ أَتَزَوَّجَتِ
قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ فَهَلَّا بِكَرًا تُلَاعِبُهَا
وَتُلَاعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمَهْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا
لَيْلًا أَى عِشَاءً لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعْبَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ -

৪৮৬৭ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, আমি আমার মস্তুর গতি সম্পন্ন উটের পিঠে তুরা করতে লাগলাম। একটু পরেই জনৈক আরোহী আমার পিছনে এসে মিলিত হলেন এবং তাঁর লাঠি দ্বারা আমার উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে আমার উটটি সর্বোৎকৃষ্ট উটের ন্যায় চলতে লাগল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল ﷺ। আমি বললাম, ইয়া রাসূল! আমি সদ্য বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, বিয়ে করেছ? বললাম, জি- হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। রাবী বলেন, এরপর আমরা যখন মদীনায় উপস্থিত হয়ে (নিজ নিজ গৃহে) প্রবেশে উদ্যত হলাম, তখন তিনি বললেন, আস, সকলে রাতের অর্ধাংশ সন্ধ্যায় প্রবেশ করবে, যাতে এলোকেশী নারী চিরুনি করে নিতে পারে এবং স্বামী অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করে নিতে পারে।

২৫৪৭. بَابُ وَلَا يُبْدَيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

২৫৪৭. অনুচ্ছেদ : “তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।” (২৪ : ৩১)

৪৮৬৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ
اِخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ جَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ

بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَتْ فَاطِمَةُ
عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تَرْسِهِ ،
فَأَخَذَ حَصِيرًا فَحَرَّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ -

৪৮৬৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) আবু হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের দিন রাসূলুল্লাহ
-এর ক্ষতস্থানে কি ঔষধ লাগানো হয়েছিল, এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। পরে তারা
সাহল ইবন সা'দ সাঈদীকে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনার অবশিষ্ট নবী সাহাবীগণের সর্বশেষ ছিলেন।
তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। ফাতেমা (রা) তাঁর
মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন আর আলী (রা) ঢালে করে পানি আনছিলেন। পরে একটি চাটাই
পুড়ে, তা ক্ষতস্থানে চতুর্দিকে লাগিয়ে দেয়া হল।

২৫৪৮. بَابُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

২৫৪৮. অনুচ্ছেদ : যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি

৪৮৬৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ
شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَ أَضْحَى أَوْ فِطْرًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَلَوْلَا
مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ
وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ
يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ، ثُمَّ أَرْتَفَعُ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ -

৪৮৬৯ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) আবদুর রহমান ইবন আবিস থেকে বর্ণিত যে, আমি জনৈক
ব্যক্তিকে ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, আপনি আযহা বা ফিতরের কোন ঈদে
রাসূলুল্লাহ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তবে তাঁর সাথে আমার এত
ঘনিষ্ঠতা না থাকলে স্বল্প বয়সের দরুন আমি তাঁর সাথে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি (আরও) বলেন,

রাসূল ﷺ বের হলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করলেন ও তাদেরকে সাদকা করার আদেশ দিলেন। (রাবী বলেন,) আমি দেখলাম, তারা তাদের কর্ণ ও কণ্ঠের দিকে হাত প্রসারণ করে (গয়নাগুলো) বিলালের কাছে অর্পণ করছে। এরপর রাসূল ﷺ ও বিলাল (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

২৫৪৭. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمْ الْيَلَّةَ وَطَعَنَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي الْحَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

২৫৪৭. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তার সাথীকে এ কথা বলা যে, তোমরা কি গত রাতে সহবাস করেছ? এবং ধমক দেয়া কালে কোন ব্যক্তির তার কন্যার কোমরে আঘাত করা

৪৮৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي -

৪৮৭০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আমার কোমরে তাঁর হাত দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। আমার উরুর ওপর রাসূল ﷺ -এর মস্তক থাকায় আমি নড়াচড়া করতে পারিনি।

বাংলায় ইসলামিক বই ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ ইসলামি বই ডট ওয়ার্ল্ডথ্রেস ডট কম।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ